Contents

৩৩ তম সংখ্যা

তাওহীদের ডাক

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৭

- একজন আদর্শবান ব্যক্তির গুণাবলী
- 'হায়াতুন্নবী' : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
- নাস্তিক্যবাদের মূলসূত্র ও আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব
- কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে ঈমানের শাখা
- আব্দুর রহমান কাশগড়ীর অভিবাসী হওয়ার করুণ কাহিনী

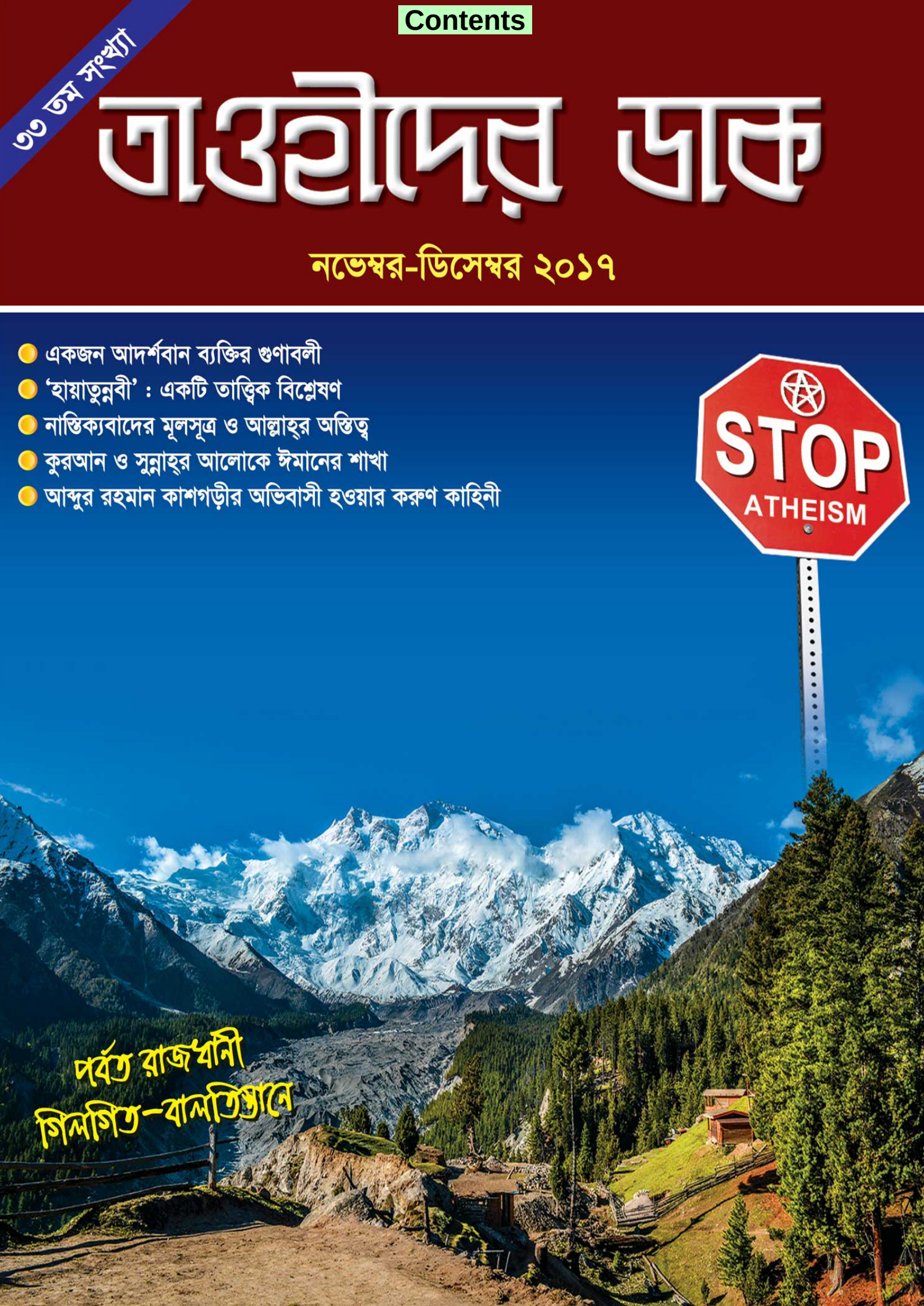

Contents

তাওহীদের ডাক

The Call to Tawheed

৩৩ তম সংখ্যা
নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৭

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
নূরুল ইসলাম
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহিল কাফী

সহকারী সম্পাদক
মুখতারুল ইসলাম

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ)
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.at-tahreek.com/tawheederdak

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ,
কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ,
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩
থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৩
- **আক্বীদা**
  'হায়াতুন্নবী' : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ৫
  আহমাদুল্লাহ
- **তাবলীগ** ৯
  কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ঈমানের শাখা (৬ষ্ঠ কিস্তি)
  হাফেয আব্দুল মতীন
- **তারবিয়াত** ১৬
  পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের করণীয় (পূর্ব প্রকাশিতের পর)
  আব্দুর রহীম
- **তাজদীদে মিল্লাত** ২১
  পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন ও তা থেকে মুক্তির উপায় (৩য় কিস্তি)
  মফীযুল ইসলাম
- **আহলেহাদীছ আন্দোলন** ২৪
  দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন
  মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **ধর্ম ও সমাজ** ২৬
  একজন আদর্শবান ব্যক্তির গুণাবলী
  এ. এইচ. এম. রায়হানুল ইসলাম
- **চিন্তাধারা** ৩২
  নাস্তিক্যবাদের মূলসূত্র ও আল্লাহ্র অস্তিত্ব
  ড. মুহাম্মাদ সাঈদুল ইসলাম
- **গ্রন্থ-পর্যালোচনা** ৩৯
  বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের আলোকে মুক্তিযুদ্ধ
  আব্দুল্লাহ মাহমূদ
- **ভ্রমণস্মৃতি** ৪২
  পর্বত রাজধানী গিলগিত-বালতিস্তানে
  আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
- **মনীষীদের জীবন থেকে** ৪৫
  আব্দুর রহমান কাশগড়ীর অভিবাসী হওয়ার করুণ কাহিনী
  ড. নূরুল ইসলাম
- **সরেযমীন প্রতিবেদন** ৪৭
  বাঘা মাযার
  আব্দুল্লাহ ছাকিব
- **ভীনদেশের চিঠি** ৫০
- **কবিতা** ৫১
- **সংগঠন সংবাদ** ৫২
- **সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)** ৫৫
- **সাধারণ জ্ঞান** ৫৬

Contents

সম্পাদকীয়

নৈতিক দৃঢ়তা

ঈমান আনার পর আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন যে বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন তা হ'ল ঈমানের উপর দৃঢ় থাকা। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঈমানী দৃঢ়তা অর্জনের জন্য আহ্বান করা হয়েছে মুমিনদেরকে। আল্লাহ বলেন, 'হে মুহাম্মাদ! তুমি এবং তোমার সাথে যারা তওবা করেছে সবাই সরলপথের ওপর দৃঢ় থাক, যেভাবে তোমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর তোমরা সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু করছ তা তিনি দেখছেন *(হূদ ১১২)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই যারা বলেছে আমাদের প্রভূ আল্লাহ এবং তার ওপর দৃঢ় থেকেছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না *(আহক্বাফ ১৩)*। অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ) নিজেও ছাহাবীদেরকে সতর্ক করেছেন। সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ ছাক্বাফী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে একবার জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলুন, যে সম্পর্কে আমি আর অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করব না। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তুমি বল, আমি ঈমান এনেছি, অতঃপর তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাক' *(মুসলিম হা/৬২)*।

ইস্তিক্বামাত তথা ঈমানী দৃঢ়তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'ইস্তিক্বামাত এমন একটি শব্দ যা দ্বীনের সর্বাংশকে শামিল করে। এটি হ'ল আল্লাহর সম্মুখে পূর্ণ বিশ্বস্ততা এবং অঙ্গিকারাবদ্ধতা নিয়ে দণ্ডায়মান হওয়া। এর সম্পর্ক কথা, কর্ম ও নিয়তের সাথে। সবকিছু কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য হওয়া, আল্লাহ্র পথে হওয়া এবং আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক হওয়ার মাধ্যমে ইস্তিকামাত অর্জিত হয়' *(মাদারিজুস সালিকীন)*। অন্যত্র তিনি বলেন, অন্তরে নৈতিক দৃঢ়তা বা ইস্তিক্বামাত সৃষ্টির মাধ্যম হ'ল, আল্লাহর আদেশ ও নিষেধকে গুরুত্ব প্রদান করা। আর সেটা জাগ্রত হয় আদেশ ও নিষেধকর্তা তথা আল্লাহ্র প্রতি শ্রদ্ধা পোষণের মাধ্যমে *(আল-ওয়াবেলুছ ছাইয়েব)*। কোন কোন বিদ্বান বলেন, ইস্তিক্বামাত হ'ল রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা এবং প্রবৃত্তির পথে না চলা।

একজন মুসলমানের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় তার ইস্তিক্বামাত তথা নৈতিক ও আদর্শিক দৃঢ়তার মাধ্যমে। যিনি যত শক্তিশালী ঈমানদার, তার নৈতিক দৃঢ়তা তত বেশী। শয়তানের প্রতারণা এবং দুনিয়াবী কোন লোভ-লালসার কাছে তিনি পরাজিত হন না। যদি কখনওবা পদস্খলিত হনও, তবে সম্বিত ফিরে পাওয়া মাত্র নিজেকে সংশোধন করে নেন। অপরদিকে যিনি যত দুর্বল ঈমানদার, তার নৈতিক দৃঢ়তা তত কম। শয়তানের কাছে তিনি সহজেই পরাজিত হন। সামান্য দুনিয়াবী স্বার্থের টোকায় তিনি পথভ্রষ্ট হয়ে যান। এমনকি একসময় সংশোধনের পথ অনুসন্ধানের চেতনাও তিনি হারিয়ে ফেলেন।

সমাজে চলার পথে এমন ভুরি ভুরি উদাহরণ পাই, যারা একসময় দ্বীনের পথে চলতেন, কিন্তু দুনিয়াবী ব্যস্ততার অজুহাতে দ্বীন থেকে এত দূরে সরে গেছেন যে, ফরয ছালাতটুকু আদায়ের চেতনাও হারিয়ে ফেলেছেন। অনেক মাদরাসা পড়ুয়া ছাত্রকে দেখা যায় কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারায় পরিবর্তিত হয়েছেন, এমনকি নিজের সমৃদ্ধ অতীতকে পর্যন্ত বেমালূম ভুলে গেছেন। অনেক ভাইকে দেখা যায়, তীব্র আবেগ নিয়ে দ্বীনের পথে এসেছেন, কিছুকাল পরই সে আবেগে ভাটা পড়ে আবার দ্বীন থেকে দূরে সরে গেছেন। জীবনের উষাকালে যে বোনটি পর্দার সাথে চলতেন এবং ধার্মিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করার পর সহসাই তিনি এখন দ্বীনের সাথে সম্পর্কচ্যুত। কিছুকাল পূর্বে যে ভাইটি সমাজে আদর্শবান ও দ্বীনী ব্যক্তিত্ব হিসাবে বরিত হয়েছেন, সময়ের আবর্তে তিনি এখন ভিন্ন চিন্তাধারার মানুষ। এসবই ইস্তিক্বামাত হারানোর পরিণাম। ভয়ংকর ব্যাপার এই যে, কোন ব্যক্তি একবার দ্বীনের পথ থেকে বিচ্যুত হলে, খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, তিনি ফিরে আসতে পেরেছেন। শয়তানের চক্রান্ত তাদের উপর এত শক্তিশালীভাবে বিজয়ী হয়ে যায়, যে তা থেকে তওবার পথ যেন তাদের জন্য চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন!

তারুণ্য ও যৌবনে পদার্পণকারী সত্যপিয়াসী ভাই ও বোনদের প্রতি আমাদের আহ্বান, ইসলামকে প্রকৃত অর্থে জানুন এবং বুঝুন। দ্বীনকে স্বীয় চিত্তে দৃঢ়ভাবে ধারণ করুন। নিজেকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্র আনুগত্যের কাছে সঁপে দিন। রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশিত পথকে নিজের জন্য একান্ত আপন করে নিন। শয়তান ও প্রবৃত্তির পথে চলাকে নিজের জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর করে দিন। আত্মসমালোচনা, তওবা, ইস্তিগফারকে নিজের দৈনন্দিন কর্মসূচীতে পরিণত করুন। এভাবে নিত্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে নৈতিক ও আদর্শিক দৃঢ়তা সৃষ্টি হবে, তা-ই হকের উপর আমৃত্যু আমাদেরকে টিকিয়ে রাখবে। দুনিয়াবী স্বার্থের কাঁটা এবং শয়তানী চক্রান্ত সহজে গ্রাস করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। পবিত্র কুরআনে এসেছে, আল্লাহ মুমিনদের দৃঢ় বাক্য দ্বারা মযবূত রাখেন ইহকালীন জীবনে ও পরকালে (কবরে) এবং সীমালংঘনকারীদের পথভ্রষ্ট করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যা চান তাই করেন' *(ইবরাহীম ১৪/২৭)*। নিঃসন্দেহে সেই 'দৃঢ় বাক্য' হ'ল তাওহীদের কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

এছাড়া নৈতিক দৃঢ়তা সৃষ্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হ'ল, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা। নফল ইবাদত, যিকির-আযকার, হালাল-হারামের সীমারেখা মেনে চলার মাধ্যমে যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর যত নিকটবর্তী করে নিতে পারবে তার জন্য আল্লাহর উপর সর্বাবস্থায় ভরসা রাখা এবং দৃঢ় নৈতিক অবস্থান নিয়ে টিকে থাকা সহজ হয়ে যায়। সমস্ত দুনিয়াও যদি এরূপ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চলে যায়, তবুও তারা পদস্খলিত হয় না। এরূপ মুমিনদের লক্ষ্য করেই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিনের ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর। তার সমস্ত বিষয়টিই কল্যাণময়। মুমিন ব্যতীত আর কারু জন্য এরূপ নেই। যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে শুকরিয়া আদায় করে। ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে ছবর করে। ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়' *(মুসলিম হা/২৯৯৯)*। আল্লাহ আমাদের সকল ভাইকে দৃঢ় নৈতিকতাসম্পন্ন ও আদর্শবান বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিন। আমীন!

সামাজিক সম্পর্ক

আল-কুরআনুল কারীম :

১- يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ-

(১) 'হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হ'তে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হ'তে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে-ই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাক্বওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*।

২- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ- وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ-

(১) 'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা এখন (জীবিত) মানুষ হিসাবে (সারা পৃথিবীতে) ছড়িয়ে পড়েছ। তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ কর। আর তিনি তোমাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে পরস্পরে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য (আল্লাহ্র একত্বের ও অসীম ক্ষমতার) বহু নিদর্শন রয়েছে। তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম হ'ল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা। নিশ্চয়ই এর মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য (আল্লাহ্র একক পালনকর্তা হওয়ার) নিদর্শন সমূহ রয়েছে' *(রূম ৩০/২০-২২)*।

৩- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا-

(৩) 'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঐ দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাক এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সতর্ক হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সদা সতর্ক তত্ত্বাবধায়ক' *(নিসা ৪/১)*।

৪- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ-

(৪) 'নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে। হে ঈমানদারগণ, কোন সম্প্রদায় যেন অপর কোন সম্প্রদায়কে বিদ্রুপ না করে, হ'তে পারে তারা বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম এবং কোন নারীরাও যেন অন্য নারীদের বিদ্রূপ না করে, হ'তে পারে তারা বিদ্রূপকারী দের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম কতই না নিকৃষ্ট। আর যারা তওবা করে না, তারাই তো যালিম' *(হুজুরাত ৪৯/১০-১১)*।

হাদীছে নববী :

৫- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَىْءٌ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ-

(৫) আবূ মাসউদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির মধ্যে কোন এক লোকের হিসাব নেওয়া হ'লে তার কোন ভাল কাজ পাওয়া গেল না। সে ছিল ধনীলোক। সে যখন লোকদের সাথে লেন-দেন করত তখন নিজ গোলামদের হুকুম প্রদান করত, অভাবী ঋণগ্রস্তদের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ কর। এতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি ক্ষমা ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশি উপযোগী। অতএব, (হে ফেরেশতাগণ!) তাকে মুক্তি প্রদান কর'।[১]

১. মুসলিম হা/৪০৮০; তিরমিযী হা/১৩০৭;।

Contents

٦- عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا كَانَ مُخَالِطًا النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِى لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ-

(৬) ইয়াহইয়া বিন ওয়াছ্ছাব হ'তে বর্ণিত, একজন ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে মুসলমান (সমাজের) মানুষের সাথে মেশে এবং তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে, সে ঐ মুসলমানের চেয়ে উত্তম, যে মানুষের সাথে মেশে না এবং তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্য ধারণও করে না'।[২]

٧- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ-

(৭) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে উত্তম সাথী সে, যে তার সঙ্গী-সাথীর নিকট উত্তম। আর আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে উত্তম প্রতিবেশী সে, যে তার পড়শীর নিকট উত্তম'।[৩]

٨- عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا. قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِى قَالَ صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ-

(৮) 'আবূ যার গিফারী (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, হে আবূ যার! কি অবস্থা হবে তোমার যখন তোমাদের ওপর এমন সব শাসনকর্তা হবেন যাঁরা ছালাতের প্রতি অমনোযোগী হবেন অথবা নির্ধারিত সময় হ'তে তা পিছিয়ে দিবেন? আমি বললাম আপনি আমাকে কি আদেশ দেন? তিনি বললেন ছালাত তার ঠিক সময়ে পড়বে অতঃপর যদি তাদের সাথে তা পাও পুনরায় পড়বে আর এটা তোমার জন্য নফল হবে'।[৪]

٩- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ فِى قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ أَخًا لِى فِى هَذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لاَ غَيْرَ أَنِّى أَحْبَبْتُهُ فِى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ فَإِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ.

(৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি অন্য এক গ্রামে তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হ'ল। আল্লাহ তা'আলা তার গমন পথে একজন অপেক্ষমান ফেরেশতা বসিয়ে রাখলেন। লোকটি যখন সেখানে পোঁছাল তখন ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, ঐ গ্রামে একজন ভাই আছে, তার সাথে সাক্ষাতে যাচ্ছি। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, তার কাছে তোমার কি কোন চাওয়ার আছে, যা পাওয়ার জন্য তুমি যাচ্ছ? সে বলল, না; আমি তাকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসি। তখন ফেরেশতা বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমার কাছে এই সংবাদ দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, আল্লাহ তোমাকে অনুরূপ ভালবাসেন, যেরূপ তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাকে ভালবাস'।[৫]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বক্তব্য দেওয়ার সময় বলেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের আনুগত্য ও জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপন আবশ্যক। কেননা এ দু'টি আল্লাহর্ রশি যার ব্যাপারে আল্লাহ আদেশ করেছেন' ।[৬]

২. আবুল আলীয়া বলেন, আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র রজ্জুকে আঁকড়ে ধর' অর্থাৎ একনিষ্টভাবে শুধু তাকেই আঁকড়ে ধর আর তোমরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না এবং হিংসা-বিদ্বেষ করো না। আল্লাহ ওয়াস্তে পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যাও'।[৭]

৩. উমাইয়া ইবনু ছালত বলেন, আমি যখন মাটিতে ছালাত আদায় করি তখন পুরো দুনিয়াকে আমার নিজের দেশ মনে হয় আর সমস্ত দুনিয়াবাসীকে আমার আত্মীয়'।[৮]

সারবস্তু :

১. সামাজিক সর্ম্পক মানুষের যাবতীয় মানসিক অসুখের যেমন দুশ্চিন্তা, মনোকষ্টের অত্যন্ত কার্যকরী ঔষধ হিসাবে কাজ করে। ফলে মানুষ পরস্পরের সাক্ষাতে ও ভালবাসায় প্রশান্তি লাভ করে।

২. সামাজিক সম্পর্কে অগ্রগামী ব্যক্তি মানবসমাজে এবং আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয় হয়।

৩. মানুষ সামাজিক জীব। আর সমাজ জীবন ব্যবহারিক জীবনের শিক্ষালয়ও বটে। মানুষ সেখানেই বেড়ে উঠে। সমাজের ভাল পরিবেশে সে অসাধারণ মানুষে পরিণত হয়।

৪. সামাজিক সর্ম্পক সুদৃঢ় হ'লে তা শত্রুদের জন্য ভয়ের কারণ হয়। ফলে তা মুসলমানের জন্য নিরাপত্তা ও সম্মানের প্রতীক হিসাবে পরিগণিত হয়।

৫. সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করার মাধ্যমে ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি নিশ্চিত হয়।

২. তিরমিযী হা/২৫০৭।
৩. তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৪৯৮৭।
৪. মুসলিম হা/১৪৯৭; মিশকাত হা/৬০০।

৫. মুসলিম হা/৬৭১৪,২৫৬৭; মিশকাত হা/৫০০৭।
৬. আদ-দুররুল মানছুর ২/২৫৭।
৭. ঐ, ২/২৫৭।
৮. আল-হামাসাতুল মাগরীবিয়্যাহ ১/৭৭৬ পৃ.।

‘হায়াতুন্নবী’ : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

-আহমাদুল্লাহ

ভূমিকা : মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে বহুল প্রচলিত অন্যতম ভুল আক্বীদা হ’ল তিনি জীবিত আছেন। তিনি এখনো দুনিয়াতে ইচ্ছামত আগমণ ও প্রস্থান করেন। এটা একেবারেই ভুল ও শিরকী আক্বীদা। মূলত তিনি বারযাখী জীবনে জীবিত। এ দুনিয়ার সাথে তাঁর কোন যোগাযোগ নেই। তিনি এ দুনিয়াতে আগমন করেন মর্মে আক্বীদা রাখা শিরক। কুরআন ও হাদীছের কোথাও তাঁকে ‘হায়াতুন নবী’ বলা হয়নি। কিন্তু তিনি যে মারা গিয়েছেন এ সম্পর্কে অসংখ্য দলীল কুরআন ও হাদীছে বিদ্যমান। যেমন-

দলীল-১ : কুরআনে এরশাদ হয়েছে- **(১)** إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ‘আপনি অবশ্যই মৃত্যুবরণকারী এবং তারাও অবশ্যই মারা যাবে’ *(যুমার ৩৯/৩০)*। **(২)** আল্লাহ তা‘আলা বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ‘প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে’ *(আলে ইমরান ৩/১৮৫; আম্বিয়া ২১/৩৫)*।

(৩) আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ‘হে নবী! আপনি বলে দিন। আমার ছালাত, আমার হজ্জ, আমার জীবন আমার মৃত্যু সবই আল্লাহর জন্য। যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক’ *(আন‘আম ৬/১৬২)*।

দলীল-২ : আবূ বকর (রাঃ) বলেন, فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ ‘নিশ্চয় মুহাম্মাদ মারা গিয়েছেন’।[১]

দলীল-৩ : আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‘নবী (ছাঃ) মারা গিয়েছেন’।[২]

দলীল-৪ : রাসূল (ছাঃ)-এর এ দুনিয়া হ’তে চলে যাওয়ার পর তার পরিত্যক্ত সম্পদের মীরাছ বন্টনের জন্য তার আদরের কন্যা ফাত্বেমা (রাঃ) আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-কে বলেছিলেন’।[৩]

যদি নবী হায়াতুন্নবী হ’তেন তবে ফাত্বেমা (রাঃ) তার পিতাকে না বলে আবূ বকরকে বললেন কেন?

এর পরের হাদীছে আছে যে, আবূ বকর ফাত্বিমাকে সম্পদ বন্টন করে দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ফলে ফাত্বিমা রেগে যান ও তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আর আবূ বকরের সাথে কথা বলেননি’।[৪]

১. বুখারী হা/৩৬৬৮।
২. বুখারী হা/৪৪৪৬।
৩. বুখারী হা/৩০৯২।
৪. বুখারী হা/৩০৯৩।

এতকিছু হওয়ার পরও তিনি কেন তার শ্রদ্ধেয় পিতাজান, সাইয়েদুল মুরসালীন-কে (ব্রেলভীদের ভাষায় হায়াতুন্নবী) এই সমস্যা সমাধানের জন্য বললেন না? উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর ফাত্বেমা (রাঃ) ছয় মাস জীবিত ছিলেন। এ ছয় মাসে নবী করীম (ছাঃ) অন্তত একবার আসতে পারতেন।

দলীল-৬ : আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ، فَدَعَوْهُ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ، وَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ ‘তিনি একদল লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। যাদের সামনে ছিল একটি ভুনা বকরী। তারা তাকে (খেতে) ডাকলেন। তিনি খেতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, রাসূলু (ছাঃ) দুনিয়া হ’তে চলে গিয়েছেন। অথচ তিনি যবের রুটিও তৃপ্তি সহকারে খাননি’।[৫]

এটাই হ’ল ছাহাবীদের ভালবাসার নমুনা। আজকে যারা আমরা ‘নবীর প্রেম’ ‘নবীর প্রেম’ বলে অহরহ চিৎকার করতে থাকি তারা আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর ন্যায় আচরণ করতে পারবেন কি?

দলীল-৭ : ইমাম আবূ ইউসূফ (রহঃ) তাঁর উস্তাদ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ حَتَّى مَاتَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‘মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত তার পরিবারের সদস্যরা টানা তিন দিন গমের রুটি তৃপ্তি ভরে খেতে পারেননি’।[৬]

যদি নবী (ছাঃ) ‘হায়াতুন্নবী’ হ’তেন তবে এখানে মৃত্যু শব্দটা এল কেন? আর ছাহাবীরাই বা এত কষ্ট পেলেন কেন?

দলীল-৮ : لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ছাঃ) মারা গিয়েছেন’।[৭]

কতিপয় দলীলের পর্যালোচনা :

দলীল-১ : وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ‘যারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বল না। বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা অনুধাবন করতে পার না’ *(বাক্বারাহ ২/১৫৪)*।

৫. বুখারী হা/৫৪১৪।
৬. ইমাম আবূ ইউসুফ, আল-আছার হা/৯৩৬।
৭. মুসলিম হা/২৯৭৪।

Contents

জবাব : এখানে মূলত তাদের জন্য কোন দলীল নেই। বরং নিহত হওয়ার বিষয়টি এখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। আল্লাহ্র রাস্তায় যারা জিহাদ করেন তাদেরকে মুজাহিদ বলা হয়। তারা মারা গেলে শহীদ হন। আর যদি ফেরত আসেন তবে তাদেরকে গাযী বলা হয়। শহীদ তখনই বলা হবে যখন তাদের শরীর হ'তে রূহ বেরিয়ে যাবে। অন্যথায় তাদেরকে শহীদ বলা হবে না। জীবিত কোন ব্যক্তিকে কখনোই শহীদ বলা হয় না। আয়াতে তাদেরকে কোন ভাবেই জীবিত বলা হয়নি। বরং তারা মারা যাওয়ার পর তথা শহীদ হবার পর বারযাখী জীবিত থাকেন। কিন্তু কিভাবে থাকেন তা দুনিয়া থেকে বুঝার কোন উপায় নেই। এখানে এটাই বলা হয়েছে। সুতরাং অত্র আয়াত দ্বারা নবীকে 'হায়াতুন্নবী' বলে দলীল গ্রহণ করা হাস্যকর ও ভুল। নবী (ছাঃ) বলেছেন, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّه، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ 'যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার কৃসম! আমার ইচ্ছা হয় আমি আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হই। অতঃপর আবার জীবিত হই। তারপর আবার নিহত হই। তারপর আবার জীবিত হই। অতঃপর আবার নিহত এরপর আবার জীবিত হই তারপর আবার নিহত হই'।[৮]

দলীল-২ : وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّه أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ 'আর তোমরা তাদেরকে মৃত বল না যারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয়েছে। বরং তারা জীবিত। তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে তাদের জন্য রিযক্ব রয়েছে *(আলে-ইমরান ৩/১৬৯)*।

জবাব : এর জবাবও সেটাই যা উপরে আলোচিত হয়েছে। বাকি রইল রিযক্বের বিষয়টি। তো এটা সাধারণ মুমিনদের জন্যও বলা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন, وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّه ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ 'যারা আল্লাহর পথে গৃহ ত্যাগ করেছে, অতঃপর নিহত হয়েছে বা মারা গিয়েছে; আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন। আর আল্লাহই হ'লেন সর্বোৎকৃষ্ট জীবিকা দাতা' *(হাজ্জ ২২/৫৮)*।

দলীল-৩ : রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেন, الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ 'নবীগণ তাদের কবরে জীবিত, (সেখানে) তারা ছালাত আদায় করেন'।[৯]

পর্যালোচনা : হাসান বিন কুতায়বা নামক একজন রাবী এখানে রয়েছেন। যিনি দুর্বল। হাফেয যাহাবী (রহঃ) বলেছেন, قلت : بل هو هالك 'আমি বলেছি, বরং তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত'।[১০]

৮. বুখারী হা/২৭৯৭।
৯. মুসনাদুল বাযযার হা/৬৮৮৮।

তবে শায়খ হুসাইন সালীম আসাদ এর সনদকে ছহীহ বলেছেন'।[১১] শায়খ আলবানী বলেছেন, أخرجه أبو يعلى باسناد جيد এটা আবূ ইয়ালা জাইয়েদ সনদে বর্ণনা করেছেন'।[১২]

সনদ যা-ই হোক না কেন, এর দ্বারা নবী (ছাঃ)-এর দুনিয়ায় জীবিত থাকা প্রমাণিত হয়না। সুতরাং এটা উত্তম সনদে বর্ণিত হ'লেও তাতে দাবী প্রমাণিত হয়না।

দলীল-৪ : من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا وكل بها ملك يبلغني، وكفي بها أمر دنياه وآخرته، وكنت له شهيدا أو شفيعا 'যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকটে আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করবে; আমি তা শ্রবণ করি ও যে ব্যক্তি আমার প্রতি দূর থেকে দুরূদ পাঠ করবে; একজন ফেরেশতাকে তা আমার নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হবে এবং তা তার দুনিয়া ও আখেরাতের কর্মের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। আর আমি তার জন্য সাক্ষী বা সুপারিশকারী হয়ে যাব'।[১৩]

পর্যালোচনা : শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ)-এর পর্যালোচনায় লিখেছেন, من صلى علي عند قبري سمعته 'যে ব্যক্তি আমার উপর কবরের নিকটে দরূদ পড়ে; তো সেটা আমি শ্রবণ করি। আর যে ব্যক্তি আমার উপর দূর থেকে দরূদ পাঠ করে তা আমাকে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়'।[১৪] উক্বায়লী বলেছেন, لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ 'আমাশের হাদীছ থেকে এর কোন ভিত্তি নেই' *(৪/১৩৭)*।

ইবনুল জাওযী বলেছেন, هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ 'এ হাদীছটি ছহীহ নয়'।[১৫]

এর রাবী হ'লেন আবূ আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান আস-সুদ্দী। যার সম্পর্কে ইবনে নুমাইর বলেছেন, 'তিনি মহামিথ্যুক'।[১৬]

ইমাম বুখারী ও আবূ হাতেম বলেছেন, 'তার হাদীছ একেবারেই লেখা হয় না'।[১৭]

ইবনে হিব্বান বলেছেন, 'ইনি ছিক্বাহ রাবীদের থেকে মিথ্যা হাদীছসমূহ বর্ণনা করতেন'।[১৮]

১০. মীযানুল ই'তিদাল, জীবনী নং ১৯৩৩; মুসনাদু আবী ইয়ালা হা/৩৪২৫।
১১. মুসনাদু আবী ইয়ালা হা/৩৪২৫।
১২.আহকামুল জানায়েয পৃঃ ২১৩; ছহীহাহ হা/৬২১।
১৩. যঈফা হা/২০৩।
১৪. উক্বায়লী, কিতাবুয যু'আফা ৪/১৩৬, ১৩৭; মুছান্নাফাতে আবূ জাফর বিন আল-বাখতারী হা/৭৩৫; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১৫৮৩; ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মাওযূ'আত হা/৫৬২, ১/৩০৩; ইবনে শাম'উন অন্য শব্দে হা/২৫৫; ইবনে আসাকির, তারীখে দিমাশক্ব ৫৯/২২০।
১৫. আল-মাওযূ'আত ১/৩০৩।
১৬. উক্বায়লী, আয-যু'আফা ১/১৩৬, সনদ হাসান; আল-হাদীছ : ২৪, পৃঃ ৫২।
১৭. আয-যু'আফাউছ ছগীর, ক্রমিক ৩৫০; আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৮/৮৬।
১৮. আল-মাজরূহীন ২/২৮৬; আল-হাদীছ : ২৪, পৃঃ ৫২।

প্রতীয়মান হয়েছে যে, এ সনদটি বানোয়াট। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম 'আবূশ শায়খ'-এর প্রতি সম্বন্ধিত গ্রন্থ 'আল-ছালাতু আলান নবী (ছাঃ)' হ'তে এর অন্য আরেকটি সনদ সংগ্রহ করেছেন'।[১৯]

এই সনদে আব্দুর রহমান বিন আহমাদ আ'রাজ নামক মাজহূলুল হাল রাবী রয়েছেন। সুতরাং এ সনদটি আবূ মু'আবিয়া আয-যারীর পর্যন্তও প্রমাণিত নেই। সুলায়মান বিন মিহরান আ'মাশ প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস রাবী ছিলেন। আর আবূ ছালেহ হ'তে হোক বা অন্য কারো হতে, তার 'আন' শব্দ যোগে বর্ণনা ছহীহায়ন ব্যতীত যঈফ হয়ে থাকে'।[২০]

হাফেয যাহাবীর আ'মাশের আবূ ছালেহ ইত্যাদি হ'তে রেওয়ায়াতকে ইত্তিছালের উপর গণ্য করা ভুল।

মোদ্দাকথা, এই বর্ণনাটি দু'টি সনদের সাথেই যঈফ অর্থাৎ প্রত্যাখ্যাত'।[২১]

একটি বর্ণনার মধ্যে এসেছে যে, নবী (ছাঃ)-এর কবরের নিকটে একজন ফেরেশতা নিয়োগ রয়েছে। যিনি তাকে উম্মতের সালাম পৌঁছে দিয়ে থাকেন'।[২২]

এই বর্ণনাটির দু'টি সনদই যঈফ ও প্রত্যাখ্যাত। প্রথম সনদে বকর বিন খিদাশ মাজহূলুল হাল এবং মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন ছালেহ আল-মারওয়াযী মাজহূল রাবী রয়েছেন। অন্য সনদের মধ্যে নু'আইম বিন যমযম মাজহূল রাবী এবং ইমরান বিন হিমইয়ারী মাজহূলুল হাল রাবী রয়েছেন। সুতরাং একে হাসান বলা ভুল।

ছহীহ বর্ণনার মধ্যে এসেছে যে, যমীনের মধ্যে আল্লাহর ফেরেশতাগণ ভ্রমণ করেন এবং নবী (ছাঃ)-কে তার উম্মতের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছিয়ে থাকেন'।[২৩]

মোটকথা, নবীর সাথে ইহজগতের কোন প্রকার সম্পর্ক নেই। তিনি দুনিয়াতে আসেন না। এমনকি দুনিয়া থেকে তিনি কোন কিছু শ্রবণ করতে বা শুনাতেও পারেন না। এ মর্মে কোন বিশুদ্ধ বর্ণনা নেই।

দলীল-৫ : قَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بَعَثَ اللَّهُ لَهُ آدَمَ وَجَمِيعَ الْمُرْسَلِينَ مِنْ وَلَدِهِ، فَأَذَّنَ جِبْرِيلُ ثُمَّ أَقَامَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ تَقَدَّمْ فَصَلِّ আত্বা ইবনে আব্বাস হ'তে বর্ণনা করে বলেছেন, মসজিদে আক্বছা থেকে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিয়ে যাওয়া হ'ল; তখন আল্লাহ আদম ও তার সন্তানদের মধ্য হ'তে সকল রাসূলদেরকে প্রেরণ করলেন। এরপর জিবরীল আযান দিলেন এবং ইক্বামত দিলেন। তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি অগ্রসর হৌন এবং ছালাত পড়িয়ে দিন'।[২৪]

তাহক্বীক্ব : ভিত্তিহীন। এর কোন সনদ আমাদের জানা নেই। আর এর দ্বারা নবী (ছাঃ)-এর দুনিয়াতে জীবিত থাকার কোন প্রমাণ মেলেনা।

দলীল-৬ : مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ 'আমি মূসার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম এমতাবস্থায় যে, তিনি তখন তার ক্বরে ছালাত পড়ছিলেন'।[২৫]

তাহক্বীক্ব : এর দ্বারা বারযাখী জীবনে হায়াত থাকা প্রমাণিত হয়। এখানে ছালাত আদায় করা বলতে দুনিয়াবী ছালাতের মত কোন বিষয়কে বুঝানো হয়নি। এর দ্বারা নবীকে ইহকালে জীবিত থাকার দলীল প্রদান করা ভুল ও প্রত্যাখ্যাত।

দলীল-৭ : وعن الزّهري: لّما أسري بالنّبيّ عليه السّلام صلّى خلفه كلّ نبيّ كان أرسل 'যুহরী হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে যখন মিরাজে নিয়ে যাওয়া হল তখন প্রত্যেকটি নবী-রাসূল তার পিছে ছালাত আদায় করেছিলেন'।[২৬]

তাহক্বীক্ব : ভিত্তিহীন। এখানে কোন সনদ প্রদান করা হয়নি। অতএব এর দ্বারা দলীল প্রদান করা প্রত্যাখ্যাত।

দলীল-৮ : وَمَا يَأْتِي وَقْتُ صَلَاةٍ إِلَّا سَمِعْتُ الْأَذَانَ مِنَ الْقَبْرِ 'সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেছেন, এমন কোন সময় আসেনি যখন আমি নবীর ক্বর থেকে আযান শুনিনি'।[২৭]

তাহক্বীক্ব : সনদবিহীন বিধায় প্রত্যাখ্যাত।

দলীল-৯ : فَكُنْتُ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ أَسْمَعُ أَذَانًا يَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ 'যখন ছালাতের সময় হত তখন আমি নবীর কবর শরীফ হতে আযান শ্রবণ করতাম'।[২৮]

তাহক্বীক্ব : সনদবিহীন। ইমাম সুয়ূত্বী (রহঃ) কোন সনদ উল্লেখ করেন নি। তিনি ইবনে সাদের ত্বাবাক্বাত গ্রন্থের বরাত দিয়েছেন। সনদটি হ'ল- قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ।[২৯]

পর্যালোচনা : অত্র সনদে মুহাম্মাদ বিন ওমর রয়েছেন।

(১) হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, متروك مع سعة علمه 'গভীর ইলম থাকার পরও মাতরূক রাবী ছিলেন'।[৩০]

---

১৯. জালাউল আফহাম পৃঃ ৫৪।
২০. দেখুন : মাসিক আল-হাদীছ : ৩৩, পৃঃ ৩৮-৪৩।
২১. আরো দেখুন : আলবানী, যঈফা হা/২০৩।
২২. আলবানী, ছহীহা হা/১৫৩৯, দায়লামী এবং সাখাবীর বরাতে।
২৩. সুনানে নাসাঈ হা/১২৮৩, ৩/৪৩; ইসমাইল বিন আবূ ইসহাক্ব আল-ক্বাযী, ফাযলুছ ছালাত আলান নবী (ছাঃ) হা/২১, সনদ ছহীহ, সুফিয়ান ছাওরী এখানে সামার স্পষ্টতা উল্লেখ করেছেন; ফাতাওয়া ইলমিইয়া ওরফে তাওযীহুল আহকাম ১/৮২, ৮৩।
২৪. তাফসীরুল বাগাবী ৪/১৬৩; তাফসীরে রাযী ২৭/৬৩৫; কুরতুবী ১৬/৯৫; আল-লুবাব ফী উলূমিল কিতাব ১৭/২৭০।
২৫. মুসলিম হা/২৩৭৫।
২৬. দারজুদ দুরার ৪/১৫২৩।
২৭. সুয়ূত্বী, আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া ২/১৭৯।
২৮. আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া ২/১৭৯।
২৯. ইবনে সা'দ ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ৫/১০০।
৩০. লিসানুল মীযান, ক্রমিক ৫৮৬৯।

Contents

(২) ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেছেন, أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي قاضي بغداد متروك الحديث 'বাগদাদের বিচারপতি আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ বিন ওমর বিন ওয়াক্বিদ আল-ওয়াক্বিদী মাতরূকুর হাদীছ'।[৩১]

(৩) ইবনে হিব্বান (রহঃ) তাকে সমালোচিত রাবীদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন'।[৩২]

(৪) ইবনে আদী (রহঃ) তার সম্পর্কে অনেক সমালোচনামূলক উক্তি উল্লেখ করেছেন'।[৩৩]

(৫) ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেছেন, قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل هُوَ كَذَّاب كَانَ يقلب الْأَحَادِيث ...وَقَالَ يحيى لَيْسَ بثقَة وَقَالَ مرّة لَيْسَ بشَيْء لَا يكْتب حَدِيثه وَقَالَ الْبُخَارِيّ والرازي وَالنَّسَائِيّ مَتْرُوك الحَدِيث وَذكر الرَّازِيّ وَالنَّسَائِيّ أَنه كَانَ يضع الحَدِيث وَقَالَ الدراقطني فِيهِ ضعف আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন, তিনি মহামিথ্যুক। তিনি হাদীছসমূহ উলট-পালট করতেন। ইয়াহইয়া (বিন মাঈন) বলেছেন, তিনি ছিক্বাহ নন। আরেকবার তিনি বলেছেন, তিনি কিছুই নন। তার হাদীছ লেখা যাবে না। বুখারী, রাযী, নাসাঈ তাকে মাতরূকুল হাদীছ বলেছেন। রাযী ও নাসাঈ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হাদীছ জাল করতেন। দারাকুৎনী বলেছেন, তার মাঝে দুর্বলতা আছে'।[৩৪]

(৬) হাফেয যাহাবী (রহঃ) তার সম্পর্কে একাধিক সমালোচমূলক উক্তি উল্লেখ করেছেন'।[৩৫]

(৭) আলবানী (রহঃ) বলেছেন, وهو متروك متهم بالكذب তিনি মাতরূক রাবী। মিথ্যার দোষে অভিযুক্ত'।[৩৬]

দলীল-১০ : আবূ দারদা হ'তে বর্ণিত যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, فَنَبِيُّ اللَّه حَيٌّ يُرْزَقُ আর আল্লাহর নবীরা জীবিত। তাদেরকে রিযক্ব দেওয়া হয়'।[৩৭]

তাহক্বীক্ব : (১) শুআইব আরনাঊত্ব (রহঃ) বলেছেন, إسناده ضعيف لانقطاعه وجهالة زيد بن أيمن وهو لم يسمع من عبادة بن نسي، وعبادة لم يسمع من أبي الدرداء এর সনদ যঈফ। ইনক্বিতা ও যায়দ বিন আয়মানের পরিচয় অজ্ঞাত থাকার কারণে। তিনি উবাদাহ বিন নুসাঈ হ'তে শ্রবণ করেননি। আর উবাদাহ হাদীছ শ্রবণ করেননি আবূ দারদাহ থেকে। (২) যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ)-এর সনদকে যঈফ বলেছেন'।[৩৮] (৩) ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, زيد بْن أيمن، عَنْ عبادة بْن نسي، مرسل উবাদাহ বিন নুসাঈ থেকে যায়দ বিন আয়মানের বর্ণনা মুরসাল হয়ে থাকে'।[৩৯]

দলীল-১১ : محمد، حدثنا محمد بن محمد، حدثنا محمد بن مقاتل، حدثنا جعفر بن هارون، سمعان بن المهدي، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زارني ميتاً فكأنما زارني حياً ومن زار قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة وما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني وليس له عذر 'আনাস হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে আমাকে মৃত অবস্থায় যিয়ারত করল সে যেন আমাকে জীবিত অবস্থায় যিয়ারত করল। আর যে আমার ক্বরব যিয়ারত করল তার উপর শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে গেল। আর উম্মতের মধ্যে কারো সামর্থ থাকা সত্ত্বেও আমার আমাকে যিয়ারত করল না; তার কোন ওযর গ্রহণ করা হবে না'।[৪০]

তাহক্বীক্ব : ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেছেন, وهو حديث موضوع مكذوب مختلف مفتعل مصنوع من النسخة الموضوعة المكذوبة الملصقة بسمعان المهدي قبح الله واضعها، وإسنادها إلى سمعان ظلمات بعضها فوق بعض 'এটা বানোয়াট, মিথ্যা হাদীছ, বিভিন্নভাবে বর্ণিত, কৃত্রিম যা সুমআন আল-মাহদী রচিত একটি বানোয়াট, মিথ্যায় পূর্ণ প্রচার পত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ এর তৈরীকারীকে অপদস্ত করুন। আর এর সনদ সুম'আন পর্যন্ত অন্ধকারের উপর অন্ধাকারাচ্ছন্ন' *(ঐ)*।

দলীল-১২ : من حج فزار قبرى بعد وفاتى فكأنما زارنى فى حياتى 'যে হজ্জ করল এবং আমার মৃত্যুর পরে আমার কবর যিয়ারত করল সে যেন আমাকে জীবিত অবস্থায় যিয়ারত করল'।[৪১]

তাহক্বীক্ব : আলবানী (রহঃ) একে মুনকার বলেছেন'।[৪২]

উপসংহার : আলোচনার সারকথা হ'ল, নবী (ছাঃ) জীবিত আছেন বারযাখী জীবনে। দুনিয়ার সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। যারা তাকে হায়াতুন নবী প্রমাণের চেষ্টায় দলীলসমূহ পেশ করেছেন তাদের দলীলগুলি দু' প্রকারের- **(১)** অগ্রহণযোগ্য তথা জাল, যঈফ ইত্যাদি। **(২)** ছহীহ হাদীছের বিকৃত উপস্থাপনা। উপরে আমরা দু' প্রকারের দলীলেরই পর্যালোচনা করেছি। যদ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, হায়াতুন নবীর পক্ষে কোন স্পষ্ট, ছহীহ দলীল নেই। আল্লাহ আমাদেরকে এই বিভ্রান্ত আক্বীদা হ'তে মুক্ত থেকে জীবন-যাপনের তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

[লেখক : প্রশিক্ষণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, উপযেলা সৈয়দপুর, নীলফামারী]

---

৩১. আল-কুনা ওয়াল-আসমা ক্রমিক ১৯০২।
৩২. আল-মাজরূহীন, ক্রমিক ৯৯০।
৩৩. আল-কামিল,ক্রমিক ১৭১৯।
৩৪. আয-যু'আফা ওয়াল মাতরূকীন, ক্রমিক ৩১৩৭।
৩৫. আল-মুগনী ক্রমিক ৫৮৬১, (ক্বাফ); সিয়ারু আলামিন নুবালা ক্রমিক ১৪৮৫।
৩৬. যঈফা হা/৩৫৪৩।
৩৭. ইবনে মাজাহ হা/১৬৩৭।
৩৮. তাহক্বীক্ব ইবনে মাজাহ ২/৫৫৬; আনওয়ারুছ ছহীফা পৃঃ ৪৩৮।
৩৯. আত-তারীখুল কাবীর, ক্রমিক ১২৮৮।
৪০. আছ-ছারিমুল মানকী ১/১৭৭।
৪১. আল-ইরওয়া হা/১১২৮।
৪২. আল-ইরওয়া হা/১১২৮।

কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ঈমানের শাখা

-হাফেয আব্দুল মতীন

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

(৫১) কল্যাণ এবং তাক্বওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা করা :

মহান আল্লাহ বলেন, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ– ‘তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তি দানকারী’ *(মায়িদা ৫/২)*। হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا. فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ– আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমার ভাইকে সাহায্য কর। সে যালিম হোক অথবা মাযলূম হোক। এক লোক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! মাযলূম হ’লে তাকে সাহায্য করব তা তো বুঝলাম কিন্তু যালিম হ’লে তাকে কিভাবে সাহায্য করব? তিনি বললেন, তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখবে। আর এটাই হ’ল তার সাহায্য’।[১]

(৫২) লজ্জাশীলতা :

হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ– আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত একদা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এক আনছারী ব্যক্তির পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। তিনি তাঁর ভাইকে তখন লজ্জা ত্যাগের জন্য নছীহত করছিলেন। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। কারণ লজ্জা ঈমানের অঙ্গ’।[২] অন্য হাদীছে এসেছে, عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِى إِلاَّ بِخَيْرٍ– ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, ‘লজ্জাশীলতা কল্যাণ ছাড়া কোন কিছুই নিয়ে আনে না’।[৩] অপর হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِى خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِى وَجْهِهِ– আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘নবী (ছাঃ) গৃহবাসিনী পর্দানশীল কুমারীদের চেয়েও বেশী লজ্জাশীল ছিলেন’।..... যখন নবী (ছাঃ) কোন কিছু অপসন্দ করতেন তা চেহারায় বুঝা যেত।[৪] অপর এক হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحِى فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ– আবু মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, প্রথম যুগের আম্বিয়ায়ে কেরামের উক্তিসমূহ যা মানবজাতি লাভ করেছে তন্মোধ্যে একটি হ’ল যদি তোমার লজ্জা না থাকে তাহ’লে তুমি যা ইচ্ছা তাই কর’।[৫]

(৫৩) পিতামাতার খেদমত করা :

মহান আল্লাহ্র ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার খেদমতের কথা বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ‘আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না। তোমরা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর’ *(নিসা ৪/৩৬)*। মহান আল্লাহ বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ‘আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই’ *(লোকমান ৩২/১৪)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ–

১. বুখারী হা/৬৯৫২; আহমাদ হা/১১৪৯।
২. বুখারী হা/২৪; আহমাদ হা/৫১৮৩; মুসলিম হা/৩৬।
৩. বুখারী হা/৬১১৭; আহমাদ হা/১৯৮৩০; মুসলিম হা/১৬৫।
৪. বুখারী হা/৬১০২; আহমাদ হা/১১৬৮৩; মুসলিম হা/২৩২০।
৫. বুখারী হা/৩৪৮৪; আহমাদ হা/১৭০৯০।

Contents

‘আর আমি মানুষকে তার মাতা পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুধপান ছাড়ানোয় সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে তার শক্তির পূর্ণতায় পৌঁছে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে, হে আমার রব! আমাকে সামর্থ দাও, তুমি আমার উপর ও আমার মাতা–পিতার উপর যে নে‘আমত দান করেছ, তোমার সে নে‘আমতের যেন আমি শুকরিয়া আদায় করতে পারি এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি যা তুমি পসন্দ কর। আর আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মাঝে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয় আমি তোমার কাছে তওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত’ *(আহকাফ ৪৬/১৫)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا – وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا– ‘আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ’লে তুমি তাদের প্রতি ‘উহ’ শব্দটিও করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর তাদের সাথে নরমভাবে কথা বল। আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়াবশে প্রতিপালন করেছিলেন’ *(বানী ইসরাঈল ১৪/২৩-২৪)*।

নিজের জন্য পিতা-মাতা এবং সন্তান-সন্ততিসহ সকল মু‘মিন মু‘মিনাত এবং মুসলিম-মুসলিমাতের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। যেমন : মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলেন, رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ‘হে আমাদের প্রভু! আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং ঈমানদার সকলকে ক্ষমা কর যেদিন হিসাব দণ্ডায়মান হবে’ *(ইবরাহীম ১৪/৪১)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا. قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ حَدَّثَنِى بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِى– আবু আমর আশ-শায়বানী (রঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর বাড়ীর দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এ বাড়ীর মালিক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমলটি আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়। তিনি বললেন, যথা সময়ে ছালাত আদায় করা। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, অতঃপর পিতা-মাতার খেদমত করা। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর কোনটি? আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, অতঃপর আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বললেন, এগুলি তো আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাকেই বলেছেন। যদি আমি আরও অধিক জানতে চাইতাম তাহ’লে তিনি আরো বলতেন’।[৬]

অপর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِى قَالَ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ– আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার নিকট উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হক্বদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, অতঃপর কে? নবী (ছাঃ) বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, অতঃপর তোমার পিতা’।[৭]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أُجَاهِدُ. قَالَ لَكَ أَبَوَانِ. قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ– আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আমি কি জিহাদে যাব? তিনি বললেন, তোমার কি পিতা-মাতা আছে? সে বলল, হ্যাঁ; তিনি বললেন, তাহ’লে তাদের (সেবা করার মাধ্যমে) জিহাদ কর’।[৮]

অপর হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় হ’ল নিজের পিতা-মাতাকে লা‘নত করা। জিজ্ঞেস করা হ’ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আপন পিতা-মাতাকে কোন লোক কিভাবে লা‘নত করতে পারে? তিনি

৬. বুখারী হা/৫২৭; আহমাদ হা/৩৮৯০; মুসলিম হা/৮৫।
৭. বুখারী হা/৫৯৭১; আহমাদ হা/৯০৮১; মুসলিম হা/২৫৪৮।
৮. বুখারী হা/৫৯৭২; আহমাদ হা/৬৭৬৫; মুসলিম হা/২৫৪৯।

বললেন, সে অন্যের পিতাকে গালি দেয়, তখন সে তার পিতাকে গালি দেয় এবং সে অন্যের মাকে গালি দেয়, তখন সে তার মাকে গালি দেয়'।[৯]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيه رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه. قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللَّه، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ . فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ لاَ يَسْكُتُ আবু বাকরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি কি তোমাদের সব থেকে বড় গুনাহ সম্পর্কে সতর্ক করব না? আমরা বললাম, অবশ্যই সতর্ক করবেন। হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, আল্লাহ্র সঙ্গে কোন কিছুকে অংশীদার গণ্য করা, পিতামাতার নাফরমানী করা (অবাধ্য হওয়া)। একথা বলার সময় তিনি হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন, এর পর সোজা হয়ে) বসলেন এবং বললেন, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া দু'বার করে বললেন, ক্রমাগত বলেই চললেন, এমনকি আমি বললাম, তিনি মনে হয় থামবেন না'।[১০]

(৫৪) আত্মীয়তা রক্ষা করা :

মহান আল্লাহ বলেন, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ- أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ- 'তবে কি তোমরা প্রত্যাশা করছ যে, যদি তোমরা শাসন কর্তৃত্ব পাও তবে তোমরা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে? এরাই যাদের আল্লাহ লা'নত করেন, ফলে তাদের বধির করেন এবং তাদের দৃষ্টিসমূহকে অন্ধ করেন' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২২-২৩)*।

মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّه مِنْ بَعْد مِيثَاقِه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ به أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ 'পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং যে সম্পর্ক অটুট রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে ও পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের জন্য রয়েছে অভিসম্পাৎ এবং তাদের জন্য রয়েছে মন্দ আবাস' *(রা'দ ১৩/২৫)*। অথবা নিজের কল্যাণের জন্যই আত্মীয়তা রক্ষা করতে হবে যাতে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন নাজাত মিলে। মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا به شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا 'আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না। তোমরা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয় পরিজন, ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, পথের সাথী ও তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক (দাস-দাসী, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী ও গর্বিতকে ভালবাসেন না' *(নিসা ৪/৩৬)*।

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِى أَثَرِه فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি পসন্দ করে যে তার জীবিকা বৃদ্ধি হোক অথবা তাঁর মৃত্যুর পরে সুনাম থাকুক, তবে সে যেন আত্মীয়ের সঙ্গে সদাচারণ করে'।[১১]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ اللَّهُ مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেন, 'রক্ত সম্পর্কে মূল হ'ল রহমান। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যে ব্যক্তি তোমার সাথে সুসম্পর্ক রাখবে আমি তার সাথে সুসম্পর্ক রাখব। আর যে তোমার হ'তে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও সে লোক হ'তে সম্পর্ক ছিন্ন করব'।[১২] নাবী (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِى إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا- 'প্রতিদানকারী আত্মীয়তার হক সংরক্ষণকারী নয় বরং আত্মীয়তার হক সংকরক্ষণকারী সে ব্যক্তি যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পরেও বজায় রাখে'।[১৩]

জান্নাত পেতে হলে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى أَيُّوبَ رضى الله عنه أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبِرْنِى بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ. قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَرَبٌ مَالَهُ، تَعْبُدُ اللَّهَ، وَلاَ تُشْرِكُ بِه شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ- আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, 'এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন একটি শিক্ষা দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

৯. বুখারী হা/৫৯৭৩; আহমাদ হা/৭০২৯; মুসলিম হা/৯০।
১০. বুখারী হা/৫৯৭৬; আহমাদ হা/২০৩৮৫; মুসলিম হা/৮৭।
১১. বুখারী হা/২০৬৭; আহমাদ হা/১৩৫৮৫; মুসলিম হা/২৫৫৭।
১২. বুখারী হা/৫৯৮৮।
১৩. বুখারী হা/৫৯৯১; আহমাদ হা/৬৫২৪।

উপস্থিত লোকজন বলল, তার কি হয়েছে? তার কি হয়েছে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তার একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। এরপর নবী (ছাঃ) বললেন, তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে অংশী স্থাপন করবে না, ছালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে'।[১৪] অপর হাদীছে এসেছে, عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ যুবায়ের ইবনু মুতঈম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি নবী (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[১৫]

(৫৫) উত্তম চরিত্র :

বিনয়-নম্রতা অন্তরকে হিংসা বিদ্বেষ থেকে রক্ষা করে। হক্ব পেলেই হক্ব গ্রহণ করা, রাগের সময় মানুষকে ক্ষমা করা, আমানত বজায় রাখা, সত্য কথা বলা, ইসলামের সকল কাজ-কর্ম রাসূল (ছাঃ)-এর দেখানো পদ্ধতিতে আদায় করা, প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ্র অনুসরণ করা, তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা, শিরকী কাজ ও বিদ'আতী আমল থেকে মানুষকে রক্ষা করা, সকল অন্যায় অপকর্ম থেকে নিজেকে হেফাযত রাখার চেষ্টা করা এবং অপরকেও রক্ষা করার চেষ্ট করা। রাসূল ছাঃ)-এর চরিত্রকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা। মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে' *(আহযাব ৩৩/২১)*। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ 'আর অবশ্যই তুমি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত' *(ক্বলম ৬৮/৪)*। উত্তম চরিত্রের আর একটি গুণ মানুষকে ক্ষমা করা।

মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 'যারা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় (আল্লাহ্র রাস্তায়) ব্যয় করে, যারা ক্রোধ দমন করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৩৪)*। সুতরাং মানব জাতীকে এরূপ সকল দাঈ ও আলেম উলামাদেরকে নম্র, ভদ্র হতে হবে, মানুকে অন্যায়ভাবে ধমক দেওয়া, কথার মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া, আচার ব্যবহার উগ্র হওয়া চলবে না। এরূপ করলে মানুষ নিকটে থাকবে না। বদনাম ছাড়া কিছুই করবে না। এ মর্মে রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহ বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ– 'আর আল্লাহ্র রহমতের কারণেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী কঠোর হৃদয়ের হ'তে তাহ'লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত' (আলে ইমরান ৩/১৫৯)।

হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا– আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) অশ্লীলভাষী ও অসাদচরণে অধিকারী ছিলেন না। তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে নৈতিকতায় সর্বোত্তম'।[১৬]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَقَالَ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَىَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا মাসরূক্ব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) জন্মগতভাবে বা ইচ্ছাপূর্বক অশ্লীল ভাষী ছিলেন না। তিনি বলেছেন তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আমার সবচেয়ে প্রিয় যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী'।[১৭]

অপর এক হাদীছে এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ، إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا– আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নাবী (ছাঃ)-কে কখনই দু'টি জিনিষের একটি গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া হ'লে তখন তিনি সহজটিই গ্রহণ করতেন। যদি তা গুনাহ না হত। গুনাহ হ'তে তিনি অনেক দূরে অবস্থান করতেন। নবী করীম (ছাঃ) নিজের ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। তবে আল্লাহ্র সীমারেখা লংঘন করা হলে আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার জন্য প্রতিশোধ নিতেন'।[১৮] সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ্কে আঁকড়ে ধরা এবং সালাফে ছালেহীনদের পথে চলাই হ'ল মানব জীবনের উত্তম আদর্শ।

(৫৬) ক্রীতদাসদের প্রতি ইহসান করা, উত্তম ব্যবহার করা :

মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ

১৪. বুখারী হা/৫৯৮৩; আহমাদ হা/১৬৭৩২; মুসলিম হা/২৫৫৬।
১৫. বুখারী হা/৫৯৮৪; আহমাদ হা/১৬৭৩২; মুসলিম হা/২৫৫৬।
১৬. বুখারী হা/৩৫৫৯; আহামদ হা/৬৫০৪; মুসলিম হ/২৩২১।
১৭. বুখারী হা/৩৭৫৯; আহমাদ হা/৬৭৬৭।
১৮. বুখারী হা/৩৫৬০; আহমাদ হা/২৪৮৪৬; মুসলিম হা/২৩২৭; বায়হাক্বী হা/১০/৩৫০।

وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورً 'আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না। তোমরা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয় পরিজন, ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, পথের সাথী ও তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক (দাস-দাসী, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী ও গর্বিতকে ভালবাসেন না' *(নিসা ৪/৩৬)*।

হাদীছে এসেছে, عَنِ الْمَعْرُورِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ رضى الله عنه وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّى سَابَبْتُ رَجُلاً فَشَكَانِى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِىَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ. ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ মা'রূফ ইবনু সুওয়াইদ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমি আবু যার গিফারী (রাঃ)-এর দেখা পেলাম। তার গায়ে তখন এক জোড়া কাপড় আর ক্রীতদাসের গায়ের (অনুরূপ) কে জোড়া কাপড় ছিল। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তিকে আমি গালি দিয়েছিলাম। সে নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তখন নবী করীম (ছাঃ) আমাকে বললেন, তুমি তার মায়ের প্রতি কটাক্ষ করে লজ্জা দিলে? তারপর তিনি বললেন, তোমাদের গোলামেরা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্ত করেছেন। কাজেই কারো ভাই যদি তার অধীনে থাকে তবে সে যা খায় তা হ'তে যেন তাকে খেতে দেয় এবং সে যা পরিধান করে, তা হ'তে যেন পরিধান করায় এবং তাদের সাধ্যাতীত কোন কাজে বাধ্য না করে। তোমরা যদি তাদের শক্তির উর্দ্ধে কোন কাজ তাদের দাও তবে সহযোগিতা কর'।[১৯]

(৫৭) দাস-দাসীর মালিকের অধিকার :

হাদীছে এসেছে, عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ইবনু উমার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্রীতদাস যদি তার মনিবের হিতাকাংখী হয় এবং তার প্রতিপালকের উত্তমরূপে ইবাদত করে তাহ'লে তার ছাওয়াব হবে দ্বিগুণ'।[২০]

১৯. বুখারী হা/২৫৪৫; আহমাদ হা/২১৪৩২; মুসলিম হা/১৬৬১।
২০. বুখারী হা/২৫৪৬; মুসলিম হা/১৬৬৪।

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ رضى الله عنه قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، فَلَهُ أَجْرَانِ– আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে লোক তার বাঁদীকে উত্তমরূপে জ্ঞান ও আদব শিক্ষা দেয় এবং তাকে মুক্ত করে ও বিয়ে করে তাহলে সে দ্বিগুণ ছাওয়াব লাভ করবে। আর যে ক্রীতদাস আল্লাহ্র হক্ব আদায় করে এবং মনিবের হক্বও আদায় করে সেও দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবে'।[২১]

(৫৮) পরিবার ও সন্তান-সন্ততিদের হক্ব আদায় করা : সন্তান-সন্ততিদের পিতা-মাতাগণ তাওহীদের শিক্ষা দান করবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 'আমি জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদত (তাওহীদ প্রতিষ্ঠা) করার জন্য' *(যারিয়াহ ৫১/৫৬)*। সকল প্রকার ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্য ও সকল প্রকার শিরকী কাজ থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দান করবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورً 'আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না। তোমরা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয় পরিজন, ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, পথের সাথী ও তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক (দাস-দাসী, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী ও গর্বিতকে ভালবাসেন না' *(নিসা ৪/৩৬)*। সকল নবী-রাসূলগণই নিজের পরিবার সন্তান-সন্তানাদি এবং সম্প্রদায়কে সর্ব প্রথম তাওহীদের শিক্ষা দান করেছেন ও শিরকী কাজ পরিত্যাগ করার কথা বলেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে দূরে থাক' *(নাহল ১৬/৩৬)*। ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ 'আর যখন ইবরাহীম বলেছিল, হে আমার পালনকর্তা, এ শহর

২১. বুখারী হা/২৫৪৭।

Contents

(মক্কা)-কে তুমি শান্তিময় কর এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের তুমি মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ' *(ইবরাহীম /৩৫)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ – أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 'এরই অছিয়ত করেছিল ইবরাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকূবও। (আর তা এই যে,) হে আমার সন্তানেরা! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্মকে মনোনীত করেছেন। অতএব অবশ্যই তোমরা মরো না মুসলিম (আত্মসমর্পিত) না হয়ে। তোমরা কি উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকূবের মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হয়েছিল? যখন সে তার সন্তানদের বলেছিল, আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা বলেছিল, আমরা আপনার মা'বূদের এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের মা'বূদের ইবাদত করব- যিনি একক উপাস্য এবং আমরা তাঁরই অনুগত থাক' *(বাক্বারাহ ২/১৩২-১৩৩)*।

মহান আল্লাহ ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে বলেন, وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ – يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ – مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 'আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের ধর্ম অনুসরণ করি। আমাদের জন্য শোভা পায় না যে, কোন বস্তুকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করি। এটা আমাদের প্রতি এবং অন্য সব লোকদের প্রতি আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। হে কারাগারের সাথীদ্বয়! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের পূজা করে থাক। যেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছ। এদের পক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ব্যতীত কারু বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত তোমরা অন্য কারু ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না' *(ইউসুফ ১১/৩৮-৪০)*।

মহান আল্লাহ লোকমান সম্পর্কে বলেন, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ 'স্মরণ কর, যখন লোকমান উপদেশ দিয়ে তার পুত্রকে বলেছিল, হে বৎস! আল্লাহ্র সাথ কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় পাপ' *(লোকমান ৩১/১৩)*। সন্তান-সন্তানাদিদের পরিবারবর্গকে আল্লাহ তা'আলার অনুগত করা এবং রাসূল (ছাঃ) এর আনুগত্য করার শিক্ষা প্রদান করা। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)*। রাসূল (ছাঃ) এর আদেশ নিষেধ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 'রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও' *(হাশর ৫৯/৭)*। যে ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ) এর আনুগত্য করল সে যেন আল্লাহ্রই আনুগত্য করল।

মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ – قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*। সন্তান ও পরিবারকে রাসূল (ছাঃ) যেভাবে ছালাত আদায় করতেন সেভাবে ছালাত আদায়ের পদ্ধতি শিক্ষা দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي 'নিশ্চয় আমিই আল্লাহ! আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে ছালাত কায়েম কর' *(ত্বোহা /১৪)*। মহান আল্লাহ বলেন, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى 'আর তুমি তোমার পরিবারকে ছালাতের আদেশ এবং তুমি এর উপর অবিচল থাক। আমরা তোমার নিকট রূযী চাই না। আমরাই তোমাকে রূযী দিয়ে থাকি। আর (জান্নাতের) শুভ পরিণাম তো কেবল মুত্তাক্বীদের জন্যই' *(ত্বহা /১৩২)*। এভাবেই যাকাত আদায় করার পদ্ধতি, ছিয়াম সাধনের পদ্ধতি, হজ্জ আদায়ের পদ্ধতি শিক্ষা প্রদান করতে হবে। দ্বীনের সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় এবং আদব-ক্বায়দা শিক্ষা প্রদান করতে হবে। পরিবার এবং মেয়েরা বাইরে বের হ'লে পর্দার সহিত বের হবার শিক্ষা প্রদান করবে। অর্থাৎ নিজেকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে বাঁচাবে এবং সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয় স্বজনদেরকেও বাঁচানোর চেষ্টা করবে। মহান

আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল, যারা আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়’ *(তাহরীম ৬৬/৬)*।

আয়াতটির ব্যাখ্যা হিসেবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مُرُوا الصَّبِىَّ بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ‘সন্তান-সন্ততিগণকে সাত বৎসর হলে (ছালাত আদায় না করলে) তাদের প্রহার কর’।[২২] হাসান (রাঃ) বলেন, তাদেরকে আল্লাহ্র আনুগত্য করার আদেশ কর এবং তাদের শিক্ষাদান কর এবং আদব-ক্বায়দা শিক্ষা দাও’।[২৩]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ্র আনুগত্য করার শিক্ষা প্রদান কর, আল্লাহ্র সাথে সীমালংঘন ও পাপ থেকে রক্ষা কর, তুমি তোমার (সন্তান-সন্ততি) আহাল পরিবারকে সর্বদায় আল্লাহকে স্বরণ করা শিক্ষা প্রদান কর, জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর’।[২৪] ফক্বীহগণ বলেন, ‘এভাবেই তাদের ছিয়াম সাধনে অভ্যাস্ত কর যাতে তারা সর্বদায় আল্লাহ্র ইবাদত ও তার ই আনুগত্য করে এবং পাপ কাজ ও অন্যায় কর্ম থেকে বিরত থাকে’।[২৫]

হাদীছে এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِى شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَنِ ابْتُلِىَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَىْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ– ‘আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ভিখারিণী দু’টি শিশু কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে আমার নিকট এসে কিছু চাইল। আমর নিকট একটি খেজুর ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। আমি তাকে তা দিলাম। সে নিজে না খেয়ে খেজুর টি দু’ভাগ করে কন্যা দু’টিকে দিয়ে দিল। এরপর ভিখারিণী বেরিয়ে চলে গেলে নাবী (ছাঃ) আমাদের নিকট আসলেন। তার নিকট ঘটনা বিবৃত করলে তিনি বললেন যাকে এরূপ কন্যা সন্তানের ব্যাপারে কোনরূপ পরীক্ষা করা হয় সে কন্যা সন্তান তার জন্য জাহান্নামের আগুন হ’তে আড় হয়ে দাঁড়ায়’।[২৬] অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি দু’টি মেয়েকে তাদের প্রাপ্ত বয়স হওয়া পর্যন্ত ভরণ পোষণ ও উত্তম শিক্ষা প্রদান করলে, সে ও আমি কিয়ামতের দিন এভাবে এক সাথে থাকব দিয়ে আঙ্গুলদ্বয় মিলিয়ে দেখালেন’।[২৭]

অপর এক হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ. قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ وَاثْنَيْنِ– আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘এক মহিলা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার হাদীছ তো কেবল পুরুষেরা শুনতে পায়। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন যে দিন আমরা আপনার কাছে আসব, আল্লাহ আপনাকে যা কিছু শিখিয়েছেন তা থেকে আপনি আমাদের শিখাবেন। তিনি বললেন, তোমরা অমুক অমুক দিন অমুক অমুক জায়গায় একত্রিত হবে।

সে মোতাবেক তারা একত্রিত হলেন এবং নবী করীম (ছাঃ) তাদের কাছে এলেন এবং আল্লাহ তাকে যা কিছু শিখিয়েছেন তা থেকে তাদের শিক্ষা দিলেন এবং বললেন, তোমাদের কেউ যদি সন্তানদের থেকে তিনটি সন্তান আগে পাঠিয়ে দেয় (মৃত্যুবরণ) করে তাহলে এ সন্তানরা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার জন্য পর্দা হয়ে দাঁড়াবে। তাদের মাঝে থেকে একজন মহিলা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি দু’জন হয়? বর্ণনাকারী বলেন, মহিলা কথাটি দু’ দু’বার জিজ্ঞেস করলেন, তখন নবী (ছাঃ) বললেন, দু’জন হলেও, দু’জন হলেও, দু’জন হলেও।[২৮]

(ক্রমশ)

[লেখক : সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, সঊদীআরব]

২২. আহমাদ হা/১৫৩৭৭; আবু দাঊদ হা/৪৯৪; তিরিমিযী হা/৪০৪; ইবনে কাছীর ১৪/৫৯ ছহীহ।
২৩. মুখতাছার শু‘আবুল ঈমান পৃঃ ৯৩।
২৪. ইবনু কাছীর ১৪/৫৮।
২৫. ইবনু কাছীর ১৪/৫৯।
২৬. বুখারী হা/১৪১৮; আহমাদ হা/২৫৩৩২; মুসলিম হা/২৬২৯।
২৭. মুসলিম হা/২৬৩১।
২৮. বুখার হা/৭৩১০; মুসলিম হা/২৬৩৩; আহমাদ হা/১১২৯৬।

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের করণীয়

-আব্দুর রহীম

(মে-জুন ২০১৭ সংখ্যার পর)

পিতার-মাতা সাথে সদাচরণের উপদেশ :

আল্লাহ্র উপদেশ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَّفِصَالُهُ فِيْ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ. 'আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে' *(লোক্বমান ৩১/১৪)*।

পিতার-মাতা আনুগত্যের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর উপদেশ :

হাদীছে এসেছে, وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتِسْعٍ: لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا , وَإِنْ قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ , وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ، فَاخْرُجْ لَهُمَا، وَلَا تُنَازِعَنَّ وُلَاةَ الْأَمْرِ، وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ وَلَا تَفِرَّ مِنَ الزَّحْفِ، وَإِنْ هَلَكْتَ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ، وَأَنْفِقْ مِنْ طَوْلِكَ عَلَى أَهْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ، وَأَخِفْهُمْ فِي اللهِ — আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-আমাকে নয়টি ব্যাপারে অছিয়ত করেছেন, (১) আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা অগ্নিদগ্ধ করা হয়। (২) ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয ছালাত ত্যাগ করো না, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ফরয ছালাত ত্যাগ করবে তার সম্পর্কে আমার কোন দায়িত্ব নাই। (৩) মদ্যপান করো না, কেননা তা সকল অনাচারের চাবি। (৪) তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, তারা যদি তোমাকে দুনিয়া ছাড়তেও আদেশ করেন তবে তাই করবে। (৫) শাসকদের সাথে বিবাদে জড়াবে না, যদিও দেখো যে, তুমিই তুমি (হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত)। (৬) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করো না, যদিও তুমি ধ্বংস হও এবং তোমার সঙ্গীরা পলায়ন করে। (৭) তোমার সামর্থ্য অনুসারে পরিবারের জন্য ব্যয় করো। (৮) তোমার পরিবারের উপর থেকে লাঠি তুলে রাখবে না (অর্থাৎ শাসনের মধ্যে রাখবে) এবং (৯) তাদের মধ্যে মহামহিম আল্লাহ্র ভয় জাগ্রত রাখবে'।[১] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন, وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَكُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ ' তোমার পিতার-মাতা আনুগত্য করবে যদি তারা তোমাকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে এবং তোমাদের উপার্জিত সম্পদ থেকে বের করে দেয়'।[২]

আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর উপদেশ :

হাদীছে এসেছে, عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: مَا هَذَا مِنْكَ، قَالَ: أَبِي، قَالَ: لَا تُسَمِّهِ بِاسْمِهِ، وَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ، وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ – উরওয়াহ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) দুই ব্যক্তিকে দেখে তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করেন, ইনি তোমার কে হন? সে বলল, তিনি আমার পিতা। তিনি বলেন, তাকে নাম ধরে ডেকো না, তার আগে আগে চলো না এবং তার আগে বসো না বা তার সামনে বসো না'।[৩]

পিতার-মাতা সাথে সদ্ব্যবহার করার কতিপয় উদাহরণ ও উপায় :

ঈসা (আঃ)-এর উদাহরণ :

ঈসা (আঃ) মায়ের সেবা করতেন। তিনি শিশুকালেই সবার সামনে বলেছিলেন, আল্লাহ আমাকে মায়ের সাথে সদাচরণ করার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি এর পরেই বলছেন, আল্লাহ আমাকে অহংকারী ও হতভাগ্য করেননি। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যার মধ্যে অহংকার রয়েছে, সে পিতার-মাতা সেবা করতে পারবেনা। এজন্য আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার খেদমতকারী হিসাবে ঈসা (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করার পর তার অহংকারী না হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا– 'আর তিনি আমাকে বরকতমণ্ডিত করেছেন, যেখানেই আমি থাকি না কেন এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন ছালাতের ও যাকাতের যতদিন আমি বেঁচে থাকি। (এবং নির্দেশ দিয়েছেন) আমার

১. আদাবুল মুফরাদ হা/১৮; মু'জামুল কাবীর হা/১৫৬; আওসাত্ব হা/৭৯৫৬, সনদ ছহীহ।
২. মু'জামুল আওসাত্ব হা/৭৯৫৬; মু'জামুল কাবীর হা/১৫৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৬৯।
৩. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৪; শারহুস সুন্নাহ হা/৩৪৩৮; শু'আবুল ঈমান হা/৭৫১১, সনদ ছহীহ।

মায়ের প্রতি অনুগত থাকতে। আর তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি’ *(মারিয়াম ১৯/৩২, ‘আমার মায়ের প্রতি অনুগত থাকতে’ কথার মধ্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈসা বিনা বাপে সৃষ্ট হয়েছিলেন। কুরআনে সর্বত্র ‘ঈসা ইবনে মারিয়াম’ বলা হয়েছে তার মার দিকে সম্বন্ধ করে। যা অন্য কোন নবীর শানে বলা হয়নি।))*।

ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর উদাহরণ :

ইয়াহ্ইয়া (আঃ) পিতার-মাতা সাথে সুন্দর আচরণ করতেন। প্রত্যেক নবী-রাসূলই মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করেছেন। তাদের মধ্যে যারা এই সৎ কাজের জন্য বিখ্যাত আল্লাহ কেবল তাদেরই নাম উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহ্য়াহ (আঃ)-এর প্রশংসা করে বলেন, وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا– ‘আর তিনি (ইয়াহ্ইয়া) ছিলেন তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণকারী এবং তিনি উদ্ধত ও অবাধ্য ছিলেন না’ *(মারিয়াম ১৯/১৪)*। অর্থাৎ তিনি মাতা-পিতার অবাধ্যতা করতেন না এবং কাউকে হত্যার মাধ্যমে তাঁর রবেরও অবাধ্যতা করেননি *(তাফসীরে দুর্‌রুল মানশুর ৫/৪৮৭)*। ইয়াহ্ইয়া (আঃ) পবিত্রতা, তাক্বওয়ার নীতি অবলম্বন ও

মাতা-পিতার সাথে সদাচরণের কারণে আল্লাহ তা‘আলা তিন সময়ে তার প্রতি শান্তি বর্ষণ করেন। তার জন্মের সময়, মৃত্যের সময় ও পুনরুত্থানের সময় *(তাফসীরে ইবনু কাছীর ৫/২১৭, সূরা মারিয়ামের ১৪-১৫ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।

ইবরাহীম (আঃ)-এর উদাহরণ :

পিতা মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও ঘৃণা বা অবজ্ঞা না করে বরং অতি ভদ্র ভাষায় বাবার সাথে কথা বলায় আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রশংসা করেছেন এবং কুরআনে পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا
يَاأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي –يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا
يَاأَبَتِ لَا –مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا
يَاأَبَتِ إِنِّي –تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا
أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا–
‘যখন তিনি তার পিতাকে বললেন, হে পিতা! কেন তুমি ঐ বস্তুর পূজা কর যে শোনে না, দেখে না বা তোমার কোন কাজে আসে না? হে আমার পিতা! আমার নিকটে এমন জ্ঞান এসেছে, যা তোমার কাছে আসেনি। অতএব তুমি আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব।হে আমার পিতা! আমার ভয় হয় যে, (এই অবস্থায় দি তুমি মৃত্যু বরণ কর) দয়াময়ের পক্ষ হতে শাস্তি তোমাকে স্পর্শ করবে। আর তখন তুমি শয়তানের সাথী হয়ে পড়বে। হে আমার পিতা! শয়তানের পূজা করো না। নিশ্চয়ই শয়তান হ’ল দয়াময়ের অবাধ্য’ *(মারিয়াম ১৯/৪২-৪৫)*।

ছাহাবী হারেছা বিন নু‘মানের উদাহরণঃ

তিনি মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকায় রাসূল (ছাঃ) তাকে জান্নাতে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনেছেন। তিনি তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نِمْتُ فَرَأَيْتُنِى فِى الْجَنَّةِ فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئٍ يَقْرَأُ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالُوا : هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَذَاكَ الْبِرُّ كَذَاكَ الْبِرُّ، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ– আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি ঘুমালাম। তারপর স্বপ্নে আমাকে জান্নাতে দেখলাম। এরপর একজন ক্বারীর তিলাওয়াত শুনতে পেলাম। আমি বললাম, এটা কে? তারা বললেন, ইনি হারেছাহ বিন নু‘মান। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটিই সদাচরণের পুরস্কার, এটিই সদাচরণের পুরস্কার। আর তিনি মাতার সাথে সবার থেকে বেশী সদাচরণকারী ছিলেন’।[৪]

আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর উদাহরণ :

ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) ছিলেন মায়ের সেবাপরায়ণ। তিনি প্রায়ই মায়ের কাছে গিয়ে দেখা করতেন এবং তার জন্য

৪. আহমাদ হা/২৫২২৩ ; ইবনু হিব্বান হা/৭০১৫; ছহীহাহ হা/৯১৩; মিশকাত হা/৪৯২৬।

দো'আ করতেন। যেমন হাদীছে এসেছে- وَعَنْ أَبِي مُـــرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ أَرْكَبُ مَعَ أَبِـــي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه إِلَى أَرْضِه بِالْعَقِيقِ فَإِذَا دَخَلَ أَرْضَهُ صَاحَ بِأَعْلَى صَوْتِه: عَلَيْكِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ يَـــا أُمَّتَاهُ، تَقُولُ: وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، يَقُـــولُ: رَحِمَكِ اللهُ , رَبَّيْتِنِي صَغِيرًا، فَتَقُولُ: يَا بُنَيَّ، وَأَنْتَ فَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا وَرَضِيَ عَنْكَ كَمَا بَرَرْتَنِي كَبِيرًا- আবু তালিব কন্যা উম্মে হানী (রাঃ)-র মুক্তদাস আবু মুররা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি আকীক নামক স্থানে অবস্থিত আবু হুরায়রা (রাঃ)-র সাথে তার খামার বাড়ীতে একই বাহনে আরোহণ করে গমন করেন। তিনি তার বাড়িতে পৌঁছে উচ্চস্বরে বলেন, ওহে জননী! তোমার প্রতি শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তার বরকত নাযিল হৌক। তার মা বলেন, তোমার প্রতি শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তার বরকত নাযিল হৌক। আবার আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ছোটকালে তুমি আমাকে যেভাবে রহমতের কোলে লালন-পালন করেছিলে আল্লাহ তোমাকে সেভাবে লালন-পালন করুক। তার মা বলেন, হে বৎস! আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন যে তুমি আমার সাথে যেভাবে বৃদ্ধাকালে সদাচরণ করছ'।[৫] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রতিদিন তার মাতার কাছে প্রবেশের সময় উক্ত দো'আ পাঠ করতেন এবং তার মাও জওয়াবে দো'আ করে দিতেন'।[৬]

হযরত ওয়ায়েস কারনী (রহঃ)-এর উদাহরণ :

তিনি মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকার কারণে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেননি। এজন্য রাসূল (ছাঃ) তার প্রশংসা করেছেন এবং তার সাথে সাক্ষাৎ হলে তার নিকট দু'আ চাইতে বলেছেন। হাদীছে এসেছে,

উসায়ের ইবনু জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ওমর ইবনু খাত্তাব (রাঃ) এর অভ্যাস ছিল, যখন ইয়ামনের কোন সাহায্যকারী দল তার কাছে আসত তখন তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের মধ্যে কি ওয়ায়েস ইবনু আমির আছে? অবশেষে তিনি ওয়ায়েসকে পান। তখন তিনি বললেন, তুমি কি ওয়ায়েস ইবনু আমির? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, মুরাদ গোত্রের কারান বংশের? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি শ্বেত রোগ ছিল এবং তা নিরাময় হয়েছে, কেবলমাত্র এক দিরহাম স্থান ব্যতীত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা কি আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'তোমাদের কাছে মুরাদ গোত্রের কারান বংশের ওয়ায়েস ইবনু আমির ইয়ামানের সাহায্যকারী দলের সঙ্গে আসবে। তাঁর ছিল শ্বেত রোগ। পরে তা নিরাময় হয়ে গিয়েছে। কেবলমাত্র এক দিরহাম ব্যতিরেকে। তার মা রয়েছেন। সে তাঁর প্রতি অতি সেবাপরায়ন। এমন ব্যক্তি আল্লাহর উপর কসম করে নিলে আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন। কাজেই যদি তুমি তোমার জন্য তার কাছে মাগফিরাতের দু'আ কামনার সুযোগ পাও তাহ'লে তা করবে'। সুতরাং আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করুন। তখন ওয়ায়েস (রহঃ) তার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করলেন। এরপর উমার (রাঃ) তাকে বললেন, তুমি কোথায় যেতে চাও? তিনি বললেন, কুফা এলাকায়। উমার (রাঃ) বললেন, আমি কি তোমার জন্য কুফার গভর্ণরের কাছে চিঠি লিখে দেব? তিনি বললেন, আমি অখ্যাত গরীব লোকদের মধ্যে থাকাই পসন্দ করি। বর্ণনাকারী বলেন, পরবর্তী বছরে তাদের অভিজাত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি হজ্জ করতে এলো এবং ওমর (রাঃ) এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হ'ল। তখন তিনি তাকে ওয়ায়েস কারনী (রহঃ) এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, আমি তাঁকে জীর্ণ ঘরে সম্পদহীন অবস্থায় রেখে এসেছি। তিনি বললেন, আমি রাসুল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, তোমাদের কাছে কারান বংশের মুরাদ গোত্রের ওয়ায়েস ইবনু আমির (রহঃ) ইয়ামানের সাহায্যকারীর সেনাদলের সঙ্গে আসবে। তার শ্বেত রোগ ছিল। সে তা থেকে আরোগ্য লাভ করে, এক দিরহাম পরিমাণ স্থান ব্যতীত। তাঁর মা রয়েছেন, সে তার অতি সেবাপরায়ণ। যদি সে আল্লাহ্র নামে কসম খায় তবে আল্লাহ তা'আলা তা পূর্ণ করে দেন। তোমরা নিজের জন্য তাঁর কাছে মাগফিরাতের দু'আ চাওয়ার সুযোগ পেলে তা করবে। পরে অভিজাত সে ব্যক্তি ওয়ায়েস (রহঃ) এর কাছে এল এবং বলল, আমার জন্য মাগফিরাত এর দু'আ করুন। তিনি বললেন, আপনি তো নেক সফর (হজ্জের সফর) থেকে সদ্য আগত। সুতরাং আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করুন। সে ব্যক্তি বলল আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের এর দু'আ করুন। ওয়ায়েস (রহঃ) বললেন, আপনি সদ্য নেক সফর থেকে এসেছেন আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের এর দু'আ করুন। এরপর তিনি বললেন। আপনি কি উমর (রাঃ) এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করলেন। তখন লোকেরা তার (মর্যাদা) সম্পর্কে অবহিত হল। তারপর তিনি যেদিকে মুখ সেদিকে চললেন (অর্থাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন)। ওয়ায়েস (রহঃ) বলেন, আমি তাকে একখানি ডোরাদার চাদর দিয়েছিলাম। এরপর যখন কোন ব্যক্তি তাকে দেখত তখন বলত, ওয়ায়েসের এই চাদরখানি কোথায় গেল?[৭]

মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ)-এর উদারহণ:

ইবনু আওন বলেন, كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ إِذَا كَانَ عِنْدَ أُمِّه، خَفَضَ مِنْ صَوْتِه، وَتَكَلَّمَ رُوَيْدًا মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন যখন মায়ের নিকট থাকতেন তখন কণ্ঠস্বর নীচু করতেন এবং ধীরে

৫. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৪; মাকারিমুল আখলাক হা/২২৮, সনদ হাসান।
৬. আল-জামে' ফিল হাদীছ হা/১৫২।
৭. মুসলিম হা/২৫৪২; হাকেম হা/৫৭১৯।

ধীরে কথা বলতেন'।[৮] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হিশাম বিন হাস্সান বলেন, مَا رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يُكَلِّمُ أُمَّهُ قَطُّ إِلَّا وَهُوَ يَتَضَرَّعُ–

আমি কখনো মুহাম্মাদ ইবনু সীরীনকে তার মায়ের সাথে বিনয় ব্যতীত কথা বলতে দেখেনি'।[৯]

উছমান বিন আফফান (রাঃ)-এর উদাহরণ :

হাদীছে এসেছে, عن عائشة رضي الله عنها تقول: رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَا أَبَرَّ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ بِأُمِّهِمَا ، فَيُقَالُ لَهَا : مَنْ هُمَا ؟ فَتَقُولُ : " عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَحَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَأَمَّا عُثْمَانُ فَإِنَّهُ قَالَ : مَا قَدَرْتُ أَنْ أَتَأَمَّلَ أُمِّي مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَأَمَّا حَارِثَةُ فَإِنَّهُ كَانَ يُفَلِّي رَأْسَ أُمِّهِ وَيُطْعِمُهَا بِيَدِهِ ، وَلَمْ يَسْتَفْهِمْهَا كَلَامًا قَطُّ تَأْمُرُ بِهِ حَتَّى يَسْأَلَ مَنْ عِنْدَهَا بَعْدَ أَنْ تَخْرُجَ : مَا قَالَتْ أُمِّي؟– আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর দু'জন ছাহাবী ছিলেন যারা এই উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক মাতার প্রতি সদাচারী ছিলেন। তাকে বলা হ'ল, তারা কারা? তিনি বললেন, ওয়মান বিন আফফান ও হারেছাহ বিন নু'মান। ওছমান যিনি বলেছেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর আমার মাকে চিন্তিত করিনি। আর হারেছা, তিনি মায়ের চুল আঁচড়িয়ে দিতেন, নিজ হাতে তাকে খাওয়াতেন এবং তাকে আদেশকৃত কোন কথা বুঝতে না পারলে জিজ্ঞেস করতেন না। বরং তার মা তার নিকট থেকে বের হলে মায়ের সাথে থাকা লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন'।[১০]

ইবনুল হানাফিয়ার উদাহরণ :

সুফিয়ান ছাওরী বলেন, كَانَ ابْنُ الْحَنِيفَةِ يَغْسِلُ رَأْسَ أُمِّهِ بِالْخَطْمِيِّ، وَيَمْشُطُهَا، وَيُقَبِّلُهَا ইবনুল হানাফিয়া খিতমী ঘাস দ্বারা মায়ের মাথা ধুয়ে দিতেন, চিরণী করে দিতেন এবং তাকে চুমু দিতেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মাথায় খিযাব লাগিয়ে দিতেন'।[১১]

যাবইয়ান বিন আলীর উদাহরণ :

যাবইয়ান ইবনু আলী আছ-ছাওরী হতে বর্ণিত, عَنْ ظَبْيَانَ بْنِ عَلِيٍّ الثَّوْرِيِّ وَكَانَ مِنْ أَبَرِّ النَّاسِ بِأُمِّهِ ، وَكَانَ يُسَافِرُ بِهَا إِلَى مَكَّةَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ حَارٌّ حَفَرَ بِئْرًا، ثُمَّ جَاءَ بِنِطَعٍ فَصَبَّ فِيهِ الْمَاءَ، ثُمَّ يَقُولُ لَهَا ادْخُلِي تَبَرَّدِي فِي هَذَا الْمَاءِ– তিনি মায়ের প্রতি সর্বাধিক সদাচারী ছিলেন। একবার তিনি মাকে নিয়ে মক্কায় গমন করেন। একদা প্রচন্ড গরম পড়লে তিনি গর্ত খনন করে এক বালতি পানি নিয়ে আসলেন। অতঃপর তাতে পানি ঢাললেন এবং তার মাকে বললেন, এখানে প্রবেশ করে নিজেকে ঠান্ডা করুন'।[১২]

আলী বিন হুসাইনের উদাহরণ :

তিনি ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী বিন আবী তালেবের নাতি। তিনি অধিক ইবাদতগুজার ছিলেন বলে তাকে যায়নুল আবেদীন বা ইবাদতকারীদের শোভা বলা হয়ে থাকে। তিনি ভ্রান্ত শী'আদের রাফেযী নাম দেন।

ইমাম যুহরী বলেন, كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ لَا يَأْكُلُ مَعَ أُمِّهِ، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِهَا، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: أَخَافُ أَنْ آكُلَ مَعَهَا فَتَسْبِقُ عَيْنُهَا إِلَى شَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ، وَأَنَا لَا أَعْلَمُ بِهِ فَآكُلُهُ، فَأَكُونُ قَدْ عَقَقْتُهَا – যায়নুল আবেদীন হুসাইন বিন আলী তাঁর মায়ের সাথে খেতেন না। অথচ তিনি লোকদের মধ্যে মাতা-পিতার প্রতি সর্বাধিক সদাচারী ছিলেন। তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি তার সাথে খাব

৮. ইবনু আবিদ-দুনিয়া, মাকারিমুল আখলাক ১/৭৭, হা/২২৯; ড. সাইয়েদ বিন হুসাইন আল-আফানী, ছালাহুল উম্মাহ ফী উলুব্বিল হিম্মাহ ৫/৬৫২।

৯. হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/২৭৩; ড. সাইয়েদ বিন হুসাইন আল-আফানী, ছালাহুল উম্মাহ ফী উলুব্বিল হিম্মাহ ৫/৬৫২।

১০. মাকারিমুল আখলাক ১/৭৫, হা/২২৩; ইবনুল জাওযী, আল-বিররু ওয়াছ ছিলাহ হা/৮৬, ১/৮৫।

১১. মাকারিম আখলাক, ইবনুল জাওযী, আল-বিররু ওয়াছ ছিলাহ হা/৮৯, ১/৮৫; ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ৫/২৪৬।

১২. ইবনুল জাওযী, আল-বিররু ওয়াছ ছিলাহ হা/৯৬, ১/৮৮।

আর তার দৃষ্টি খাদ্যের কোন কিছুর দিকে যাবে । আর আমি না জেনেই তা খেয়ে নিব। ফলে আমি তার অবাধ্য হয়ে যাব'।[১৩]

উছামা বিন যায়েদের উদাহরণ :

তাঁর মায়ের নাম উম্মে আয়মান। তিনি বারাকাহ নামে পরিচিতি ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) উছামাকে খুবই ভালবাসতেন। রাসূল (ছাঃ) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তার বয়স হয়েছিল বিশ বছর।

মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন বলেন, মদীনায় খেজুর বৃক্ষের মূল্য হাজার দিরহামে পৌঁছে যায়। উছামা বিন যায়েদ একটি খেজুর গাছ কর্তনের ইচ্ছা করলেন এবং তার ডগায় মাথি থাকার কারণে গাছটি কেটে ফেললেন। তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমার মা তা খাওয়ার কামনা করেছিলেন। আর পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা আমার মা কামনা করার পর আমার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা করব না'।[১৪]

হায়াত বিন শুরাইহ-এর উদাহরণ :

হায়াত বিন শুরাইহ একজন বিশস্ত বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি তার কর্মের জন্য বিশেষ করে মাতৃসেবার জন্য বিখ্যাত। তিনি মিসরের অধিবাসী ছিলেন। ২২৪ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়'।[১৫] হায়াত বিন শুরাইহ একদিন মজলিসে তার ছাত্রদের পাঠদান করছিলেন। আর তার নিকট বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য লোকেরা ভিড় করত। তার মা এসে বললেন, قُمْ يا حيوة فاعلف الدجاج ، فيقوم ويترك التعلـــيم– হে হায়াত! দাঁড়াও এবং মুরগীকে খাবার দাও। তিনি পাঠদান ছেড়ে মায়ের আদেশ পালন করলেন'।[১৬]

ত্বালক বিন হাবীবের উদাহরণ :

তিন বছরার অধিবাসী ছিলেন। বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী তাবেঈ ও মাতা-পিতার সাথে সদাচরণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি পরহেযগার ছিলেন। তার কণ্ঠস্বর ছিল সুমধুর'।[১৭]

তিনি ইবাদতগুজার ও আলেমদের অন্যতম ছিলেন। তিনি তার মায়ের মাথায় চুমু দিতেন। তিনি এমন বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে হাঁটতেন না যার নীচে তার মা অবস্থান করতেন। এটি তার মায়ের সম্মানের জন্য করতেন'।[১৮]

ইয়াস বিন মু'আবিয়ার উদারহণ :

ইয়াস বিন মু'আবিয়া বছরার কাযী ছিলেন। তিন একাধারে মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ ও উপমাবিদ ছিলেন। এই তাবেঈ মায়ের খেদমত করার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ১২২ হিজরীতে তিনি মারা যান'।[১৯]

হুমাইদ বলেন, ইয়াস বিন মু'আবিয়ার মা মারা গেলে কান্নায় জড়িয়ে পড়েন। তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল কিসে আপনাকে

কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, 'আমার জন্য জান্নাতের দুটি দরজা উন্মুক্ত ছিল যার একটি বন্ধ হয়ে গেল'।[২০]

ইমাম আবু হানীফার উদাহরণ :

আবু হানীফা (রহঃ) তার মাতার সাথে সদাচরণ করতেন। তিনি তার যাবতীয় অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখতেন। তার নিকট উজ্জ্বল চেহারায় প্রবেশ করতেন। তার কথার বিরোধিতা করতেন না। আব্দুল জাব্বার হাজরামী বলেন, যুরআ' নামে একজন বক্তা আমাদের মসজিদে থাকতেন। আবু হানীফার মা একটি ফৎওয়া জানতে চাইলেন। আবু হানীফা (রহঃ) ফৎওয়া দিলে তিনি গ্রহণ না করে বললেন, যুর'আ যে ফৎওয়া দিবেন তাই আমি গ্রহণ করব। আবু হানীফা তাকে নিয়ে যুর'আর নিকট নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমার মা এই এই বিষয়ে আপনার নিকট ফৎওয়া জানতে চান। তিনি বললেন, আপনিতো আমার থেকে বড় ফক্বীহ। আপনি ফৎওয়া দিন। তিনি বললেন, আমি এই ফৎওয়া দিয়েছি। তখন যুর'আ বললেন, আবু হানীফা যে ফৎওয়া দিয়েছেন সেটিই সঠিক। আবু হানীফার মা খুশি হয়ে ফিরে গেলেন'।[২১]

আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর নির্দেশ এবং রাসূল (ছাঃ) ও সালাফে সালেহীনের নির্দেশিত পথে পিতামাতার খেদমতে সনিষ্ঠ থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

[লেখক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ]

---

১৩. ইবনুল জাওযী, আল-বিররু ওয়াছ ছিলাহ হা/৯০, ১/৮৬; ছালাহুল উম্মাহ ফী উলুব্বিল হিম্মাহ ৫/৬৫৩।
১৪. ইবনু আবীদ্দুনিয়া, মাকারিমুল আখলাক্ব হা/২২৫, ১/৭৬; ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাযিম ফী তারীখিল মুলূকে ওয়াল উমামে হা/১২৫, ৫/৩০৭; আল-বিররু ওয়াছ ছিলাহ হা/৮৭; কান্ধালুভী, হায়াতুছ ছাহাবা ৩/২২৪-২২৫; ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা ৪/৫২; ইবনু আসাকের, তারীখে দিমাশক ৮/৮২।
১৫. সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা ৯/৬৩।
১৬. ত্বারতুসী, বিররুল ওয়ালিদায়ন ৭৯ পৃষ্ঠা; ছালাহুল উম্মাহ ৫/৬৫৩।
১৭. সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা ৪/৬০১।
১৮. ত্বারতুসী, বিররুল ওয়ালিদায়ন ৭৯ ; ছালাহুল উম্মাহ ৫/৬৫৩; মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম, উক্বূকুল ওয়ালিদায়ন ১/৬২; ত্বাবাকাতুল কুবরা ৭/২২৮।
১৯. আল-বিদায়াহ ৩/৩৩৪; আছ-ছিক্বাত লিইবনু হিব্বান ৪/৩৫।
২০. আল-বিররু হা/৬০; আল-বিদায়াহ ৯/৩৩৮; ইবনু আসাকের ১০/৩৩; তাহযীবুল কামাল ৩/৪৩৬।
২১. তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৬৬; আত-তাকীউল গাযী, আত-ত্বাবাকাতুস সুন্নিয়া ১/৩৬।

পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন ও তা থেকে মুক্তির উপায়

-মফীযুল ইসলাম

(৩য় কিস্তি)

সংসারে অশান্তির আগুন প্রজ্জ্বলিত করণ :

শয়তান ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা প্রতিনিয়ত আধুনিক মিডিয়ার মাধ্যমে পারিবারিক জীবনে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আগুন দাউ দাউ করে প্রজ্জ্বলিত করার অপতৎপরতায় লেগে আছে। স্বামী-স্ত্রী পর্ণোভোক্তা হওয়ার কারণে দাম্পত্য জীবন অসহনীয় হয়ে উঠছে। ব্রেনের মধ্যে Oxytocin পদার্থ মানুষের মধ্যে বিশ্বাস রক্ষার দায়িত্ব পালন করে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে বিশ্বস্ততা থাকে তাও আসলে উক্ত পদার্থই সৃষ্টি করে থাকে। অধিক হারে পর্ণো সিনেমা দেখার ফলে উক্ত পদার্থ প্রচুর পরিমাণে ক্ষরণ হয়। এর ফলে তার মনে সৃষ্টি হয় কাল্পনিক নারী-নেশা ও যৌনক্ষুধা। সুতরাং উক্ত পদার্থ ক্ষরণে স্বাভাবিক সিস্টেম বিগড়ে যায়। বিগড়ে যায় আরো কিছু হরমোন ক্ষরণের সিস্টেম। এরই ফলশ্রুতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দাম্পত্য জীবন। আর শয়তানের সবচেয়ে প্রিয় কাজ হ'ল পারিবারিক জীবন ধ্বংস করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ . قَالَ الأَعْمَشُ أُرَاهُ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ- ইবলীস শয়তান পানির উপর তার সিংহাসন রেখে (ফিতনা ও পাপের) অভিযানে সৈন্য পাঠায়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তার নৈকট্য লাভ করে সে, যে সবচেয়ে বড় ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। অতঃপর প্রত্যেকে কাজের হিসাব দেয়, বলে, আমি এই করেছি। সে বলে, তুমি কিছুই করনি। একজন এসে বলে, আমি এক দম্পতির মাঝে ঢুকে পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহ বাধিয়ে পরিশেষে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ছেড়েছি। তখন শয়তান সিংহাসন ছেড়ে উঠে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, হ্যাঁ। (তুমিই কাজের মত) কাজ করেছ'।[১]

মস্তিষ্কের উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব :

নোংরামি, অশ্লীলতা-পর্ণোগ্রাফী দেখার অভ্যাস মাদকদ্রব্য সেবন করার মতোই একটি জঘন্য ক্ষতিকর অভ্যাস। যার ফলে মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ Fronta Loob নষ্ট হয়ে যায়। Cambridge University-এর একটি গবেষণায় বলা হয়েছে যে, Pornography দর্শনের ফলে দর্শকের মস্তিষ্ক মাদক দ্রব্য সেবনকারীর মস্তিষ্কের মত হয়ে যায়। গবেষক Gordon's Bruin বলেন, 'আমরা ২০ বছর নোংরা ফিল্ম দর্শনের অভ্যাসীদের চিকিৎসা করতে গিয়ে লক্ষ্য করছি। যৌন মিলনের পর্ণো বা ফিল্ম দেখার অভ্যাস মাদক দ্রব্য সেবনের মতো একটি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি। মাদক সেবন না করে যেমন অভ্যাস্তদের শান্তি-স্বস্তি আসে না, ঠিক তেমনই অবস্থা ঘটে পর্ণো দর্শনে অভ্যস্তদের। আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে যত্র-তত্রভাবে তৈরি হচ্ছে নোংরা, অশ্লীল ছবি। ২০০৬ ও ২০১১ সালের এক জরিপে বলা হয়েছে, প্রতি সেকেন্ডে পর্ণো দেখছে ২৮২৫৮ ও ৩৫০০০ মানুষ'। এখন তো এর সংখ্যা আরো বহুগুণ বেড়ে গেছে। দুঃখের বিষয় হলো এদের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ মহিলা। এর ফলে এত বিশাল সংখ্যক মানুষের মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে নোংরা, অকেজো ও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী দৃশ্য দেখার সাথে সাথে Dopamine, Oxytocin, Testosterone পদার্থ ক্ষরণ হ'তে থাকে এবং এমন তুফান সৃষ্টি করে যা মস্তিষ্ককে তছনছ করে ফেলে। ব্রেনের সিস্টেমকেই অস্বাভাবিক করে তোলে এবং পড়াশোনার সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়ে। তাতে ব্রেনের গুরুত্বপূর্ণ কোষ নষ্ট হ'তেও পারে। ফলে মস্তিষ্কের সম্মুখ অংশ দুর্বল হ'তে থাকে। পরিশেষে সর্বনাশই তাদের ভাগ্যে জোটে'।[২]

শিশু কিশোরদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবন নাশ :

আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে শিশুরাও পিছিয়ে নেই। ফলে অনেক শিশু-কিশোর এসব অশ্লীল সিনেমা, নাটক, কার্টুন দেখে। পিতা-মাতার জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতেই তারা ঐ সমস্ত নোংরামি দেখছে ও অনেক কিছু জল্পনা-কল্পনা করছে। বিশেষকরে যাদের বয়স ১৪ বছরের নিচে, তাদের জন্য এটা মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করছে। তাদের মস্তিষ্ক বিকৃত করছে। বিদ্যা-বুদ্ধি ধবংস করছে। তৈরি করছে অপদার্থ একটা মানুষে। অপরাধ জগতে ঠেলে দিচ্ছে তাদেরকে। এভাবে একটা ফুটফুটে শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবন বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। আগে একটা শিশু সময় কাটাত বন্ধুদের সাথে মাঠে খেলা করে। কিন্তু আজ তার সময় কাটাচ্ছে মোবাইল, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট আর ফেসবুক নিয়ে। ফলে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তারা। কত মায়ের সন্তান হারিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের চোরাবালিতে।

বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি :

পর্ণোগ্রাফী যেহেতু ব্যভিচারের পথ উস্কে দেয়। সেহেতু এতেও সৃষ্টি হয় নানা রকম মরণ ব্যাধি। যেমন-

-ব্যভিচারের সাথে যুক্ত মানুষের কোষ গুলো একেবারেই ঢিলে হয়ে যায়। যার ফলশ্রুতিতে প্রসাব ও বীর্যপাতের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

১. মুসলিম হা/৭২৮৪।

২ . আব্দুল হামিদ প্রণীত 'পাপ,তার শাস্তি ও মুক্তির উপায়' পৃ.৬৪-৬৯।

-এরই ফলে সিফিলিস রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। হৃদপিন্ড, আঁত, পাকস্থলী, ফুসফুস ও অন্ডোকোষের ঘা এর মাধ্যমেই এ রোগের শুরু হয়। এমনকি পরিশেষে তা অঙ্গ বিকৃতি, অঙ্গহানীর বিশেষ কারণও হয়ে দাঁড়ায়।

-কখনো কখনো এ শ্রেণীর মানুষ গনোরিয়ায়ও আক্রান্ত হয়। এ রোগে আক্রান্ত অধিকাংশই যুবক শ্রেণীর। এ জাতীয় রোগে প্রথমত এক ধরনের জ্বলন সৃষ্টি হয়। এরই পাশাপাশি তাতে বিশ্রী ধরনের এক প্রকার পুঁজও জন্ম নেয়।[৩]

সমকামিতার প্রবণতা বৃদ্ধি :

অশ্লীলতা ভোগকারী দেশি-বিদেশি অসংখ্য নারী-পুরুষ যৌনতা চরিতার্থ করতে গিয়ে জড়িয়ে পড়ছে সমকামিতার মতো জঘন্য, অভিশপ্ত পাপে। আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لـــوط আমার উম্মতের উপর লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের কুকর্ম অর্থাৎ সমকামিতা ছড়িয়ে পড়ার সর্বাধিক ভয় করছি'।[৪] সমকামিদের শাস্তির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِـــلَ وَالْمَفْعُولَ بِه 'কাউকে সমকাম করতে দেখলে তোমরা উভয় সমকামীকে হত্যা করবে'।[৫]

মেধাশক্তির উপর পর্ণোগ্রাফীর প্রভাব :

মহান আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান-বুদ্ধির জন্য ও তার আনুগত্যের কারণে বহু সৃষ্টির উপর মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হল পাপাচার-আল্লাহ্র অবাধ্যাচরণ। আজ পর্ণোর প্রবল স্রোতে ভাসছে বিশ্ব, ভাসছে ছাত্র-ছাত্রীরা। যা প্রতিনিয়ত ছাত্র-ছাত্রীকে তাড়িত করছে নোংরামির দিকে। যারই ফলশ্রুতিতে যৌন পাপে গুপ্তভাবে জড়িয়ে থেকে বহু ছাত্র-ছাত্রী নিজেদের মেধাশক্তিকে দুর্বল করছে। ইবনুল কাইয়ুম (রহঃ) বলেন, 'পাপাচারের নিকৃষ্ট ও নিন্দিত প্রভাব আছে যা অন্তর ও দেহের পক্ষে ইহ-পরকালে এতই অপকারী যে, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তন্মধ্যে ইলম থেকে বঞ্চিত হওয়া অন্যতম'। ইমাম শাফেঈর উস্তাদ আকীব (রহঃ) বলেন, 'ইলম হল আল্লাহ্র তরফ থেকে আসা নূর। আর এ নূর কোন পাপীর হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত হয় না'। তাই ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইউটিউব এবং টিভিতে নোংরা ছবি দেখলে ও অন্যান্য পাপে জড়িয়ে পড়লে নষ্ট হবে অমূল্য সম্পদ মেধাশক্তি। কোন ছাত্র-ছাত্রী যদি নগ্ন-অর্ধনগ্ন দৃশ্য দেখে বা বই, পত্র-পত্রিকা পড়ে এবং অবৈধ গান-বাজনা শোনতে অভ্যস্ত হয় তাহলে সে কি ইলমের নূর নিয়ে আলোকিত হতে পারবে? শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, 'মহান আল্লাহ পাপের শাস্তি স্বরূপ ইলম ছিনিয়ে নেন'।[৬] অতএব পর্ণোগ্রাফী ভোক্তাদের কাছ থেকে জ্ঞান-প্রতিভা লুপ্ত হবেই।

চিত্তবিনোদন :

পর্ণোগ্রাফী ভোক্তারা সংস্কৃতির নামে যেমন অপসংস্কৃতিতে মেতে উঠেছে ঠিক তেমনি চিত্ত বিনোদনের নামে মেতে উঠেছে নোংরামি, অশ্লীলতা, বেহায়াপনায়। যা বিভিন্ন অনুষ্ঠান, দিবস পালনের দিন রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ও উদ্যান-পার্কে প্রস্ফুটিত। আল্লাহ তাঁর অবাধ্যচারীদেরকে ভালোবাসেন না তাদেরকে দুনিয়াতে আল্লাহ সুযোগ দিয়ে থাকেন। যেমন মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'যদি দেখ, পাপ করা সত্ত্বেও আল্লাহ বান্দাকে তার ইচ্ছামতো (সুখ-সমৃদ্ধি) দান করছেন। তাহ'লে তা আসলে ঢিল দেওয়া'। অতঃপর তিনি এই আয়াতপাঠ করলেন- فَلَمَّـــا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِه فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّـــى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُـــمْ مُبْلِـــسُونَ অর্থাৎ 'তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা যখন তাতে বিস্মৃত হল, তখন তাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বারা উন্মুক্ত করে দিলাম। অবশেষে তাদেরকে যা দেওয়া হ'ল যখন তারা তাতে (আনন্দ-চিত্তবিনোদনে) মত্ত, তখন আকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। ফলে তখনই (তাদের চিত্তবিনোদন উবে গেল) তারা নিরাশ হয়ে পড়ল' *(আন'আম ৬/৪৪)*।

পূর্বের জাতিসমূহ যখন তাদের সুস্থতা, নিরাপত্তা, ধন-সম্পদ, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি নিয়ে গর্বমূলক বিনোদনে মত্ত ছিল, তখনই আল্লাহ তাদের পাকড়াও করেছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্র পাকড়াও বড়ই যন্ত্রনাদায়ক *(হুদ ১১/১০২)*। আজকের পর্ণো ভোক্তারা ও অবৈধ পন্থায় আনন্দ প্রকাশকারীরা যে আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে রক্ষা পাবে না, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পরকালীন শাস্তির কথা তুলে ধরে আল্লাহ বলেন, مَنْ كَـــانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُـــمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ 'যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার জাঁকজমক কামনা করে, আমরা তাদের কৃতকর্মের ফল দুনিয়াতেই পূর্ণভাবে দিয়ে দিব। সেখানে তাদেরকে কোনই কমতি করা হবে না। এরাই হলো সেই সব লোক যাদের পরকালে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই নেই' *(হুদ ১১/১৫-১৬)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, الَّـــذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّـــاسِ অর্থাৎ 'শয়তান কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে' *(নাস ১১৪/৫)*।

খারাপ মানুষের সাথে পরিচিতি :

মানুষরূপী শয়তানরাই ইন্টারনেটে নোংরা মানুষের ছবি তৈরী করে রেখেছে। ইন্টারনেটের নোংরা সাইটে প্রবেশ করে ঐ

৩. বিস্তারিত জানতে দেখুন মোস্তাফিযুর রহমান প্রণীত 'ব্যভিচার ও সমকাম'।
৪. তিরমিযী হা/১৪৫৭; ইবনু মাজাহ হা/২৬১১ সনদ হাসান।
৫. আবুদাউদ হা/৪৪৬২; তিরমিযী হা/১৪৫৬; ইবনু মাজাহ হা/২৬০৯।
৬. মাজমূউল ফাতাওয়া ১৪/১৫২।

অশ্লীল, খারাপ বৈশিষ্ট্যের মানুষের সাথে পরিচিত হচ্ছে হাযারও মানুষ। অথচ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুমিন অর্থাৎ ভালো মানুষ ছাড়া অন্য কারো সঙ্গী হয়ো না।[৭] একথা বলার মূল কারণ হলো- আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেছেন, الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ অর্থাৎ 'মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর হয়'।[৮] কাজেই মানুষের দেখা উচিত ইন্টারনেটে ও ফেসবুকে কার সাথে সে পরিচিত হচ্ছে এবং বন্ধুত্ব স্থাপন করছে। আসলে সে কোন বৈশিষ্ট্যের মানুষ? সে দ্বীন পালনে বাধা সৃষ্টি করবে না তো? নোংরা, অশ্লীল কাজে উদ্বুদ্ধ করবে না তো? কারণ অশ্লীলতা প্রদর্শনকারীদের ভালোবাসলে তাদের সঙ্গী হলে হাশর তাদের সাথে হবে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ (দুনিয়াতে) যাকে ভালোবাসে (ক্বিয়ামতে) সে তারই সঙ্গী হবে'।[৯]

কুফরি ও নাস্তিকতার প্রসার :

পর্ণোগ্রাফীর ড্রাগে আসক্ত হয়ে আজ অসংখ্য মানুষ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরকে ভুলতে শুরু করেছে। তাদের একটাই ভাবনা হয়- 'দুনিয়াটা মোস্ত বড়, খাও দাও ফূর্তি কর। আগামী কাল বাঁচবে কি না বলতে পার'। দুনিয়ার ভোগে-বিলাসিতায় মত্ত হয়ে তারা আল্লাহ্র হালাল-হারামের বিধানকে উপেক্ষা করে কুফরীতে নিমজ্জিত হচ্ছে ।

ঈমানী দুর্বলতা :

ঈমানের দুর্বলতা আজ মুসলমানদের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। যার অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ হলো পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন। পর্নোর ড্রাগে আসক্ত মানুষ ঈমানের পরিবেশ অর্থাৎ কুরআন ও হাদীছ, ওয়াজ মাহফিল, দ্বীনী বৈঠক, দ্বীনী ক্লাস ত্যাগ করে অংশগ্রহণ করছে ঈমান বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডে। আর বাড়ির পরিবেশটাও তারা এমনভাবে গড়ে তুলছে যেখানে দিন রাতদিন অশ্লীলতার চর্চা হচ্ছে। যার ফলে এগুলো তাদের ঈমানকে দুমড়ে-মুচড়ে নিঃশেষ করছে।

গোপন পাপে অভ্যস্ততা :

পর্ণোগ্রাফীকে অনেকে নগণ্য পাপ মনে করে সুযোগ পেলেই তাতে লিপ্ত হন। যেনে রাখুন যারা গোপনে হারামে লিপ্ত হয়; তাদের আমল বরবাদ হবে যদিও তারা তাহাজ্জুদগুজার হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباءاً منثوراً أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا أخلوا بمحارم الله إنتهكوها رواه بن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع 'আমি আমার উম্মতের কিছু সম্প্রদায়ের কথা জানি যারা ক্বিয়ামতের দিন তিহামার পাহাড় পরিমাণ নেকী নিয়ে হাযির হবে। আল্লাহ এগুলিকে ধুলিকনার মতো উড়িয়ে দেবেন। হযরত ছাওবান (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এদের গুণাবলী বলুন, এদেরকে চিহ্নিত করুন, যেন আমরা আজকে এদের মত না হয়ে যাই। তিনি বললেন, তারা তোমাদেরই বংশধর, তোমাদের মতই রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়বে, কিন্তু সুযোগ পেলেই গোপনে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডে (পাপাচারে) লিপ্ত হয়ে বসবে'।[১০] অন্য এক হাদীছে এসেছে- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি

বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা ও ফাহেশা কর্ম করা হতে বিরত হলো না, তখন তার পানাহার পরিত্যাগ করা অর্থাৎ ছিয়াম আল্লাহ্র কোন যায়-আসে না'।[১১] কাজেই মুসলিম নারী-পুরুষের উচিত পর্ণোগ্রাফীর পাপসহ অন্যান্য পাপকে ছোট করে না দেখা এবং তা থেকে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। কেননা আল্লাহ বলেন, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ () وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ– অর্থাৎ 'কেউ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলেও তা দেখতে পারবে' *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*।

(ক্রমশ)

[লেখক : ৪র্থ বর্ষ, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া]

৭. তিরমিযী হা/২৩৯৫; আবুদাউদ হা/৪৮৩২; আহমাদ হা/ ১০৯৪৪; রিয়াযুস স্বালিহীন ৭/৩৭০।
৮.তিরমিযী হা/২৩৭৮; আবুদাউদ হা/৪৮৩৩; আহমাদ হা/৭৯৬৮।
৯.বুখারী হা/৬১৭০; মুসলিম হা/২৬৪১; আহমাদ হা/১৯০০২।
১০. ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৫ সনদ ছাহীহ; সহীহুল জামে' হা/৫০২৮।
১১. বুখারী হা/১৯০৩, ৬০৫৭; তিরমিযী হা/৭০৭; আবুদাউদ হা/২৩৬২।

Contents

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আধুনিক যুগ ঃ ৪র্থ পর্যায় (সাংগঠনিক)

دور الجديد: المرحلة الرابعة (التنظيمى)

হিজরী দ্বাদশ শতাব্দী হ'ত চতুর্দশ মোতাবেক খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে যথাক্রমে শাহ অলিউল্লাহ (১১১৪-৭৬/১৭০৩-৬২) ও তাঁর ইল্‌মী পরিবার, শাহ ইসমাঈল শহীদ (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১), মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২) ও নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭/১৮৩২-৯০) কর্তৃক সূচিত ও সর্বত্র বিস্তৃত 'কিতাব ও সুন্নাহ্‌র দিকে ফিরে যাওয়ার' আন্দোলন- যা ইতিহাসে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' নামে পরিচিত, ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ এশিয়ার মুলসলমানদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে চলে আসা তাকলীদী জড়তা, ইজতিহাদ বিমুখতা ও বে-দলীল রসমপ্রিয়তার বিরুদ্ধে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিশেষ করে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর মত ইল্‌মী মহীরুহের ছায়াতলে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন বিভিন্ন প্রান্তে এমন বহু আলিম জন্মলাভ করেন, যারা বুদ্ধিপ্রসূত কুটতর্ক পরিহার করে সরাসরি কুরআন ও হাদীছের আলোকে জীবন গড়ায় উদ্বুদ্ধ হন। ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা তাঁর বিপুল ছাত্রবাহিনী পরবর্তীতে উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে সাংগঠনিকভাবে সমন্বিত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। মিয়াঁ ছাহেবের জীবনের শেষপ্রান্তে দিল্লীতেই এধরনের আহলেহাদীছ সংগঠন কায়েম হয়।

১ - জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহদীছ
(প্রতিষ্ঠাকাল : দিল্লী ১৩১৩ হিঃ/১৮৯৫ খৃঃ)

মিয়াঁ ছাহেবের অন্যতম ছাত্র হাফেয মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব মুহাদ্দিছ দেহলভী (১২৮১-১৩৫১/১৮৬৬-১৯৩৩ খৃঃ) কর্তৃক মিয়াঁ ছাহেবের মৃত্যুর সাত বৎসর পূর্বে ১৩১৩ হিজরীতে দিল্লীতে উপস্থিত কিঞ্চিদধিক ১২ জন নেতৃস্থানীয় আহলেহাদীছ আলিম ও সরদার কর্তৃক তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণের মাধ্যমে এই জামা'আত প্রতিষ্ঠিত হয়। মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ইতিপূর্বে তাঁর উস্তাদ মাওলানা আবদুল্লাহ গযনবীর (১২৩০-৯৮/১৮১৪-৮০) হাতে অমৃতসরে বায়'আত হওয়ার কারণে নিজে অন্যদের বায়'আত গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। কিন্তু ভক্তদের চাপে অবশেষে বায়'আত নিতে সম্মত হন। পরবর্তীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকার আহলেহদীছ ওলামা ও নেতৃবৃন্দ তাঁর 'ইমামত' কবুল করে নেন।[১] ফলে নবপ্রতিষ্ঠিত এই নেতৃত্ব ব্যাপক রূপ লাভ করে। একজন আলিম বা-আমল মুত্তাক্বী নেতার ইমারতের অধীনে ঐক্যবদ্ধভাবে জামা'আতী জীবন যাপনের বিষয়টি মুসলিম উম্মাহ্‌ ভুলতে বসেছিল। এই বিলুপ্তপ্রায় সুন্নাত পুনর্জীবিত করতে গিয়ে মাওলানাকে স্বগোত্রীয়দের নিকট থেকে বেশী বাধাপ্রাপ্ত হ'তে হয়েছে।[২] ইমারতের

---

১. আবদুস সাত্তার দেহলভী, খুৎবায়ে ছাদারত (১৩৫১/১৯৩২-এর পরে ও ১৩৫৬/১৯৩৭-এর পূর্বে প্রকাশিত) পৃঃ ১৪-১৫; ৮৩ জন আলেমের নাম প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে দিল্লীর ২ জন বাদে রংপুরের ২১ জন, ময়মনসিংহের ৬ জন, দিনাজপুরের ১ জন, মুর্শিদাবাদের ৬ জন ও মালদহের ৮ জন (মাওলানা ইবরাহীম শেরশাহী যার মধ্যে অন্যতম)- মোট ৪২ জন বাংগালীসহ বাকী ভারতের বিভিন্ন বিভিন্ন এলাকার ওলামায়ে আহলেহাদীছ।- আবদুর রহমান ঝাংগুরী সংকলিত 'ফাতাওয়া উলামায়ে কেরাম দর বারায়ে তাক্বারুরে ইমাম' (দিল্লীঃ আর্মী প্রেস, সালবিহীন) পৃঃ ৮১-৮৩; উক্ত সংকলনের ইমামত-এর পক্ষে হাফেয আবদুল্লাহ গাযীপুরীর ফৎওয়া এবং তার সপক্ষে মাওলানা আবদুন নূর দারভাঙ্গাবী, মাওলানা আবদুল জলীল সামরূদীসহ অন্যান্য উলামায়ে কেরামের ফৎওয়া সংকলিত হয়েছে। সাথে সাথে মাওলানা এনায়াতুল্লাহ ও মাওলানা জুনাগড়ীর মধ্যে ইমামত-এর পক্ষে ও বিপক্ষে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রসিদ্ধ 'মুনাযারা' সংকলিত হয়েছে।-ঐ, পৃঃ ১৮-৮১।

২. মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব, 'মুকাম্মাল নামায' (করাচীঃ মাকতাবা ইশা'আতুল কিতাবে ওয়াস্‌ সুন্নাহ, ভূমিকা (লেখকঃ আবু মুহাম্মাদ মিয়াঁওয়ালী, ১৪০৪/১৯৮৪) পৃঃ ২৭।

০ মাওলানা আবদুল ওয়াহ্‌হাবঃ আবদুল ওয়াহ্‌হাব বিন খোশহাল বিন ফাৎহ বিন ক্বায়েম ১২৮০ অথবা ১২৮১ হিজরীতে পাঞ্জাবের ঝং যেলার 'ওয়াসুআস্তানা' (واسوآستانه) শহরে এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে মুলতান যেলার মুবারকাবাদ শহরে হিজরত করেন ও সেখানেই স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করেন। প্রথমে নিকটস্থ মসজিদে কুরআন মজীদ পড়া শেখেন ও পরে হেফ্‌য সমাপ্ত করেন। ৬ হ'তে ২০ বছর বয়সের মধ্যে তিনি সে যুগের সেরা চারজন উস্তাদ- হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবী, আবদুল্লাহ গযনবী, মানছূরুর রহমান (পরে ঢাকাভী) ও শায়খুল কুল মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ)-এর নিকটে ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন। পরে ১৮৮২ খৃঃ মোতাবেক ১৩০০ হিজরীর প্রথম দিকে তিনি দিল্লীতে 'দারুল কিতাবে ওয়াস্‌ সুন্নাহ' নামে মাদরাসা কায়েম করেন- যা আজও আছে।

মোর্দা সুন্নাত যেন্দা করা দিকে তাঁর বিশেষ নযর ছিল। যেমন- (১) তিনিই দিল্লীতে প্রথম প্রকাশ্য ময়দানে ১২ তাকবীরে ঈদের জামা'আত কায়েম করেন (২) তিনিই প্রথম নিজের স্ত্রী-কন্যাদের সাথে নিয়ে পুরুষদের সাথে পর্দার মধ্যে মহিলাদের ঈদের জামা'আত চালু করেন (৩) তিনিই দিল্লীতে প্রথম মুছল্লীদের মাতৃভাষায় জুম'আর খুৎবা চালু করেন (৪) তিনিই প্রথম 'ছালাতে জানাযা'র কিরাআত সশব্দ পাঠ করা শুরু করেন (৫) তিনিই প্রথম দুষ্ট স্বামীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মযলূম স্ত্রীদেরকে স্বেচ্ছায় বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার দিয়ে মযবুত দলীল সহকারে ফৎওয়া প্রকাশ করেন (৬) খতীব মিম্বরে বসার পরে জুম'আর জন্য একটি মাত্র আযান দেওয়ার সুন্নাতে নববী তিনিই দিল্লীতে পুনঃপ্রবর্তন করেন (৭) লোকেরা কালেমায়ে ত্বাইয়িবার দুই অংশকে একত্রে 'কালেমায়ে তাওহীদ' বা 'একত্ববাদের ঘোষণা' মনে করত। তিনি পরিষ্কারভাব বুঝিয়ে দেন যে, কালেমায়ে ত্বাইয়িবার প্রথম অংশটিই মাত্র 'কালেমায়ে তাওহীদ' এবং দ্বিতীয় অংশটি হ'ল 'কালেমায়ে রিসালাত' (৮) জীবনমরণ সমস্যা দেখা দিলে হৃদয়ে ঈমান ঠিক রেখে 'কুফরী কালেমা' উচ্চারণ করার পক্ষে সূরায়ে নাহ্‌ল ১০৬ আয়াতের আলোকে তিনি ফৎওয়া প্রদান করেন- যা ছিল সে যুগের হিসাবে বড়ই ঝুঁকিপূর্ণ ফৎওয়া (৯) হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অজুহাতে মাওলানার সময়ে দিল্লীতে মুসলমানেরা গরু কুরবানী এবং সাধারণ ভাবে গরু যবাই করত না। গরুর গোস্তের ক্রটি বর্ণনায় মুসলমানেরা বাড়াবাড়ি করতে থাকে। কোন কোন মৌলবী ছাহেব তো গরুর গোস্ত খাওয়াকে শুকরের গোস্ত খাওয়ার মত হারাম ফৎওয়া দেওয়া শুরু করেন। মুসলমানদের এই হীনমন্যতা দেখে মাওলানা দারুণ ক্ষুব্ধ হন এবং প্রবল হিম্মত নিয়ে কুরবানীর জন্য গরু খরিদ করেন। কিন্তু প্রথম গরুটি বিরোধীরা ছিনিয়ে নেয়। পুনরায় খরিদ করলে মুসলমান কসাইরা তা যবহ করতে অস্বীকার করলে তিনি নিজে যবহ করেন। পরে গরুর গাড়ীতে করে গোস্ত আনার সময় বিরোধীরা রাস্তায় আটকিয়ে গরু দু'টি ছেড়ে দেয় ও গাড়ীর চাকা খুলে নেয়। অবশেষে ছাত্ররা গোস্ত মাথায় করে বাড়ীতে আনে।

অপরিহার্যতা বিষয়ক ছহীহ হাদীছগুলিকে বিভিন্ন অজুহাতে এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল দেখে মাওলানা ব্যথিত হন। তিনি সাধ্যমত সকলকে বুঝাতে চেষ্টা করেন। পরিশেষে ১৩১৩ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ' নামে কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে দিল্লীতে একটি জামা'আত প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এই জামা'আতের 'ইমাম' নিযুক্ত হন। আক্বীদা ও আমলের দিক দিয়ে এই জামা'আত আহলেহাদীছের মধ্যে নতুন কোন জামা'আত ছিল না।

১৯২০/১৩৩৮ হিজরীর শা'বান মাসে তিনি দিল্লী থেকে মাসিক 'ছহীফায়ে আহলেহাদীছ' বের করেন, যা বর্তমানে করাচীর কেন্দ্রীয় অফিস থেকে পাক্ষিক হিসাবে বের হচ্ছে। সর্বদা দাওয়াত ও তাদরীসে ব্যস্ত থাকার কারণে মাওলানার পক্ষে লেখনীর দিকে বেশী মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়নি। তবুও তিনি ৫/৬টি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে ছালাতের নিয়ম-কানুন বিষয়ক 'মুকাম্মাল নামায', মিশকাত শরীফের আরবী হাশিয়া, যা দিল্লীর ফারূকী প্রেস প্রকাশ করেছে; বর্তমান যুগের প্রচলিত নিয়মকানুন সম্বলিত কুরআন মজীদের বিপরীতে প্রাথমিক যুগের ন্যায় নুকতা-হরকত বিহীন 'মু'আররা' (معرّى) কুরআন মজীদ সংকলন প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে।[৩]

তাঁর মৃত্যুর পরে জ্যেষ্ঠ পুত্র হাফেয মাওলানা আবদুস সাত্তার জামা'আতের 'ইমাম' নিযুক্ত হন। দেশবিভাগের পরে জামা'আতের কেন্দ্রীয় 'দারুল ইমারত' দিল্লী হ'তে ১নং বান্স রোড করাচীতে স্থানান্তরিত হয় এবং 'মাদরাসা দারুস সালাম' নামে তার সংলগ্ন কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কায়েম হয়। মাওলানা আবদুর রহমান সালাফী বর্তমানে উক্ত জামা'আতের কেন্দ্রীয় আমীর। রংপুর হারগাছের মাওলানা আব্দুল হামীদ এই জামা'আতের বাংলাদেশ অঞ্চলের 'আমীর' বলে পরিচিত।

১৯৬৩ সালে গৃহীত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এই জামা'আতের একটি কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল রয়েছে, যেখানে যাকাত, ফিৎরা, কুরবানী, ওয়াক্ফ, হেবা, অছিয়ত, সাধারণ ছাদাকা, শারঈ ও সাংগঠনিক জরিমানা, জামা'আতী সম্পত্তি, জামা'আতী প্রকাশনার মুনাফা প্রভৃতি জমা হয়। এর অধীনে তাবলীগ ও তাছনীফ শাখা ছাড়াও 'দারুল ক্বাযা' নামে একটি কেন্দ্রীয় বিচার বিভাগ রয়েছে, 'ইমামে জামা'আত' সেখানে জামা'আতী মোকাদ্দামা সমূহের শারঈ ফায়ছালা দিয়ে থাকেন।[৪]

এই জামা'আতের দাবী অনুযায়ী হিন্দুস্থানে সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভী ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর পরে এটাই প্রথম জামা'আত, যা পূর্ণ ইসলামী নিয়মানুসারে পরিচালিত।[৫]

পাকিস্তানে বর্তমানে এই জামা'আতের অধীনে ৩০টি দ্বীনী মাদরাসা পরিচালিত হচ্ছে। করাচীর গুলশান ইকবাল ব্লক-৬ অবস্থিত 'জামে'আ সাত্তারিয়া' এই জামা'আতের কেন্দ্রীয় মাদরাসা। পাকিস্তানে এই জামা'আতের একশোর মত শাখা সংগঠন রয়েছে। আমেরিকার হিউষ্টন (টেক্সাস) শহরেও এই জামা'আতের একটি শাখা ও মসজিদ রয়েছে। পাক্ষিক 'ছহীফায়ে আহলেহাদীছ' বর্তমানে এই জামা'আতের একমাত্র মুখপত্র।[৬]

এই জামা'আত শরীয়তবিরোধী কোন রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেনা। অবশ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি যা সরাসরি মুসলিম উম্মাহ্র সহিত সাধারণভাবে এবং জামা'আতের সহিত বিশেষভাবে সম্পৃক্ত, সে সকল বিষয়ে এই জামা'আত মতামত ব্যক্ত করে। এই জামা'আতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ পাশ্চাত্য গণতন্ত্র সমর্থন করেন না।[৭]

বর্তমানে জামা'আত নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সংঘটিত না থাক্লেও ভারত ও বাংলাদেশে এই জামা'আতের অনুসারীর সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। *(চলবে)*

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (পিএইচ.ডি থিসিস) শীর্ষক গ্রন্থ পৃঃ ৩৬২-৩৬৪)]

পরবর্তীতে সুধী ওলামায়ে কেরাম একবাক্যে স্বীকার করেন যে, যদি মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব ঐ সময় ঐ দুঃসাহসিক পদক্ষেপ না নিতেন, তাহ'লে ভারতের বুক থেকে সম্ভবতঃ গরু কুরবানীর সুন্নাত উঠে যেত। কারণ এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হ'য়ে যখন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের নেতারা গরু কুরবানী সরকারীভাবে নিষিদ্ধ করার দাবী নিয়ে ইংরেজ ভাইসরয়ের নিকটে দরখাস্ত পেশ করেন, তখন ইংরেজ সরকার এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করেন যে, 'কোথাও গরু কুরবানী না হওয়ার শর্তে এই বৎসর থেকে গরু কুরবানী আইনগতঃ দণ্ডণীয় ঘোষণা করার জন্য আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করেছিলাম। কিন্তু কসাইখানার রেজিষ্টারে দেখা গেল যে, মৌলবী আবদুল ওয়াহ্হাব নামক দিল্লীর জনৈক মুসলমান এবছর গরু কুরবানী করেছেন। অতএব মুসলমানদের মধ্যে ভিন্নমত থাকায় আমরা গরু কুরবানীকে আইনগতঃ দণ্ডণীয় ঘোষণা করতে পারিনা।' (১০) শারঈ ইমারতের ভিত্তিতে জামা'আত গঠনের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনার চিরন্তন সুন্নাত মুসলিম সমাজ ভুলতে বসেছিল। তারা বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে শেরেকী, বিদ'আতী ও অনৈসলামী সামাজিক নেতৃত্বের অধীনে তাদের ঈমান-আমল সব প্রায় খুবই খুইয়ে বসেছিল। এই অবস্থা দর্শনে মাওলানা খুবই ব্যথিত হ'লেন এবং রেওয়াজপন্থী আলিম সমাজও শরীয়ত অনভিজ্ঞ সমাজনেতাদের সকল ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে প্রথমে কিঞ্চিদধিক ১২ জন ভক্ত সাথীকে নিয়ে ১৮৯৫/১৩১৩ হিজরী সনে 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ' কায়েম করেন। অথচ তখনও তাঁর উস্তাদ মিয়াঁ ছাহেব (১২২০-১৩২০ হিঃ) বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন। আল্লাহ পাক তাঁর কোন একজন বান্দাকে সকল প্রকারের তাওফীক প্রদান করেন না। বলা বাহুল্য এটাই ছিল আল্লামা ইসমাঈল শহীদ ও সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভী প্রতিষ্ঠিত জামা'আতে মুজাহেদীনের পরে ভারতের প্রথম ইমারত ভিত্তিক ইসলামী জামা'আত। এর ফলে তাঁকে অমানুষিক নির্যাতনের সম্মুখীন হ'তে হয়। যেমন খাবার দাওয়াত দিয়ে খাদ্যে বিষ প্রয়োগে হত্যার চেষ্টা, দাড়ি চেঁছে দেওয়া, বিভিন্ন তোহমত ও কুৎসা রটনা করা, হত্যার জন্য গুন্ডা ভাড়া করা ও রাস্তায় ওঁৎ পেতে থাকা, সমাজনেতাদের ইংগিতে আলিমদের পক্ষ হ'তে তাকে 'কাফের' ইত্যাদি ফৎওয়া দেওয়া প্রভৃতি।

মাওলানা জীবন সাতবার হজ্জ করেন। বিভিন্ন সময়ে ১০ জন স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করেন। ৯ জন পুত্র ও ৬ জন কন্যা রেখে ১৯৩৩ খৃঃ মোতাবেক ১৩৫১ হিজরীর ৮ই রজব সোমবার দিবাগত রাত ১১টায় ৭০ বছর বয়সে দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন এবং স্বীয় উস্তাদ শায়খুল কুল মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর কবরের পূর্বপার্শ্বে সমাহিত হন। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে ঘোর বিরোধী স্বাগোত্রীয় ও হানাফী আলিমগণ ছাত্রদেরকে এই বলে পড়ানো থেকে বিরত থাকেন যে, 'আজ হিন্দুস্থান থেকে হাদীছের প্রদীপ গেল' (آج ہند میں حدیث کا چراغ بجھ گیا ہے) -দ্রঃ মুকাম্বাল নামায-ভূমিকা, লেখকঃ ঐ, পৃঃ ১৯-২৮, ৩১-৩৩।

৩. প্রাগুক্ত ভূমিকা, পৃঃ ২৮-৩০।
৪. ৪ঠা নভেম্বর ১৯৬৩- তে জামা'আতের ৮ম বার্ষিক সম্মেলনে গৃহীত 'দাস্তূর' (প্রকাশকঃ আবদুল গাফ্ফার সালাফী-নায়েমে আ'লা; উক্ত গঠনতন্ত্র ৫০টি শিরোনাম ও ফুলস্কেপ সাইজের হস্তলিখিত ১৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত) পৃঃ ১৩।
৫. 'মুকাম্মাল নামায' ভূমিকা, পৃঃ ২৮।
৬. ২১-১২-১৯৮৮ ইং তারিখে করাচীর 'দারুল ইমারত' থেকে স্বয়ং আমীর আব্দুর রহমান সালাফী এবং জামে'আ সাত্তারিয়ার পরিচালক (মুদীর) মাওলানা মুহাম্মাদ সালাফী প্রদত্ত লিখিত হিসাবে অনুযায়ী অত্র তথ্য পরিবেশিত হ'ল।
৭. প্রাগুক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী।

একজন আদর্শবান ব্যক্তির গুণাবলী

-এ. এইচ. এম. রায়হানুল ইসলাম

ভূমিকা ঃ মানুষকে আল্লাহ তা'আলা আশরাফুল মাখলূক্বাত হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। আদর্শিক ও সৃষ্টিগতভাবেই মানুষ শ্রেষ্ঠ। একজন আদর্শ ব্যক্তি হওয়ার জন্য যেসব গুণাবলী বা যোগ্যতা অর্জন করতে হবে সে সম্পর্কে নিম্নে সবিস্তারে আলোচনা করা হ'ল।

(১) আল্লাহভীতি :

একজন আদর্শ ব্যক্তি হতে গেলে সর্বপ্রথম যে যোগ্যতা অর্জন করা প্রয়োজন, তা হ'ল আল্লাহভীতি। কেননা আল্লাহ্র ভয় যদি মানুষের অন্তরে না থাকে। তাহ'লে সে যে কোন নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হবে। ফলে সে আদর্শ ব্যক্তি বা মানুষ হওয়ার পথ হ'তে ছিটকে পড়বে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা অবশ্যই (প্রকৃত) মুসলমান না হয়ে মরো না' *(আলে ইমরান ৩/১০২)*।

আল্লাহকে কেমন ভয় করা উচিৎ সে সম্পর্কে তাফসীর ইবনু কাছীরে উল্লেখ আছে যে, 'আল্লাহকে পূর্ণ ভয় করার অর্থ এই যে, তার আনুগত্য স্বীকার করতে হবে, অবাধ্য হওয়া যাবে না। তাঁকে সর্বদা স্মরণ করতে হবে। কোন সময়ই তাঁকে ভুলে যাওয়া চলবে না। তাঁর কৃতজ্ঞতা সর্বদা প্রকাশ করতে হবে। অকৃতজ্ঞ হ'তে পারবে না। হযরত আনাস (রাঃ)-এর উক্তি মানুষ আল্লাহকে ভয় করার দাবী পূরণ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না সে স্বীয় জিহ্বাকে সংযত করে। অতঃপর আল্লাহ বলেন, আর তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। অর্থাৎ সারা জীবন ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাক, যাতে মৃত্যুও তার উপরই হয়। মানুষ স্বীয় জীবন যেভাবে চালিত করে ঐ ভাবেই তার মৃত্যু দিয়ে থাকেন মহান প্রভু। তার উপরই ক্বিয়ামতের দিন উত্থিত করবেন। আল্লাহ তা'আলা (ইসলামী জীবনাচরণের) বিপরীত হতে আমাদেরকে আশ্রয় দান করুন' *(ইবনু কাছীর ৪/২৩০পৃঃ)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে দেন না। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ- يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ- 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। নিশ্চয় ক্বিয়ামতের প্রকম্পন অতীব ভয়ংকর বিষয়। যেদিন তোমরা দেখবে দুগ্ধদায়িনী মা তার স্তন্যপায়ী সন্তানকে ভুলে যাবে এবং গর্ভবতীর গর্ভ খালাস হয়ে যাবে। আর তোমরা মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ। অথচ তারা মাতাল নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্র শাস্তি অতীব কঠিন' *(হাজ্জ ২২/১-২)*। তিনি আরো বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ- 'যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্যে উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না' *(তালাক্ব ৬৫/২-৩)*। অর্থাৎ যে ব্যক্তি শরী'আতের বিধি-বিধান পালন করবেন এবং আল্লাহ যে সমস্ত জিনিস হারাম করেছেন তা হ'তে দূরে থাকবে, আল্লাহ তার মুক্তির পথ বের করে দেবেন। আর তিনি তাকে তার ধারনাতীত উৎস হ'তে দান করবেন।

তাক্বওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 'যদি তোমরা আল্লাহভীরু হও, তাহ'লে তিনি তোমাদের জন্য সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার পথ বের করে দিবেন এবং এর ফলে তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন ও তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ হ'লেন মহা অনুগ্রহশীল' *(আনফাল ৮/২৯)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (রহঃ) বলেছেন, যে فُرْقَانًا (ফুরকানান) দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য বা ফায়ছালা বুঝানো হয়েছে।

কেননা যে আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাঁর নিষেধকৃত বিষয় থেকে দূরে থাকবে, সে সত্য ও মিথ্যার পরিচয় লাভের তাওফীক্ব প্রাপ্ত হবে। এটা হবে তার মুক্তি ও সাহায্য লাভের কারণ। তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল ও দোষত্রুটি গোপনকারী হয়ে যাবেন। আল্লাহ্র কাছে সে বড় পুরস্কার পাওয়ার হকদার হয়ে যাবে।

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ أَتْقَاهُمْ. فَقَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ فَيُوسُفُ نَبِىُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِىِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِىِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ. قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الإِسْلاَمِ إِذَا

فَقُهُوا– হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে বলা হ'ল সবচেয়ে সম্মানী লোক কে? তিনি বললেন, সবচেয়ে অধিক আল্লাহভীরু যে। ছাহাবীগণ বললেন, আমরা এ সম্পর্কে প্রশ্ন করছিনা। তিনি বললেন, তাহ'লে আল্লাহ্ নবী ইউসুফ (আঃ), যার পিতা আল্লাহ্র নবী এবং তাঁর পিতা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)। ছাহাবীগণ বললেন, আপনাকে আমরা এটা নিয়েও প্রশ্ন করছি না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা আরবের বিভিন্ন বংশের কথা জানতে চাইছ? জেনে রাখ! তাদের মধ্যে যারা জাহিলিয়াতের যামানায় ভাল ছিল ইসলামের যুগেও তারাই ভাল, তারা যদি বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হয়ে থাকে'।[১]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ– হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই পৃথিবী সবুজ, মিষ্টি ও আকর্ষণীয়। আল্লাহ তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করছেন যাতে তিনি দেখে নিতে পারেন যে, তোমরা কিরূপ কাজ কর? সুতরাং তোমরা দুনিয়া হ'তে সতর্ক থাক এবং নারীদের (ফিৎনা) হ'তে সাবধান থাক। কেননা বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিৎনা নারীদের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়েছিল'।[২] হাদীছে আরো এসেছে, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হেদায়াত, তাক্বওয়া, পবিত্রতা ও স্বয়ং সম্পূর্ণতা চাই'।[৩]

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى– 'যে লোক কোন ব্যাপারে শপথ করার পর অধিকতর আল্লাহভীতির কাজ দেখাল, এমনতাবস্থায় সে যেন তাক্বওয়ার কাজটিই করে'।[৪] হাদীছে এসেছে, عن أبي أُمَامَةَ صُدَيّ بن عجلانَ الباهليِّ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ في حجة الوداع، فَقَالَ : اتَّقُوا اللهَ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ– আবু উমামা ইবনু আজলান বাহেলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর, রামাযানের ছিয়াম রাখ, তোমাদের সম্পদের যাকাত আদায় কর, তোমাদের শাসকবর্গের আনুগত্য কর আর তোমরা তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ কর'।[৫]

উপরোক্ত কুরআন ও হাদীছের ভিত্তিতে জানা যায় যে আদর্শ ব্যক্তি হওয়ার জন্য তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন করা অপরিহার্য কর্তব্য।

(২) সত্যবাদিতা :

নিঃসন্দেহে মিথ্যা বড় পাপ সমূহের মধ্যে অন্যতম। আর এটি সকল পাপের জননীও বটে। মহান আল্লাহ তা'আলা মিথ্যা বলা ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করাকে হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং আদর্শবান মানুষ হ'তে হলে সর্বাগ্রে মিথ্যা পরিহার করতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তাওবাহ ৯/১১৯)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ 'যদি তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা সত্যে পরিণত করত তবে তা তাদের জন্যে কল্যাণকর হত' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২১)*।

হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সততা পুণ্য ও কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে। আর পুণ্য ও কল্যাণ জান্নাতের পথ প্রদর্শন করে। মানুষ সত্যের অনুসরণ করতে করতে অবশেষে আল্লাহ্র নিকট ছিদ্দীক্ব বা পরম সত্যবাদী হিসাবে অভিহিত হয়। আর মিথ্যা পাপ কাজের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপকর্ম জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যায়। মিথ্যার অনুসরণ করতে করতে মানুষ শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র কাছে চরম মিথ্যাবাদী হিসাবে পরিগণিত হয়'।[৬] অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى الْحَوْرَاءِ السَّعْدِىِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ

১. বুখারী হা/৩৩৫৩; মুসলিম হা/২৩৭৮,২৫২৬।
২. মুসলিম হা/২৭৪২।
৩. মুসলিম হা/২৭২১; তিরিমিযী হা/৩৪৮৯।
৪. মুসলিম হা/৪৩৬৪।
৫. তিরমিযী হা/ ৬১৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৬৭।
৬. বুখারী হা/৬০৯৪; মুসলিম হা/২৬০৭।

يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ– হাসান বিন আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এ কথাগুলি আমি রাসূল (ছাঃ) থেকে কণ্ঠস্থ করেছি; তোমাকে যা সন্দেহে ফেলে দেয় তা বর্জন কর, যা সন্দেহে ফেলে না তা গ্রহণ কর। সত্য অবশ্যই প্রশান্তিদায়ক আর মিথ্যা সন্দেহ সৃষ্টিকারী'।[৭] অন্যত্র এসেছে, عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا– হাকিম ইবনু হিযাম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা একে অন্যের থেকে আলাদা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে দেয়ার অধিকার থাকে। তারা উভয়ে যদি পণ্যের প্রকৃত গুণাগুণ বর্ণনা করে এবং সত্য কথা বলে তাহ'লে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হয় এবং যদি পণ্যের দোষ গোপন করে ও মিথ্যা বলে তাহ'লে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত নষ্ট করে দেয়া হয়'।[৮]

অতএব উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হলে অবশ্যই সত্যবাদী হতে হবে। কেননা সত্যবাদীকে সবাই বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে।

পিতা-মাতার অনুগত্য :

পিতা-মাতার মাধ্যমে একটি সন্তান পৃথিবীতে আসে। তাদের মাধ্যমে এই পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখতে ও উপভোগ করতে পারে। ফলে পিতা-মাতার প্রতি সদাচারণ বা পিতা-মাতার অনুগত হওয়া যরূরী। কেননা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পরেই পিতা-মাতার আনুগত্য করার কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। তাদের অবাধ্য হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। কেননা তাদের অবাধ্য হওয়া পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম পাপ। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা পিতা-মাতার প্রতি সদাচারণ সম্পর্কে বলেন, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 'আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না। তোমরা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর' *(নিসা ৪/৩৬)*।

তাওহীদের আলোচনার পরই মহান আল্লাহ সমস্ত আত্মীয়-স্বজন আপনজন ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বপ্রথম পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তাঁর অধিকারের পরই পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করে এই ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রকৃত পক্ষে সমস্ত নে'মত ও আনুগ্রহ একমাত্র আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে। জন্ম হতে শুরু করে যৌবন প্রাপ্তি পর্যন্ত যে সকল কঠিন বন্ধুর পথ ও স্তর রয়েছে, তাতে মূলত পিতা-মাতাই তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখেন। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তাঁর ইবাদতের সাথে সাথে পিতা-মাতার আনুগত্যের কথা বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ '(আল্লাহ বলেন,) আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই। আর যদি পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ'লে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে বসবাস করবে। আর যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে, তুমি তার রাস্তা অবলম্বন কর। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকটে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করব' *(লোকমান ৩১/১৪-১৫)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا– وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا– 'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি 'উহ' শব্দটিও করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর তাদের সাথে নরমভাবে কথা বল। আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়াবশে প্রতিপালন করেছিলেন' *(বানী ইসরাঈল ১৭/২৩-২৪)*।

হাদীছে এসেছে, عن عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّه قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا. قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّه– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহ্র নিকট কোন কাজটি বেশী প্রিয়? তিনি বললেন, সময়মত ছালাত আদায় করা। আমি বললাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সাথে উত্তম

৭. তিরিমিযী হা/২৫১৮; ছহীহুল জামে' হা/৩৩৭৭, ৩৩৭৮।
৮. বুখারী হা/৩০৭৯; মুসলিম হা/১৫৩২।

ব্যবহার করা। আমি আবার জানতে চাইলাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা'।[৯]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لاَ يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدًا إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَه– হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, পিতামাতার প্রতিদান আদায় করা কোন সন্তানের পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু যদি সে তাকে দাস অবস্থায় পেয়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দেয় (তবে কিছুটা প্রতিদান আদায় হবে)'।[১০]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِى قَالَ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ– আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার নিকট হ'তে উত্তম ব্যবহার ও সৎ সঙ্গ পাওয়ার সবচেয়ে বেশী অধিকারী কে? তিনি বললেন, তোমার মা; সে বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা; সে বলল এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা; সে আবার বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা। অপর এক বর্ণনায় আছে হে রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট হ'তে উত্তম ব্যবহার ও সৎসঙ্গ পাওয়ার অধিক হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা; এরপর তোমার মা; এরপর তোমার মা; এরপর তোমার বাবা; এরপর তোমার নিকট আত্মীয়; এরপর তোমার নিকট আত্মীয়'।[১১]

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ. قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّه قَالَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْه عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ– হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় ধূসরিত হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় ধূসরিত হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় ধূসরিত হোক যে তার পিতা-মাতার কোন একজনকে অথবা উভয়কে বৃদ্ধাবস্থায় পেল অথচ (তাদের সেবা-যত্ন করে) জান্নাতে যেতে পারল না'।[১২]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ أَسْمَاءَ بِنْت أَبِى بَكْرٍ رضى الله عنهما قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّى وَهْىَ مُشْرِكَةٌ، فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قُلْتُ إِنَّ أُمِّى قَدِمَتْ وَهْىَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّى قَالَ نَعَمْ صِلِى أُمَّكِ– হযরত আসমা বিনতু আবু বকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জীবিত থাকাবস্থায় আমার নিকট আমার মা কিছু চাওয়ার জন্য আসলেন, তিনি তখন মুশরিক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমি প্রশ্ন করলাম, আমার কাছে আমার মা এসেছে অথচ তিনি অমুসলিম। আমি কি আমার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ; তার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ কর'।[১৩]

অপর এক হাদীছে এসেছে, عَنِ الْحَارِثِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيه قَالَ كَانَتْ تَحْتِى امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا وَكَانَ أَبِى يَكْرَهُهَا فَأَمَرَنِى أَنْ أُطَلِّقَهَا فَأَبَيْتُ فَأَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَىَّ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّه طَلِّقِ امْرَأَتَكَ فَطَلَّقْتُهَا– আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার এক স্ত্রী ছিল। তাকে আমি খুব ভালবাসতাম। কিন্তু তাকে (আমার পিতা) উমর (রাঃ) পসন্দ করতেন না। আমাকে তিনি বললেন, তাকে ত্যাগ কর। এই প্রস্তাবে আমি প্রত্যাখ্যান করলাম। তখন উমর (রাঃ) নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে এই বিষয়টি অবহিত করলেন। এরপর রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, তাকে তালাক দাও'।[১৪]

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ لِى امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّى تَأْمُرُنِى بِطَلاَقِهَا. قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ– আবু দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তার নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, আমার একজন স্ত্রী আছে। তাকে ত্যাগ করার জন্য আমার মা আমাকে আদেশ করেছেন। তিনি (আবু দারদা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, পিতা-মাতা জান্নাতের দরজাগুলির মাঝে একটি শক্ত দরজা এখন তুমি চাইলে দরজাটি ভাঙ্গতে পার অথবা রক্ষাও করতে পার'।[১৫]

সুতরাং একজন আদর্শবান ও জান্নাতী মানুষ হ'তে হলে পিতা-মাতার সাথে সম্মানজনক আচরণ করা অত্যাবশ্যক।

সুন্নাতে অনুসরণ ও তদনুযায়ী আমল :

আল্লাহ তা'আলা সরাসরি মানুষের নিকট তাঁর দ্বীন প্রেরণ করেননি। বরং নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে তাঁর বাণী মানব

৯. বুখারী হা/৫২৭; মুসলিম হা/৮৫।
১০. মুসলিম হা/১৫১০।
১১. বুখারী হা/৫৯৭১; মুসলিম হা/২৫৪৮।
১২. মুসলিম হা/২৫৫১।
১৩. বুখারী হা/২৬২০; মুসলিম হা/১০০৩।
১৪. আবু দাঊদ হা/৫৩১৮; সহীহ তিরমিযী হা/১১৮৯; ইবনু মাজাহ হা/১৬৯৮।
১৫. তিরমিযী হা/১৯০০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯১৪; ইবনু মাজাহ হা/১৬৯৯।

Contents

সমাজের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। সুতরাং রাসূলের অনুসরণ করা অর্থাৎ দ্বীন বিষয়ে তাঁরা যে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন সে অনুযায়ী নিজেকে পরিচালনা করা অত্যাবশ্যক। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 'রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর' *(হাশর ৫৯/৭)*।

আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ - 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। তুমি বল, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। যদি তারা এতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহ'লে (তারা জেনে রাখুক যে) আল্লাহ কাফিরদের ভালবাসেন না' *(আলে ইমরান ৩/৩১-৩২)*।

ভালোবাসা একটি গোপন বিষয়। কারো প্রতি কারো ভালোবাসা আছে কি না? অল্প আছে না বেশী আছে? তা জানার জন্য একমাত্র মাপকাঠি হ'ল পারস্পারিক ব্যবহার দেখে অনুমান করা বা ভালবাসার চিহ্ন বা লক্ষণাদি দেখে জেনে নেয়া। যারা আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসার দাবীদার ও তাঁর ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্খী, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ভালবাসার মাপকাঠি বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ কেউ যদি আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসার দাবী করে তবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কষ্টি পাথরে তা যাচাই করে দেখা আবশ্যক। এতে আসল ও নকল ধরা পড়বে। যার দাবী যতটুকু সত্য সে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণের প্রতি ততটুকু যত্নশীল হবে এবং তার শিক্ষার আলোকে পথের মশাল গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে যার দাবী দুর্বল হবে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি আনুগত্যে তার অলসতা ও দুর্বলতা তত বেশী পরিলক্ষিত হবে। আমি যদি শুধু দাবী করি যে আল্লাহকে মনে প্রাণে ভালবাসি। কিন্তু আমার আক্বীদা ও আমল যদি রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশের অনুরূপ না হয়, তবে আমার দাবীতে আমি অবশ্যই মিথ্যাবাদী। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন আরো এরশাদ করেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে' *(আহযাব ৩৩/২১)*। এ আয়াত দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী সমূহ ও কার্যাবলী উভয়ই অনুসরণের আদেশ রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا 'পক্ষান্তরে তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অনুগত হবে ও সৎকর্ম করবে, আমরা তাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেব। আর আমরা তার জন্য উত্তম রিযিক প্রস্তুত করে রেখেছি' *(আহযাব ৩৩/৩১)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا 'অতএব আপনার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়ে আপনাকে ফায়ছালা দানকারী হিসাবে মেনে নেবে। অতঃপর আপনার দেওয়া ফায়ছালার ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনরূপ দ্বিধা না রাখবে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নিবে' *(নিসা ৪/৬৫)*। মহান আল্লাহ্র বানী : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বাক-বিতণ্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(নিসা ৪/৫৯)*।

তিনি আরো বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا 'আমরা রাসূল পাঠিয়েছি কেবল এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী তার আনুগত্য করা হবে। আর যদি তারা নিজেদের জীবনের উপর যুলুম করার পর আপনার নিকটে আসে, অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাহ'লে তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও দয়াশীলরূপে পেত' *(নিসা ৪/৬৪)*। তিনি আরো বলেন, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا 'বস্তুতঃ যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা নবী, ছিদ্দীক্ব, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। আর এরাই হলেন সর্বোত্তম সঙ্গী' *(নিসা ৪/৬৯)*। তিনি আরো বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহ্র

আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের উপর আমরা আপনাকে রক্ষকরূপে প্রেরণ করিনি' *(নিসা ৪/৮০)*।

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ دَعُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ- আবু হুরায়রা হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি যেসব বিষয় তোমাদের নিকট বর্ণনা করিনি সে সব ব্যাপারে আমাকে ত্যাগ কর। অত্যাধিক প্রশ্ন করা ও নবীদের ব্যাপারে মত পাথ্যর্কের কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। কাজেই যখন কোন কিছু আমি নিষেধ করি তখন তোমরা তা ত্যাগ কর। আর যখন আমি তোমাদেরকে কিছু আদেশ করি তখন সেটা বাস্তবায়ন করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা কর'।[১৬]

অন্য হাদীছে এসেছে, আবু নাজিহ ইবনু ইরবাজ সারিয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জ্বালাময়ী ভাষায় আমাদেরকে উপদেশ দিলেন, আমাদের সকলের এত অন্তর এত নরম হ'ল এবং চোখ দিয়ে পানি ঝরতে থাকল। আমরা বললাম হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এটিতো বিদায়ী উপদেশের মত। কাজেই আমাদেরকে আরো নির্দেশ দিন। তিনি বলেন, আমরা তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহকে ভয় করার জন্য। আর তোমাদের উপর হাবশী দাস শাসকর্তা নিযুক্ত হলেও তার কথা শোনার ও আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি। আর তোমাদের মধ্যে কেউ জীবিত থাকলে সে বহু মতপার্থক্য দেখতে পাবে। তখন তোমাদের অপরিহায্য কর্তব্য হবে আমার সুন্নাত এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণ করা। এ সুন্নাতকে খুব শক্ত করে আঁকড়ে ধর এবং সমস্ত বিদ'আত হ'তে দূরে থাক। কেননা প্রতিটি বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা'।[১৭]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبَى- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার সকল উম্মত জান্নাতে যাবে, তারা ব্যতীত যারা অস্বীকার করে। বলা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কে অস্বীকার করে? তিনি বললেন, যে লোক আমার আনুগত্য করে সে জান্নাতে যাবে; আর যে লোক আমার বিরেধিতা করে সে অস্বীকার করে'।[১৮]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ حَدَّثَنِى إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم بِشِمَالِه فَقَالَ كُلْ بِيَمِينِكَ. قَالَ لاَ أَسْتَطِيعُ قَالَ لاَ اسْتَطَعْتَ. مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ. قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ- আবু মুসলিম (যাকে বলা হয়) আবু ইয়াস সালামা ইবনু আমর ইবনু আকওয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে বাম হাতে খাবার খেতে লাগল। তিনি বললেন, ডান হাত দিয়ে খাও। সে বলল, আমি (ডান হাত দিয়ে খাবার খেতে) পারছিনা। তিনি বললেন, তুমি আর পারবেও না। এ আদেশ পালনে তাকে অহংকারই বাঁধা দিয়েছিল। তারপর সে আর কখনই তার হাত মুখের উঠাতে পারে নি'।[১৯]

অপর এক হাদীছে এসেছে, عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى اللهُ عليه وسلم مَثَلِى وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِى- জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার ও তোমাদের মধ্যেকার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ লোকের মত যে আগুন জ্বালানোর পর ফড়িং ও অন্যান্য পতঙ্গ তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর প্রাণীগুলিকে সে বাধা দিতে থাকে। আর তোমাদের কোমর ধরে আমিও তোমাদের বাঁধা দিচ্ছি আগুনে পতিত হওয়া থেকে। কিন্তু তোমরা আমার হাত থেকে ছুটে তাতে পতিত হচ্ছো'।[২০]

হাদীছে এসেছে, عَنْ عُمَرَ رضى الله عنه أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ إِنِّى أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ- ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকটে আসলেন, চুমু দিলেন আর বললেন, আমি জানি যে তুমি এক টুকরো পাথর মাত্র। তুমি কোন উপকারও করতে পার না; ক্ষতিও করতে পার না। আমি যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তোমায় চুমু দিতে না দেখতাম, তাহ'লে তোমাকে আমি চুমু দিতাম না'।[২১]

অতএব আসুন আমরা উপরোক্ত নির্দেশনাবলী পুংখনাপুংখ অনুসরণ করি এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে একজন আদর্শবান আল্লাহর বান্দা হওয়ার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

[লেখক : সভাপতি, দিনাজপুর সাংগঠনিক যেলা]

১৬. বুখারী হা/৭২৮৮; মুসলিম হা/১৩৩৭।
১৭. আবুদাউদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; সিলসিলা ছহীহা হা/৯৩৭; ইরওয়া হা/২৪৫৫।
১৮. বুখারী হা/৭২৮০।
১৯. মুসলিম হা/২০২১।
২০. মুসলিম হা/২২৮৫।
২১. বুখারী হা/১৫৯৭; মুসলিম হা/১২৭০।

Contents

নাস্তিক্যবাদের মূলসূত্র ও আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব

-ড. মুহাম্মাদ সাঈদুল ইসলাম

নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রে বলা হয়েছে ‘প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া রয়েছে’। নিউটনের গতিসূত্রগুলো আজ সর্বজন স্বীকৃত এবং সেগুলোর উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞান আজ বহুদূর এগিয়েছে। দুনিয়াতে একজন ব্যক্তি অন্য কাউকে হত্যা করলে তার সমান ও বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া হ’ল- ঐ হত্যাকারীকেও হত্যা করা। নিউটনের উপরোক্ত সূত্রমতে কোন ব্যক্তি যদি দশজনকে হত্যা করে তাহ’লে তার এ ক্রিয়ার সমান ও বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া হবে তাকেও (হত্যাকারীকে) দশবার হত্যা করা। কিন্তু এটা দুনিয়াতে সম্ভব নয়। এজন্য অনেক সুপণ্ডিত বিজ্ঞানী শেষবিচার দিবসের ব্যাপারে সুনিশ্চিত মতামত ব্যক্ত করেছেন, যেদিন এক মহাশক্তিধর সত্ত্বা তাঁর নিজস্ব আদালতে ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে সব মানুষের দুনিয়াতে সংগঠিত সকল ক্রিয়ার সমান ও বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া স্বরূপ শাস্তি ও পুরস্কার প্রদান করবেন। সেই মহাশক্তিধর সত্ত্বাই হ’লেন আল্লাহ তা‘আলা, যিনি হ’লেন এই বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। পাশ্চাত্যে এমনকি প্রাচ্যেও অনেক ব্যক্তি আছেন যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দিহান। এজন্য বিষয়টি যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং আলোচনার দাবীদার। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রশ্নের সাথে জড়িত নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর আলোচনা করা যরূরী :

১. নাস্তিক্যবাদের মূল সূত্র।
২. আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ আমাদের আদৌ প্রয়োজন কিনা?
৩. এ ব্যাপারে কোন ধরণের প্রমাণ প্রয়োজন?
৪. আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ব্যাপারে যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা।
৫. কুরআনের যুক্তিমালা।

এই পাঁচটা বিষয়ের উপর বিস্তারিত ব্যাখ্যার সুযোগ এখানে না থাকায় সংক্ষেপে এগুলোর উপর আলোচনা বিধৃত হ’ল-

১. নাস্তিক্যবাদের মূল সূত্র :

যারা নাস্তিক তাদের এমন কোন সর্বজনগ্রাহ্য যুক্তি-প্রমাণ নেই, যার ভিত্তিতে তারা কোন স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। ইউরোপে নাস্তিক্যবাদের উন্মেষ ঘটে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণার ফলশ্রুতি হিসাবে। খ্রীষ্টান ধর্ম এবং চার্চের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং বিরুদ্ধতা সৃষ্টির পিছনে প্রধান দু’টি কারণ নিহিত ছিল-

(ক) বিজ্ঞানের নব নব আবিস্কারকে চার্চ বরাবরই বিরোধিতা করে এসেছে। খ্রীষ্টান ধর্ম তার আসল অবয়ব থেকে দূরে সরে বিকৃত অবস্থাকে আঁকড়ে ধরেছিল, যার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে মধ্যযুগে। এজন্য মধ্যযুগ অন্ধকার যুগ হিসাবে চিত্রিত। চার্চ বা পোপের কড়া শাসনে জনগণ ছিল অতিষ্ঠ। এটা কালক্রমে তাদের মনে এক ধরণের বিপ্লবী মানসিকতার জন্ম দেয়। খ্রীষ্টান ধর্মের গোঁড়ামীর জিঞ্জির ভেঙ্গে মার্টিন লুথার এবং জন ক্যালভিনের নেতৃত্বে বেরিয়ে আসে নতুন ধর্মীয় উপদল- প্রটেষ্ট্যান্ট। একই সাথে সূত্রপাত হয় রেনেসাঁর। নিজের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হওয়ার ভয়ে চার্চ বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারকে স্বাগত জানায়নি, বরঞ্চ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধিতা করেছে। বিজ্ঞান যদি বলেছে পৃথিবী গোলাকার, চার্চ বলেছে- না, পৃথিবী সমতল। চার্চের এই ভূমিকা জনগণকে, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী মহলকে ক্ষেপিয়ে তোলে দারুণভাবে। শুরু হয় চরম বিরোধিতা। চার্চ যেহেতু আস্তিকতায় বিশ্বাসী, সেহেতু বুদ্ধিজীবী মহল পাল্টা জবাব স্বরূপ নাস্তিকতার ধোঁয়া তোলে। তারা ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা এবং বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধুমাত্র বস্তুনির্ভর জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্মেষ ঘটায়, যেখানে নাস্তিকতা এক বিশেষ কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ডারউইনের বিবর্তনবাদ (Evolutionism) ফ্রয়েডের যৌনবাদ, বেনথাম ও মিলের প্রেয়োবাদ (Hedonism), কার্ল মার্কসের সাম্যবাদ (Communism), ওগ্যস্ত কঁৎ এর প্রত্যক্ষবাদ (Positivism), কান্টের নৈতিক তত্ত্ব (Moral Theory), এবং Categorical Imprerative প্রভৃতি ঐ একই ধারা থেকে উৎসারিত।

(খ) খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং বিরুদ্ধতা সৃষ্টির দ্বিতীয় কারণ হ’ল খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের নৈতিক অবক্ষয়। এরা একদিকে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করত, অন্যদিকে যৌন কেলেঙ্কারী, দুষ্ট প্রকৃতির রাজাকে সমর্থন দান, ধনী-গরীবের অসমতা বিধানসহ নানা অপকর্মে লিপ্ত ছিল। যা মানুষের মনে ধর্ম সম্পর্কে এক ধরণের ঘৃণার জন্ম দেয়। সাধারণ জনগণের একটা সহজাত প্রবণতা হ’ল কোন আদর্শের দিকে না তাকিয়ে বরঞ্চ ঐ আদর্শের অনুসারী এবং প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করা। খ্রীষ্টান ধর্মের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটেছিল। পোপের নানান নেতিবাচক আচার-আচরণের কারণে মানুষের মনে খ্রীষ্টান ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি বিতৃষ্ণা দানা বেঁধে ওঠে, যেটা পরবর্তীতে নাস্তিকতাবাদের দ্বার উন্মোচন করে।

ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের বিভিন্ন অপকর্মের প্রতি অংগুলি নির্দেশপূর্বক পবিত্র কুরআনে বিশদ বিবরণ এসেছে। যেমন-

আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই বহু (ইহূদী-নাছারা) পণ্ডিত ও দরবেশ মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে এবং লোকদের আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিরত রাখে’ *(তওবা ৯/৩৪)*।

নাস্তিকতার বিকাশের পিছনে উপরোক্ত কারণদ্বয় ছাড়াও আর একটা মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিদ্যমান রয়েছে। পাশ্চাত্য সমাজে

একজন সৃষ্টিকর্তা ও পরকাল অস্বীকার করে নতুন এক মতবাদ গড়ে তোলা হয়েছে। সেটা হ'ল এই যে, যেহেতু সৃষ্টি জগতের কোন স্রষ্টাও নেই, পরকাল বলতেও কিছু নেই। অতএব জীবন থাকতে এ দুনিয়াকে প্রাণভরে উপভোগ করতে হবে। কারণ মৃত্যুর পরতো সবই শেষ হয়ে যাবে। অতএব, খাও, দাও আর জীবনকে উপভোগ কর (Eat, Drink and Be Merry)। আরো বলা হয় যে, এ দুনিয়ার জীবনটা একমাত্র বেঁচে থাকার সংগ্রাম (A struggle for existence)।

যারা ধূর্ত ও বুদ্ধিমান একমাত্র তাদেরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে (Survival for the fittest)। আর যে দুর্বল, হোক সে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ, তার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।

স্রষ্টা ও পরকাল স্বীকার করলেই প্রবৃত্তির মুখে লাগাম লাগাতে হবে। সেচ্ছাচারিতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধ করতে হবে, এবং অন্যায় ও অসাদুপায়ে জীবনটাকে উপভোগ করা যাবে না। উপরন্তু জীবনকে করতে হবে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল। আর তা করলে জীবনটাকে কানায় কানায় ভোগ করা যাবে না।

অতএব, আল্লাহ ও পরকালের অস্বিত্বকে অস্বীকার করার পিছনে এটাই ছিল মনস্তাত্ত্বিক কারণ।

২. আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ আমাদের আদৌ প্রয়োজন কিনা?

আল্লাহ মানুষকে বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন, যাতে করে স্রষ্টার অস্তিত্বের বিষয়টি চিন্তা ভাবনা করতে পারে। অহী পাঠিয়েছেন নবীদের মাধ্যমে, যাতে করে মহাসত্যকে উদ্‌ঘাটন করতে পারে। আবার ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন চাইলেই সে সঠিক পথে চলতে পারে, অথবা বাঁকা বা ভ্রান্ত পথকে বেঁছে নিতে পারে।

আল্লাহ বলেন, 'আমরা তাকে সুপথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে সে চাইলে কৃতজ্ঞ হবে কিংবা অকৃতজ্ঞ হবে' *(দাহর ৭৮/৩)*।

কাজেই আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রয়োজনীয়তার কয়েকটা কারণ-

(ক) আল্লাহ আছেন এটা ধ্রুব সত্য। কিন্তু আল্লাহ্র অস্তিত্বের বিষয়টি দুনিয়াতে অনেকের কাছেই কুয়াশাবৃত্ত, যেহেতু এটা অনেক চিন্তা ও গবেষণার বিষয়। কাজেই এই ধ্রুব সত্যকে কুয়াশা ভেদ করে নতুন ভাবে উন্মোচন (Recover) করার জন্য আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে।

(খ) আল্লাহপাক বিশ্বজাহান সৃষ্টি করেছেন, আর মানুষকে বানিয়েছেন সেরা জীব (আশরাফুল মাকলুকাত) হিসাবে। এসবের পিছনে নিহিত রয়েছে আল্লাহপাকের বিরাট এক উদ্দেশ্য। মানুষ হ'ল আল্লাহ্র গোলাম, আল্লাহ হ'লেন মানুষের প্রভূ; মানুষ হ'ল সৃষ্টি, আল্লাহ হলেন স্রষ্টা। শেষে সব মানুষকে তাদের স্রষ্টার কাছেই ফিরে যেতে হবে। এখন বান্দা হয়ে মানুষ যদি তার স্রষ্টা বা প্রভুকেই চিনতে না পারে, তাহ'লে তার জীবনের ষোল আনাই ব্যর্থ।

(গ) মনের মাঝে বদ্ধমূল সন্দেহ নির্মূল করার জন্য আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে। অনেকে আল্লাহ্র অস্তিত্বকে কোনরকম স্বীকার করলেও মনে মনে সংশয় লালন করে থাকে। আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ যদি তারা পেয়ে যায় তাহলে সকল সন্দেহ-সংশয় বিদূরিত হয়ে তথায় দৃঢ় বিশ্বাস পয়দা হয়।

(ঘ) আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস বা ঈমানকে সুদৃঢ় করার জন্য আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণের প্রয়োজন। যারা আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তাদের কাছে যদি আরো যুক্তি এবং প্রমাণ এসে হাযির হয়, তাহলে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস আরো মযবুত হয়ে ওঠে। আল্লাহ যে মৃতকে জীবিত করতে পারেন- এ দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয় হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ছিল। তবুও মৃতকে জীবিত করার ক্রিয়া তিনি স্বচক্ষে দেখতে চান। পূর্ণ বিশ্বাসে পরিণত করে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে চান তিনি। তাই তিনি আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ চারটি মৃত পাখিকে হযরত ইবরাহীমের (আঃ) চোখের সামনে পুনর্জীবিত করে দেখিয়ে দিলেন *(বাকারাহ ২/২৬০)*। ঈমান বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

'নিশ্চয়ই মুমিন তারাই, যখন তাদের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে *(আনফাল ৮/২)*।

তুমি বলে দাও (হে অবিশ্বাসীগণ!), তোমরা কুরআনে বিশ্বাস আনো বা না আনো (এটি নিশ্চিতভাবে সত্য)। যাদেরকে ইতিপূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে (আহলে কিতাবের সৎ আলেমগণ), যখন তাদের উপর এটি পাঠ করা হয়, তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। আর তারা বলে, মহাপবিত্র আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই কার্যকরী হয়। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়চিত্ততা আরও বৃদ্ধি পায় *(বনী ইসরাইল ১৭/১০৭-১০৯)*।

৩. আল্লাহ্র অস্তিত্বের ব্যাপারে কোন ধরণের প্রমাণ প্রয়োজন?

আমরা প্রত্যক্ষ যা দেখি, তাইতো শুধু অস্তিত্ব নয়, যেটা অনুভব করি সেটাও অস্তিত্ব। আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আমাদের দৃষ্টিপাতে একটা সমাপ্তি বিন্দু আছে। সুতরাং দৃষ্টির গোচরে যা আসছে তাই শুধু সত্য নয়, আমাদের দৃষ্টির অধিকারের বাইরেও অস্তিত্বের বিস্তার রয়েছে, যেটাকে আমরা মেনে নিই দৃষ্টিগত যুক্তির সাহায্যে। যেহেতু দৃষ্টি কতগুলো রং এবং রেখার চিহ্নিতকরণ করে, সুতরাং আমরা দৃষ্টির বাইরেও একই প্রকৃতির রং এবং রেখা যে থাকবে তা আমরা মেনে নিই। সবুজে আকীর্ণ বনভূমি শুধু আমার দৃষ্টির সীমায় যে আছে তা নয়, আমার দৃষ্টির বাইরেও তা আছে।

সুতরাং যাকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, তার কিছুটা দৃষ্টির গোচরে থাকে, কিছুটা অগোচরে। গোচরীভূত সত্ত্বার যুক্তির সাহায্যে আমরা অগোচরকেও মেনে নেই।

Contents

প্রাণীকূলের মাঝে মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক জীব হ'লেও মানুষের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিশাল আকারের তারকাকে আমরা ছোট জোনাকীর মত মিট মিট করতে দেখি। শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় বা নিরীক্ষণ নির্ভর জ্ঞান এজন্য অপূর্ণ। মানুষ যে ইমপারফেক্ট সত্ত্বা, তার প্রমাণ এখানেই। মানুষের জীবনে ক্ষয় আছে, উত্থান-পতন আছে, আছে মৃত্যু। কিন্তু এ বিশ্ব জাহানের যিনি স্রষ্টা, তিনি চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী ও সর্বজ্ঞানী। অতীত বর্তমান ভবিষ্যত সবই তিনি জানেন। কাজেই তিনি সব দিক দিয়েই পারফেক্ট সত্ত্বা (Perfect Being)। একজন ইমপারফেক্ট সত্ত্বা পারফেক্ট সত্ত্বাকে দেখতে পারে না-এটাই স্বাভাবিক। (A perfect Being cannot be seen by an imperfect being)। এখন কেউ যদি বলেন- আল্লাহ্কে না দেখানো পর্যন্ত তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করব না, তাহ'লে নিঃসন্দেহে এটা একটা অযৌক্তিক দাবী হবে। কোন কিছু প্রমাণের জন্য যুক্তি দাবী করলে তার দাবীটাও যৌক্তিক হওয়া প্রয়োজন। হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে, এমনকি শেষ নবী (ছাঃ)-এর কাছেও অনেকে এরূপ অযৌক্তিক দাবী পেশ করেছিল। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

'আহলে কিতাবরা তোমার কাছে আবেদন করছে যে, তুমি তাদের প্রতি আকাশ থেকে কোন কিতাব নাযিল করাও। বরং তারা মূসার কাছে এর চেয়েও বড় দাবী পেশ করেছিল। তারা বলেছিল যে, তুমি আল্লাহকে আমাদের সামনে প্রকাশ্যে দেখাও। তখন তাদের এই সীমালংঘনের কারণে প্রচণ্ড নিনাদ তাদের পাকড়াও করে। অতঃপর তারা গো-বৎস পূজা শুরু করে তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে যাওয়ার পরেও। অতঃপর আমরা তাদের মার্জনা করি। আর আমরা মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দান করি' *(নিসা ৪/১৫৩)*। আল্লাহ্ আরো বলেছেন, 'অতঃপর যখন মূসা আমাদের নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে গেল এবং তার প্রভু তার সাথে কথা বললেন (পর্দার অন্তরাল থেকে সরাসরি), তখন সে বলল, হে প্রভু! আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখব। তিনি বললেন, তুমি কখনোই আমাকে দেখতে পাবে না। বরং তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও। যদি সেটি তার স্থানে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পাবে। অতঃপর যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে তার জ্যোতির বিকীরণ ঘটালেন, তা তাকে বিধ্বস্ত করে দিল। আর মূসা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল। অতঃপর যখন মূসা জ্ঞান ফিরে পেল তখন বলল, মহাপবিত্র তুমি (হে প্রভু!)। আমি তওবা করছি এবং আমিই বিশ্বাস স্থাপনকারীদের প্রথম' *(আ'রাফ ৭/১৪৩)*।

কাজেই সরাসরি নিরীক্ষণের মাধ্যমে স্রষ্টাকে দেখা সম্ভব নয়। সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার অস্তিত্ব খুঁজতে হবে। স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণের নিরিখে অনেকে বিভিন্ন রকম যুক্তি পেশ করেছেন। উক্ত যুক্তিগুলো কারো মনোপুত না হ'লেই স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করাটা কখনো সমীচীন নয়।

আইন শাস্ত্রের একটি বিশ্বজনীন সূত্র হ'ল- 'কোন জিনিস প্রমাণের নিমিত্তে পেশকৃত যুক্তিগুলো গ্রহণযোগ্য না হওয়ার অর্থ এই নয় যে উক্ত জিনিসটা ভুল'। যেমন- বাতাসে গাছের পাতা নড়ে। এটা প্রমাণের জন্য কেউ অনেকগুলো যুক্তি (দলীল) পেশ করল, কিন্তু যুক্তিগুলো গ্রহণযোগ্য হ'ল না। এর অর্থ এই নয় যে, বাতাসে গাছের পাতা নড়ে না।

কিন্তু সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার পরও অনেকে একগুঁয়েমী, অহমিকা এবং ব্যক্তিস্বার্থের কারণে স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। কেউ যদি কোন সত্যকে গ্রহণ না করার ব্যাপারে প্রথমেই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে, তাহ'লে তাঁর সামনে হাযারো যুক্তি পেশ করলেও সে তা প্রত্যাখান করবে। এদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

(১) আমরা বহু জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য। যাদের হৃদয় আছে কিন্তু বুঝে না। চোখ আছে কিন্তু দেখে না। কান আছে কিন্তু শোনে না। ওরা হল চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চাইতে পথভ্রষ্ট। ওরা হ'ল উদাসীন' *(আ'রাফ ৭/১৭৯)*।

(২) 'ওরা বধির, বোবা, অন্ধ। ওরা ফিরে আসবে না' *(বাক্বারা ২/১৮)*।

(৩) 'অতঃপর যখন সে (মুহাম্মাদ) স্পষ্ট প্রমাণাদী নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল, 'এতো এক প্রকাশ্য যাদু' *(ছফ ৬১/৬)*।

৪. আল্লাহ্র অস্তিত্বের ব্যাপারে যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা :

'আল্লাহ্কে পাওয়ার পথ সৃষ্ট প্রাণীকূলের সমান'- এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের মুখে মুখে এই কথাটি প্রচলিত। এক কথায় তার অর্থ হচ্ছে- আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণের দলীল একটি দু'টি নয়, দশ বিশ একশ' নয়। তা তত, যত সংখ্যার প্রাণী এই দুনিয়াতে আছে। কথাটি যথেষ্ট বিস্ময়োদ্দীপক। বিশেষ করে যারা আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞানের গভীরতা অর্জন করতে পারেনি, যারা তাওহীদের নিগূঢ় তত্ত্ব আয়ত্ব করতে অক্ষম, তাদের ব্যাপারে উক্ত কথাটি কি করে সত্য হ'তে পারে? এই জগতের প্রতিটি অণুর মধ্যে যে ব্যবস্থা সদা কার্যকর, তাঁর প্রত্যেকটিই আল্লাহ্র অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ।

আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণের পক্ষে অগণিত যুক্তি-প্রমাণের মধ্যে কয়েকটি পেশ করা যরূরী। টমাস একুইনাস (১২২৫-১২৭৪) এ ধরণের ৫টি যুক্তি বা দলীল উপস্থাপন করেছেন-

(১) পরিবর্তন/গতিশীতলতার দলীল : দুনিয়ার সব বস্তুই পরিবর্তন হচ্ছে। বস্তু নিজেই নিজেকে পরিবর্তন করতে পারেনা। এক বস্তু অপর বস্তু বা সত্ত্বা দ্বারা পরিবর্তিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এভাবে বলা যায়- বস্তু অপরিবর্তিত হয় 'ই' দ্বারা, আবার 'ই' পরিবর্তিত হয় 'ঈ' দ্বারা। প্রক্রিয়াটি চলতে চলতে এমন এক পর্যায়ে এসে থেমে যাবে, যেখানে এমন এক সত্ত্বা আছেন বা প্রয়োজন, যিনি পরিবর্তনের সূচনাস্থল, কিন্তু তিনি নিজে পরিবর্তিত নন। এ পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় যদি কোন সূচনাকারী (Who is unmoved by something) না থাকতো তাহ'লে প্রক্রিয়া শুরু হ'ত না। এই সূচনাকারীই হ'লেন বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ।

এরিষ্টটল ও তাঁর অনুসারী প্রাচীন পদার্থপ্রকৃতি বিজ্ঞানবিদগণও একই ভাবে বস্তু ও গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিশীলতার জন্য একজন গতিদানকারীর অপরিহার্যতার দলীলের ভিত্তিতে আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণ করতেন। তাদের বক্তব্যের সারনির্যাস হচ্ছে, এই গতিশীল চলমান বিশ্বলোক ও আকাশমার্গীয় সত্ত্বাসমূহের জন্য এমন একজন গতিদানকারী অবশ্য প্রয়োজন, যিনি নিজে গতিশীলতা মুক্ত। ফর্মুলা হচ্ছে- 'প্রত্যেকটি গতিশীল বস্তুর জন্য একজন এমন গতিদানকারী প্রয়োজন, যে নিজে গতিশীল নয়'।

(২) কার্য-কারণের দলীল : দুনিয়ার সব ঘটনাই কার্য-কারণ সম্পর্কে সম্পর্কিত। প্রত্যেক কার্যেরই কারণ রয়েছে। এই প্রক্রিয়ারও এক সূচনাকারী আছেন, যিনি নিজে সব কিছুর কারণ, কিন্তু নিজে কার্য নন (He causes everything, but He Himself is uncaused)। আর তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্।

(৩) নির্ভরশীলতা/অস্তিত্বের দলীল : কোন বস্তু বা প্রাণীই নিজের অস্তিত্ব নিজে দিতে পারে না। বেঁচে থাকার জন্যও অন্যান্য অস্তিত্বশীল সত্ত্বার প্রয়োজন যিনি সব কিছুর অস্তিত্ব দেন, এবং সবকিছুই তাঁর উপর নির্ভরশীল, কিন্তু তিনি নিজে কারোর উপর নির্ভরশীল নন।

(৪) দুনিয়ার প্রত্যেক জিনিসের নিজস্ব যে গুণাগুণ থাকে তা অবশ্যই কোন অপেক্ষাকৃত বেশী গুণাগুণ সম্পন্ন জিনিস থেকে নিঃসৃত : কোন বস্তু যদি গরম হয় তাহ'লে বুঝতে হবে তার উৎসস্থল হ'ল আগুন বা আগুনের তৈরী কিছু। এমনিভাবে প্রত্যেক সৌন্দর্য ও গুণাগুণের আলাদা উৎস রয়েছে।

দুনিয়াটা সৌন্দর্যের অপরূপ সম্ভারে সমৃদ্ধ। চারিদিকের দিবস-যামীনির পরিক্রমা, নীল আকাশের বুকে চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-তারার অপূর্ব মেলা, পাহাড়ের মৌনতা, নদীর কুল কুল ধ্বনি, ফুল-ফলের হরেক রকম সুগন্ধ আর স্বাদে ভরপুর এক সীমাহীন সৌন্দর্যের অপরূপ কারুকার্য দিয়ে গড়া এই মোহনীয় বসুন্ধরা। এই সীমাহীন সৌন্দর্যের নিশ্চয়ই এক উৎস আছে, আর নিঃসন্দেহে তা হ'ল আল্লাহ রব্বুল আলামীন।

(৫) এই বিশাল সীমাহীন বিশ্বলোক এবং তার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ব্যবস্থা এক চরম মাত্রার বিস্ময়কর বিষয়। এ শৃংখলা নিয়ম বিশ্বলোকের প্রতিটি বস্তু ও অণুকে পর্যন্ত গ্রাস করে আছে। কোন কিছুই তার বাইরে নয়, তা থেকে মুক্ত নয়। সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপক নিয়ম শৃংখলা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর, যা বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহ্র সাথে পরিচিত করে দিচ্ছে। কেননা এ ধরণের সর্বব্যাপী ও চিরস্থায়ী নিয়ম শৃংখলা এক মহাপরিচালক বা সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ শক্তি সম্পন্ন সত্ত্বা ব্যতীত চিন্তা করা যায় না।

উইলিয়াম পেলি (১৭৮৩-১৮০৫) কতৃক প্রদত্ত আল্লাহ্র অস্তিত্ব সংক্রান্ত তত্বটাও খুব বিখ্যাত। তাঁর তত্ত্বের নাম 'ঘড়ি ও ঘড়ি নির্মাতা' (The watch and watch-maker)। তাঁর বর্ণনা হ'ল- কোন খালি জায়গায় যদি আমরা একটি পাথর দেখি এবং নিজেকে প্রশ্ন করি- পাথরটা কিভাবে এখানে এল। জবাবে হয়ত বলব, প্রাকৃতিক কারণে এমনিতেই পাথরটি এখানে এসেছে। কিন্তু একটা ঘড়ি দেখে যদি একই মন্তব্য করি যে- কোন প্রাকৃতিক কারণে অনেকগুলো যন্ত্রপাতি একত্রিত হয়ে হঠাৎ একটি ঘড়ির রূপ ধারণ করেছে, তাহ'লে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না। ধরুন! ঘড়ির তিনটি কাঁটা (হাত) আছে, চেইন আছে, যেটা স্টীলের তৈরী, কাঁটাগুলো পরিমাপ এবং অবস্থানের নির্দিষ্ট মাত্রা ও স্থান রয়েছে ভিতরের সব যন্ত্রপাতি সুন্দরভাবে সাজানো।

কাটাগুলো রক্ষার জন্য ঘড়ির উপরিভাগে পাত দেয়া, সেটা আবার কাঁচের তৈরী যাতে কাটাগুলো দেখা যায়। কোন কাঁটা কি গতিতে ঘুরবে তারও সুনির্দিষ্ট মাত্রা রয়েছে। এসব কিছু দেখে সকলে এক বাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য যে নিশ্চয়ই ঘড়ির একজন নির্মাতা আছেন। এক মিলিয়ন মানুষের মধ্যে একজনও এটা বলবে না যে, ঘড়িটা নির্মাতা ছাড়াই আপনা আপনি প্রাকৃতিক কারণে যন্ত্রপাতিগুলো দৈবক্রমে একত্রিত হয়ে সময় দেওয়ার জন্য হঠাৎ তৈরী হয়ে গেছে।

এবার আমরা মানুষ বা প্রাণীকূলের কোন একটির কথা চিন্তা করি। এগুলোতো ঘড়ির চেয়েও লক্ষ কোটি গুণ জটিল যন্ত্র। এগুলোরও যে নির্মাতা বা সৃষ্টিকর্তা আছেন- তার কোন সন্দেহ নেই। সর্বোপরি পৃথিবীর কথা আমরা চিন্তা করি। পৃথিবী গোলকের পুরুত্ব, সূর্য থেকে তার অবস্থান দূরত্ব, জীবন দায়িনী সূর্যতাপ ও আলো বিচ্ছুরণের মাত্রা, ভূপৃষ্ঠের ঘণত্ব (Thickness), পানীয় পরিমিতি, কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ, নাইট্রোজেনের ঘণত্ব- সবই সুনির্দিষ্ট পরিমাপ এবং পরিমান অনুসারে রয়েছে। পৃথিবীর এই সুন্দর ব্যবস্থাপনা নিঃসন্দেহে একজন নির্মাতার সুপরিকল্পিত সৃষ্টির ফলশ্রুতি।

৫. কুরআনের কিছু যুক্তিমালা :

কুরআন আল্লাহ্র অস্তিত্ব এবং তাঁর একত্ববাদের (তাওহীদ) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন রকম যুক্তি প্রমাণ ব্যতিরেকেই কুরআন মানুষকে আল্লাহ্র অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য করেনি। আল্লাহ্র অস্তিত্বের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ভুরি ভুরি যুক্তি এবং প্রমাণ। এজন্য পবিত্র কুরআনকে আমরা প্রমাণের বই (The book of proof) বলতে পারি। আল্লাহ্র অস্তিত্বের ব্যাপারে কুরআনের অসংখ্য যুক্তিমালার মধ্যে কয়েকটা নিম্নে বর্ণিত হ'ল-

(১) 'তারা কি কোন কিছুই ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে, নাকি তারা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টিকারী' *(তূর ৫২/৩৫)*।

মানব সৃষ্টির ব্যাপারে কতকগুলো বিকল্প প্রশ্ন আল্লাহ্পাক এখানে উপস্থাপন করেছেন- (এক) তারা সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই আপনা আপনি সৃষ্টি হয়েছে। অথবা (দুই) তারা নিজেরা নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে। অথবা (তিন) আল্লাহ এদেরকে

সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আপনা আপনি মানুষ সৃষ্টি হ'তে পারে না; কোন জিনিসের পক্ষে নিজেকে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়; অতএব, আল্লাহ্ই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ্পাক আরো বলেন 'নাকি তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয়' *(তূর ৫২/৩৬)*। নাকি আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের কোন উপাস্য আছে? অথচ তারা যাদের শরীক করে, আল্লাহ্ সেসব থেকে পবিত্র' *(তূর ৫২/৪৩)*।

(২) 'আমরা সবকিছু সৃষ্টি করেছি পরিমাপ মোতাবেক' *(ক্বামার ৫৪/৪৯)*।

'তিনি স্তরে স্তরে সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন। দয়াময়ের সৃষ্টিতে কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? আবার দৃষ্টি ফিরাও। কোন ফাটল দেখতে পাও কি?' 'অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও। তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে'। 'আমরা নিকটবর্তী (দুনিয়ার) আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি এবং ওগুলির স্ফুলিঙ্গসমূহ শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপ করি। আর শয়তানদের জন্য আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি চূড়ান্ত দাহিকাশক্তিসম্পন্ন আগুনের শাস্তি' *(মুলক /৩-৫)*।

এই নিখিল জাহানের সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলা বিন্যাস দেখলেই বুঝা যায় এটা আপনা-আপনি সৃষ্টি ও পরিচালিত হওয়া সম্ভব নয়। দুনিয়ার সব কিছুই পরিমিত রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। পৃথিবীর নিজ কেন্দ্র থেকে প্রতি ২৪ ঘন্টায় একবার আবর্তিত হয়। এই আবর্তনে তার গতি হচ্ছে ঘন্টায় এক হাজার মাইল। এই গতিমাত্রা যদি কমে গিয়ে ঘন্টায় এক মাইল হয়ে যেতো বা যায়, তাহ'লে রাত ও দিনের দৈর্ঘ্য বর্তমান অপেক্ষা বৃদ্ধি পেত। আর তাহ'লে গ্রীষ্মকালীন সূর্যতাপ দিনে দৈর্ঘ্যকালে সমস্ত উদ্ভিদ জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিত। আর রাত্রীর দৈর্ঘ্যকালে শৈত্য ছোট ছোট গাছপালা ও গুল্মলতাকে বরফাচ্ছাদিত করে মেরে ফেলত।

পৃথিবীতে বর্তমানে যে সূর্যতাপ পৌঁছায়, তা যদি বর্তমানের অপেক্ষা অর্ধেক কমে যেত, তাহ'লে শীতের তীব্রতায় পৃথিবীর সব জীব জন্তু ধ্বংস হয়ে যেত। পক্ষান্তরে তার পরিমাণ যদি কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেত, তাহ'লে সমস্ত উদ্ভিদ মরে যেত, জীবনের শুক্রকীট ধ্বংস হয়ে যেত। ফলে কোন জীবের উন্মেষ বা জন্মলাভ সম্ভব হ'ত না।

পৃথিবী ও চাঁদের দুরত্ব যদি ৫০ হাযার মাইল কম হয়ে যেত, তাহ'লে দুনিয়ার নদী-সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা এত প্রবলভাবে ছুটতো যে পানির নিকটবর্তী পৃথিবীর এলাকাসমূহ প্রতিদিনে দুবার করে প্রবল জলস্রোতে ডুবে যেত। তার স্রোত ও গতিবেগ এত সাংঘাতিক হ'ত যে পাহাড়গুলিকেও উপচিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেত।

মহাজাগতিক আলোকোচ্ছটার যাতায়াতের জন্য যরূরী পরিমাণ বায়ুস্তর পৃথিবীকে গ্রাস করে রয়েছে। তাতে এমন সব রাসায়নিক উপাদান-উপকরণ রয়েছে তা কৃষিকার্যের জন্য একান্তই যরূরী। তা জীবাণু ধ্বংস করে এবং ভিটামিন উৎপাদন করে; কিন্তু তাতে মানুষের কোন ক্ষতি হয়না। পৃথিবী থেকে যুগ যুগ ধরে যে গ্যাস উদ্গীরণ ঘটে তার বিরাট অংশই বিষাক্ত। কিন্তু বায়ু তাঁর সাথে সংমিশ্রিত হয়ে দোষমুক্ত হয়না। মানুষের অস্তিত্বের জন্য যে ভারসম্যপূর্ণ অনুপাত প্রয়োজন তাতেও কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না।

আমরা যে বাতাস শ্বাসের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে টেনে নিই, তা বিভিন্ন গ্যাসে ভরপুর থাকে। তাতে নাইট্রোজেন থাকে ৭৮ ভাগ, আর অক্সিজেন থাকে ১২ ভাগ, বাকী অন্যান্য গ্যাস। এখানে অক্সিজেন যদি ৫% হয়ে যায় তাহ'লে জগতে জ্বলনযোগ্য সমস্ত উপকরণ এমন মাত্রায় জ্বলে উঠবে যে, বিদ্যুতের প্রথম স্ফুলিঙ্গ একটি গাছে লাগলে গোটা বন জ্বলে উঠবে।

কেউ যদি গভীর মনোযোগ সহকারে এবং স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমুদ্র সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে, তাহ'লে তার মন সাক্ষ্য দিবে যে, পৃথিবীর উপর আন্ত-বারিরাশির সমাবেশ এমন সৃষ্টিনৈপূণ্য যা কখনো হঠাৎ কোন দূর্ঘটনার ফল নয়। অতঃপর এত অসংখ্য হিকমত তার সাথে সংশ্লিষ্ট যে, এত সুষ্ঠু সুন্দর বিজ্ঞতাপূর্ণ ও সামঞ্জস্য ব্যবস্থাপনা কোন সৃষ্টিকর্তার নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত হঠাৎ আপনা-আপনি হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়। সমুদ্র গর্ভে অসংখ্য অগণিত প্রাণী সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের আকৃতি ও গঠনপ্রণালী বিভিন্ন প্রকারের। যেরূপ গভীরতায় যার বাসস্থান নির্ণয় করা হয়েছে, তাঁর ঠিক উপযোগী করেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সমুদ্রের পানি করা হয়েছে লবণাক্ত। তার কারণে প্রতিদিন তার গর্ভে অসংখ্য জীবের মৃত্যু ঘটলেও তাদের মৃতদেহ পঁচে-গলে সমুদ্রের পানি দূষিত হয়না। বারিরাশির বৃদ্ধি ও হ্রাস এমনভাবে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করে রাখা হয়েছে যে, তা কখনো সমুদ্রের তলদেশে ভূগর্ভে প্রবেশ করে নিঃশেষ হয়ে যায় না। অথবা, প্রবল আকারে উচ্ছসিত হয়ে সমগ্র স্থলভাগ প্লাবিত করেনা। কোটি কোটি বছর যাবৎ নির্ধারিত সীমার মধ্যেই তাঁর হ্রাস বৃদ্ধি সীমিত রয়েছে। এ হ্রাস বৃদ্ধি সৃষ্টিকর্তারই নির্দেশে হয়ে থাকে।

সূর্যের উত্তাপে সমুদ্রের বারিরাশি থেকে বাষ্প সৃষ্টি হয়ে উর্ধ্বে উত্থিত হয়। তা থেকে মেঘের সৃষ্টি হয়। মেঘমালা বায়ু চালিত হয়ে স্থলভাগের বিভিন্ন অঞ্চল বারিশিক্ত করে। বারি বর্ষণের ফলে শুধু মানুষ কেন, স্থলচর জীবের জীবন ধারণের যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপন্ন হয়। লবণাক্ততা জীবকুলের জন্য ক্ষতিকর, এজন্য মহান স্রষ্টা সমুদ্রের লবণাক্ত বারিরাশী থেকে বাষ্প সৃষ্টির সময় লবণ উঠান না। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন। অতঃপর তার মাধ্যমে যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে ঐ লোকদের জন্য যারা মন দিয়ে কথা শোনে' *(নাহল ১৬/৬৫)*।

সমুদ্রগর্ভ থেকেও মানুষ তার প্রচুর খাদ্য সামগ্রী আহরণ করে। সংগ্রহ করে অমূল্য মনি মুক্তা, প্রবাল, হীরা-জহরত।

Contents

তার বুক চিরে দেশ থেকে দেশান্তরে জাহাজ চলাচল করে। অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। স্থান থেকে স্থানান্তরে মানুষের গমনাগমন হয়। এই গভীর নিবিড় মঙ্গলময় সম্পর্ক এক সুনিপুণ হস্তের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই একমাত্র সম্ভব। হঠাৎ ঘটনাচক্র দ্বারা পরিচালিত কোন ব্যবস্থাপনা এটা কিছুতেই নয়।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি নৈপুণ্যের নিদর্শন-সুউচ্চ আকাশের কথা উল্লেখ করেছেন। বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগেও বিজ্ঞানীরা আকাশ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হননি। আকাশের বিস্তৃতি কত বিরাট ও বিশাল এবং তাঁর আরম্ভ ও শেষ কোথায়, এখনো তা তাদের জ্ঞান বহির্ভূত।

মাথার উপরে যে অনন্ত শূন্য মার্গ দেখা যায়, যার মধ্যে কোটি কোটি মাইল ব্যবধানে অবস্থিত চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্ররাজি বিচরণ করছে, সেই অনন্ত শুন্য মার্গই কি আকাশ, না তার শেষ সীমায় আকাশের শুরু, তা সঠিকভাবে বলা শক্ত। যে আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাযার মাইল, সেই গতিতে চলা শুরু করে এখনো অনেক তারকার আলো পৃথিবীর বুকে এসে পৌঁছায়নি। এ তারকাগুলো যেখানে অবস্থিত পৃথিবী হ'তে তার দূরত্ব এখনো পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি।

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَمَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ

বিজ্ঞানীদের কাছে আকাশ এক মহাবিস্ময় সন্দেহ নেই। তাদের মতে, সমগ্র আকাশের একাংশ যাকে Galaxy (ছায়াপথ) বলে, তারই একাংশে আমাদের এ সৌরজগৎ। এই একটি Galaxy এর মধ্যেই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি বিদ্যমান। বিজ্ঞানীদের সর্বশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অন্তত দশলক্ষ Galaxy -এর অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। এসব অগণিত ছায়াপথের (Galaxy) মধ্যে যেটি আমাদের অতি নিকটবর্তী, তার আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে দশ লক্ষ বছর সময় লাগে। অথচ, আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাযার মাইল।

সমগ্র উর্ধ্বজগতের যে সামান্যতম অংশের জ্ঞান এ যাবৎ বিজ্ঞান আমাদেরকে দিয়েছে, তারই আয়তন এত বিরাট ও বিশাল। এসবের যিনি সৃষ্টিকর্তা, তাঁর কুদরত ও জ্ঞানশক্তি কত বিরাট, তা আমাদের কল্পনার অতীত। এসব নিয়ে চিন্তা করলে ঠিকই আমাদের দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে আমাদের দিকেই ফিরে আসবে।

আল্লাহপাক বলেন, 'নিশ্চয়ই (১) নভোমণ্ড ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিতে, (২) রাত্রি ও দিবসের আগমন-নির্গমনে এবং (৩) নৌযানসমূহে যা সাগরে চলাচল করে, যদ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং (৪) বৃষ্টির মধ্যে, যা আল্লাহ আকাশ থেকে বর্ষণ করেন। অতঃপর তার মাধ্যমে মৃত যমীনকে পুনর্জীবিত করেন ও সেখানে সকল প্রকার জীবজন্তুর বিস্তার ঘটান এবং (৫) বায়ু প্রবাহের উত্থান-পতনে এবং (৬) আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে অনুগত মেঘমালার মধ্যে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ মওজূদ রয়েছে *(বাক্বারা ২/১৬৪)*।

(৩) 'ক্বিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন'। 'আমরাই তোমাদের সৃষ্টি করেছি। অথচ কেন তা তোমরা সত্য বলে বিশ্বাস করছ না'? 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে'? ওটা কি তোমরা সৃষ্টি কর না আমরা সৃষ্টি করি? *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৫৬-৫৯)*।

আল্লাহ আরো বলেছেন, তোমরা যে শস্যবীজ বপন কর, সে বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা কি ওটাকে উৎপন্ন কর, না আমরা উৎপন্ন করে থাকি? (*ঐ, ৬৩-৬৫*)।

তিনি আরো বলেছেন, তোমরা কি পানি পান কর, সে বিষয়ে চিন্তা করেছ কি? তোমরা কি ওটা মেঘ হতে বর্ষণ কর, না আমার বর্ষণ করি? যদি আমরা চাইতাম, তাহ'লে ওটাকে তীব্র লবণাক্ত বানাতে পারতাম। অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর না? তোমরা যে আগুন জ্বালাও সে বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা কি এর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছ, না আমরা সৃষ্টি করেছি? *(ঐ, ৬৮-৭২)*।

উপরোক্ত আয়াত সমূহের তিনটি পর্যায় উপস্থিত করা হয়েছে- **১.** মানবীয় কোষ সংযোজন, সংগঠন এবং তার বিস্ময়কর সৃষ্টি। **২.** উদ্ভিদকুলের ক্রমবৃদ্ধি (Growth) এবং বিপদ-আপদ থেকে তাকে রক্ষা করা। **৩.** বৃষ্টিবর্ষণ এবং তাকে নোংরা ময়লাযুক্ত হওয়া, দুর্গন্ধময় হওয়া ও লবণাক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করা। এ সবই আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণের জলন্ত স্বাক্ষী। এসব প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ রূপায়ণে মানুষের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। যেমন সন্তান উৎপাদনে পুরুষ-নারীর যৌন সঙ্গম দ্বারা বীজ বপন পর্যায়ের কাজ মানুষই করে। কিন্তু এই অংশগ্রহণ আংশিক ও বাহ্যিক। শুধু এই আংশিক অংশগ্রহণ দ্বারাই উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয়না। এর প্রতিটি ক্ষেত্রে মহাশক্তিমান সত্ত্বার নিরংকুশ সৃষ্টি ক্ষমতার প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনা ও কর্মসাধন কার্যকর না হ'লে না মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব, না বৃক্ষাদি ও পানির অস্তিত্ব।

অধিকতর বিশ্লেষণ পর্যায়ে বলা যায়- 'তোমরা কি চিন্তা ভাবনা করেছ, তোমরা যে শুক্রকীট নিক্ষেপ কর, তা থেকে তোমরা সন্তান সৃষ্টি কর, না তার সৃষ্টিকর্তা আমরা'? এ আয়াতে মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে, এর সূচনা হয় শুক্রকীট থেকে। এই শুক্রকীট মানুষ নিজে তৈরী করে না।

মানব দেহে আল্লাহ্র বিশেষ ব্যবস্থাপনায় স্বতস্ফূর্তভাবেই তৈরী হয়। অতঃপর মানুষের কাজ হচ্ছে যথাস্থানে নিক্ষেপণ। এটা তো শুধু স্থানান্তর করণ পর্যায়ের কাজ। অতঃপর সন্তান উৎপাদনের ব্যাপারে মানুষের কিছুই করার থাকে না। পরবর্তী সব কাজই একমাত্র আল্লাহ্র। সৃষ্টিকর্তা ছাড়া সন্তান উৎপাদন- তথা মানুষ সৃষ্টি অকল্পনীয়। সৃষ্টিকর্তাই মানব দেহে শুক্রকীট সৃষ্টি করেন, তাকে মায়ের গর্ভাধারে নিক্ষেপণের ব্যবস্থা করেন, ও তথায় স্থিত করেন, সংরক্ষণ ও লালন করেন। এভাবেই নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর সন্তান লাভ সম্ভব হয়ে থাকে।

(৫) 'আল্লাহ তিনি, যিনি ঊর্ধ্বদেশে স্তম্ভ ছাড়াই আকাশ মণ্ডলীকে স্থাপন করেছেন যা তোমরা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নীত হন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগামী করেন। প্রতিটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সন্তরণ করবে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি নিদর্শন সমূহ ব্যাখ্যা করেন যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী হ'তে পার' *(রা'দ ১৩/২)*।

(৬) 'তিনিই পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পাহাড়-পর্বত ও নদী-নালা স্থাপন করেছেন। তিনি প্রত্যেক ফলকে ছোট-বড় (টক-মিষ্টি ইত্যাদি) দু'প্রকারের সৃষ্টি করেছেন। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন। এ সবের মধ্যে নিদর্শন সমূহ রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য' *(রা'দ ১৩/৩)*।

(৭) আর পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পরে সংলগ্ন ভূখণ্ডসমূহ এবং রয়েছে আঙ্গুরের বাগিচা সমূহ, রয়েছে শস্যক্ষেত ও খেজুর বাগান। যার কিছু পরস্পরে যুক্ত মূল বিশিষ্ট এবং কিছু পৃথক একক মূল বিশিষ্ট, যা একই পানিতে সিঞ্চিত হয়। আর সেগুলিকে আমরা স্বাদে একটি অপরটির উপর উৎকৃষ্ট করেছি। নিশ্চয়ই জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য এসবের মধ্যে নিদর্শন সমূহ রয়েছে *(রা'দ ১৩/৪)*।

(৮) আর তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে প্রত্যাদেশ করলেন যে, তুমি তোমার গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, গাছে ও যেখানে মানুষ বসবাস করে সেখানে। অতঃপর তুমি সর্বপ্রকার ফল-মূল হতে ভক্ষণ কর? অতঃপর তোমার প্রভুর পথ সমূহে (অর্থাৎ গাছে, পাহাড়ে প্রভৃতিতে) প্রবেশ কর বিনীত ভাবে। তার পেট থেকে নির্গত হয় নানা রংয়ের পানীয়। যার মধ্যে মানুষের জন্য আরোগ্য নিহিত রয়েছে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য *(নাহল ১৬/৬৮-৬৯)*।

(৯) 'তিনিই সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন। একটি মিষ্ট সুপেয়, অপরটি লবণাক্ত বিস্বাদ এবং দু'টির মাঝখানে রেখেছেন পর্দা দুর্ভেদ্য অন্তরায়'। 'তিনিই মানুষকে পানি হ'তে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বিবাহগত সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন। আর তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান' *(ফুরক্বান ২৫/৫৩-৫৪)*।

এভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্র অস্তিত্ব, একত্ববাদ এবং ক্ষমতা সম্পর্কে ভুরি ভুরি অকাট্য যুক্তি পেশ করা হয়েছে। একজন সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে নাস্তিক হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। হযরত আলী (রাঃ)-এর একটি বিশ্লেষণের নির্যাস এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। মহান আল্লাহ্র বিরাট শক্তি এবং তাঁর বিপুল নে'মত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলেই নির্ভুল পথের সন্ধান পাওয়া যাবে, জাহান্নামের ভয় মনে জাগ্রত হবে। আল্লাহ্র ক্ষুদ্রতম সৃষ্টিগুলোকেও যদি লক্ষ্য করা যায়, দেখা যাবে তিনি তাকে কত দৃঢ়তা দিয়েছেন, তাঁর গঠনটাকে কত নিপুণ করেছেন, তাকে শ্রবণ শক্তিও দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন, তাঁর অস্থি ও চামড়া কত ভারসাম্য করেছেন। তোমরা ক্ষুদ্র পিঁপড়াই দেখনা কেন! তার অবয়ব কত ক্ষুদ্র। আকার আকৃতিতে কি মসৃণতা ও সুক্ষ্মতা। চোখের পলকেও তা ধরতে পারা যায়না। তা কিভাবে যমীনের উপর চলে এবং খাদ্যের সন্ধান ও সংগ্রহ করে তা চিন্তা করেও কূল পাওয়া যায় না।

খাদ্যকণা টেনে নিয়ে গিয়ে তার গর্তের মধ্যে জমা করে, গ্রীষ্মকালে শীতকালের জন্য সঞ্চয় করে রাখে। তাদের এই সঞ্চিত পরিমান খাদ্য সারা শীত মওসুমের জন্য যথেষ্ট হয়। এভাবে মহান দয়াময় তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেন, যখন যেখানেই ওরা অবস্থান করুক না কেন। পিঁপড়ার খাদ্য তাঁর পেটের গর্তের কোণায় কি করে স্থান গ্রহণ করে, তার মাথায় চোখ ও কান কি করে স্থান পেয়েছে, তা যদি চিন্তা করা যায় তাহ'লে বলতেই হবে, এ এক বিস্ময়কর সৃষ্টি! তার দেহ সংগঠন চিন্তা করেও কোন সীমায় পৌঁছা যাবে না। এরূপ একটি প্রাণীকে যে মহান স্রষ্টা তাঁর অতুলনীয় কৌশলে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর প্রশংসায় এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিনয়ে মস্তক আপনা আপনিই নত হয়ে আসে।

ঋণ স্বীকার :

1. Sayed Abdul Hai, Muslim Philosophy (Islamic Foundation, Dhaka, Bangladesh, 1982)

2. Louis Pojaman (ed.), Introduction to Philosophy: Classical and Contemporary Readings (Belmont, 1991)

৩. আব্বাস আলী খান, মৃত্যু যবানিকার ওপারে (কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ, জা.ই.বা, ঢাকা, ১৯৯৭)

৪. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, আল কুরআনের আলোকে শিরক ও তাওহীদ (খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭)

৫. সৈয়দ আলী আহসান, আল্লাহ্র অস্তিত্ব (বাড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৭)

৬. পবিত্র কুরআন- বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর (খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা, ১৯৪৩ হিজরী)

৭. Abdur Rashid Moten, Political Science in Islamic Perspective (ST. Martins Press, Inc, London, 1996)।

লেখক : জুরং ওয়েস্ট, সিঙ্গাপুর থেকে।

Contents

বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের আলোকে মুক্তিযুদ্ধ

- আব্দুল্লাহ মাহমুদ

বইয়ের নাম : মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম।
সংকলক : পিনাকী ভট্টাচার্য।
প্রকাশক : গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স।
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৪৪, মূল্য: ২৫০/-।

লেখক পরিচিতি :

'৯০-এর ছাত্র-গণঅভ্যুত্থানের মাঠ থেকে উঠে আসা যে কয়জন রাজনৈতিক কর্মী সমসাময়িক বাংলাদেশে আলোচিত লেখক হয়েছেন, পিনাকী ভট্টাচার্য তাদের একজন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে দিশা খুঁজে ফেরা পিনাকীর রয়েছে বিচিত্র সব রাজনৈতিক চিন্তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার অভিজ্ঞতা। লেখালেখির বিষয় বহুবর্ণ ও বিচিত্র। দর্শন, ইতিহাস আর রাজনীতি পিনাকীর লেখালেখির প্রিয় বিষয়। সফল কর্পোরেট চিফ এক্সিকিউটিভ থেকে এখন লেখালেখি ছাড়াও নিজের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাজে সময় দেন। 'একাদেমিয়া' নামের একটি নিয়মিত পাঠচক্রের সভাপতি।

বাংলাদেশে ফেইসবুকের লেখালেখির জগতে পিনাকী ভট্টাচার্য ইতিমধ্যেই নিজের অবস্থান তৈরী করে নিয়েছেন। প্রশ্ন তুলতে ভালোবাসেন তিনি। নানা বিষয়ে বিস্ফোরক প্রশ্ন তুলে অনেক প্রচলিত বয়ানকে নড়বড়ে করে দেয়ার মতো দক্ষতা আছে পিনাকীর।

গ্রন্থ পর্যালোচনা :

আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতিকে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সুশোভিত করেছেন যা অন্যদের মাঝে নেই; তা হল স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বা স্বাধীনতা। অন্যান্য মাখলুকাতের জন্য আল্লাহ্ নির্ধারণ করে দিয়েছেন নির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা, যা তাদের জন্য দুর্লঙ্ঘনীয়। কিন্তু মানুষকে করেছেন স্বাধীনচেতা। তারা পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ থাকতে চায়না।

তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের মানুষকে নানামুখী পন্থায় পরাধীনতার শিকলে বেঁধে রাখার নীলনকশা আঁকে। বাঙালি জাতি তাদের নীলনকশা আঁচ করতে পেরে দীর্ঘ নয় মাস জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করে পরাধীনতার শিকলকে ছিন্নভিন্ন করে বাংলা আকাশে স্বাধীনতার বর্ণিল সূর্য উদিত করে।

কোন জাতিকে বাধাগ্রস্ত করতে কিংবা তাদের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে করার অন্যতম এক জোরালো মাধ্যম হ'ল তাদেরকে তথ্যসন্ত্রাসের জালে জড়িয়ে তাদের মনোবলকে দমিয়ে রাখা।

ইসলামের ঊষালগ্ন থেকে ইসলামের গলা চিপে রাখার পরিকল্পনায় একদল লোক ইসলামকে তথ্যসন্ত্রাসের শিকার বানায়। ওহুদ যুদ্ধে মুশরিক বাহিনী নবী (ছাঃ) মারা গেছেন' এই মিথ্যা তথ্যের মাধ্যমে মুসলিমদের মনোবল গুড়িয়ে দিয়ে মুসলিম বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে চেয়েছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসকে ঘিরেও ইসলাম তথ্য সন্ত্রাসের শিকার। মিথ্যা যে পাটাতনের উপর স্বাধীনতার বর্তমান ইতিহাস রচনা করা হয়েছে, তার প্রধান কথা হ'ল যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে সেকুলারিজমের উপর ভিত্তি করে এবং তৎকালীন আলেমসমাজ ছিল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী পক্ষ। স্বাধীনতা ও ইসলামকে তারা পরস্পর বিরোধীভাবে দাঁড় করিয়েছে, যেন একটা থাকলে অন্যটা থাকবে না।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট কলামিস্ট পিনাকী ভট্টাচার্য হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয়েও এই মিথ্যা পাটাতনকে গুড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন তাঁর সুলিখিত 'মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম' বইয়ে। বিভিন্ন উৎসের আলোকে তিনি প্রমাণ করেছেন ইসলাম ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী ছিলনা। বরং স্বাধীনতার প্রতিটি পরতে পরতে ইসলামের পরশ লেগে আছে। পিনাকী ভট্টাচার্য গোটা বইটিকে ১৬টি অনুচ্ছেদে ভাগ করেছেন।

১ম অনুচ্ছেদ 'আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারণী রাজনৈতিক দলিলে ইসলাম'-এ পিনাকী প্রমাণ করেছেন, মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিক নেতৃত্বে থাকা আওয়ামী লীগ তার জন্মলগ্ন থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগ পর্যন্ত একটি ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল ছিল। ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করার পর তাদের সংবিধান কমিটি (ড. কামাল হোসেন যার চেয়ারম্যান ছিলেন) কর্তৃক প্রণীত খসড়া সংবিধানের প্রস্তাবনায় তদানীন্তন 'পাকিস্তানের মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে কুরআন সুন্নাহর আলোকে গড়ে তোলার' কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছিল।

২য় অনুচ্ছেদ 'মুক্তিযুদ্ধ নির্মাণের বয়ান-বক্তৃতায় ইসলাম'-এ পিনাকী বলেন, ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'ইনশাআল্লাহ' শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন। তাছাড়া ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি যে বেতার ভাষণ দিয়ে বিজয় ঘোষণা করেন সেখানে তিনি তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন এই বলে, 'আমি মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ সব দেশবাসীকে আল্লাহর প্রতি শোকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য ও একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠনে আল্লাহর সাহায্য ও নির্দেশ কামনা করার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি'।

৩য় অনুচ্ছেদে তিনি লেখেন, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুক্তিকামী মানুষের পাকিস্তান বিরোধী বহ্নিশিখা যাতে ঝিমিয়ে না যায় এবং সর্বপ্রকারের লোক যেন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সে জন্য তাদেরকে উদ্দীপ্ত করতে স্বাধীন বেতার কেন্দ্র সবচেয়ে বড় ভূমিকা করে। এই বেতার কেন্দ্র মানুষদের উজ্জীবিত করতে ইসলামের বজ্রবাণী প্রচার করত। শোনাত মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে আল্লাহ তার জন্য কী মহান পুরস্কার রেখেছেন। সে বেতারের প্রথম অধিবেশন শুরু করা হয় পবিত্র কুর'আন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। কবি আব্দুস সালাম প্রথম অধিবেশনে মুক্তিযুদ্ধের যে প্রথম বেতার ঘোষণা দেন তা তিনি শুরু করেন, 'নাহমাদুহু ওয়ানুছাল্লীয়ালা রাছূলিহীন কারীম' ও 'আসসালামু আলাইকুম' দিয়ে। তারপর তিনি বলেন, 'স্বাধীনতাহীন জীবনকে ইসলাম ধিক্কার দিয়েছে।...যে জানমাল কোরবানী দিচ্ছি, কোরআনে কারীমের ঘোষণা- 'তারা মৃত নহে, অমর'।... আল্লাহর ফযল করমে বীর বাংলার বীর সন্তানেরা শৃগাল-কুকুরের মত মরতে জানে না। মরলে শহীদ, বাঁচলে গাযী।....'নাছরুম মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন কারীব'। আল্লাহর সাহায্য ও জয় নিকটবর্তী।

এছাড়া প্রত্যেকটি অধিবেশনে কুর'আন তেলাওয়াতসহ কুর'আন ও হাদীছের বাণী প্রচার করা হত এবং ইসলামী বিধানের মাধ্যমে প্রমাণ করা হত পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী যালিমের ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব ইসলামের বিধানানুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয।

৪র্থ অনুচ্ছেদে দেখানো হয়েছে যে, ১৪ এপ্রিল দেশের জনগণের উদ্দেশ্যে অস্থায়ী সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশনাবলী প্রচারিত হয়। তা শুরু করা হয় 'আল্লাহু আকবর' ও শেষ করা হয় 'আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় নিকটবর্তী' বলে। তাতে আরও বলা হয় 'বাঙালির অপরাধ আল্লাহর সৃষ্ট পৃথিবীতে, আল্লাহর নির্দেশ মতো সম্মানের সাথে শান্তিতে সুখে বাস করতে চেয়েছে। বাঙালির অপরাধ মহান স্রষ্টার নির্দেশমতো অন্যায়, অবিচার, শোষণ থেকে মুক্তি কামনা।...আমাদের সহায় পরম করুণাময় সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্য।..মসজিদের মিনারে আযান প্রদানকারী মুয়াজ্জিন, মসজিদে-গৃহে ছালাতরত মুছল্লী ও দরগাহ-মাযারে আশ্রয়প্রার্থীরাও হানাদারদের গুলি থেকে বাঁচেনি।.. সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস রেখে ন্যায়ের সংগ্রামে অবিচল থাকুন'।

৫ম অনুচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন - 'মুক্তিযুদ্ধ বিরোধিতাকারীদের বুঝাতে ইসলামের প্রতীক ও চিহ্নের বিকৃত উপস্থাপন'। এতে লেখক প্রমাণ করেছেন মুক্তিযুদ্ধের সময় ধৃত রাযাকার, পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এদের যাদের ছবি এবং ভিডিও বিভিন্ন আর্কাইভে পাওয়া যায়, তাদের কারো মুখেই দাঁড়ি কিংবা মাথায় টুপি দেখা যায় না, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত এই দেশের প্রায় সকল নাটক-চলচ্চিত্রেই দেখা যায় রাযাকারদের মুখে দাঁড়ি আর মাথায় টুপির মত ইসলামী লেবাসে হাজির করা হয়।

৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদে রাযাকার ছিল কারা- এই প্রশ্নের জবাবে লেখক রাযাকারদের সম্পর্কে অতি মূল্যবান তথ্য হাযির করেছেন এবং মানুষেরা রাযাকার বাহিনীতে কেন যোগদান করত তার কারণগুলো উল্লেখ করেছেন।

৭ম অনুচ্ছেদে পিনাকী যারা স্বাধীনতাকে ইসলামবিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে জনগণের হাতে তুলে দিয়েছেন, তাদের দাবীর অসারতা প্রমাণ করতে গিয়ে স্বাধীনতার বিভিন্ন ডকুমেন্ট উল্লেখ করেছেন এবং এর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন কখন 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি স্বাধীনতার ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে। তিনি বলেন, ১৯৪৭-এর পর থেকে ২৩ নভেম্বর ১৯৭১ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতার ইতিহাসের পাতায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটির কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। বরং ১৯৪৭ থেকে নিয়ে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত সকল সংগ্রামের চালিকাশক্তি ও প্রাণ ছিল ধর্মীয় অনুভূতি ও ধর্মীয় অনুশাসন।

২৪ এপ্রিল ১৯৭১ সালে প্রবাসী সরকার ভারত সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি চেয়ে চিঠি দেয়। কিন্তু ৬ মাস পেরিয়ে গেলেও ভারত সরকারের কোনোরূপ সাড়া মেলেনি। তারপর ১৫ অক্টোবর আবার চিঠি দেয়া হয়। আবারও একমাস পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কোনো সাড়া মেলেনি। এবার প্রবাসী সরকার অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ২৩ নভেম্বর ১৯৭১ সালে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে চিঠি দেয়। যাতে সর্বপ্রথম 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি উল্লেখ করা হয়।

৮ম থেকে ১১তম চারটি অনুচ্ছেদে তিনি মুক্তিযুদ্ধে আলেম ওলামাদের অবদান নিয়ে আলোকপাত করেছেন। বামপন্থী ও সেক্যুলার লেখকেরা স্বাধীনতা যুদ্ধকে ইসলামের বিপক্ষে দাঁড় করানোর হীন মানসিকতা চরিতার্থ করার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধে আলেম-ওলামাদের অবদানকে বাক্সবন্দি করে রেখে প্রচারণা চালায় যে তাঁদের কোন অবদান মুক্তিযুদ্ধে নেই; বরং আলেম সমাজ মানেই স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি। পিনাকী সেসব আলেমসমাজের বাক্সবন্দী অবদানকে বের করে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি সে সময়ে বাংলাদেশের শীর্ষ আলেম হাফেজ্জী হুযুর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রাজনৈতিক ও নৈতিক অবস্থান গ্রহণ এবং পাকিস্তানীদের যালেম এবং মুক্তিযুদ্ধকে যালেমের বিরুদ্ধে মযলুমের লড়াই বলে অভিহিত করার দৃপ্ত বক্তব্যকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম'-এর পূর্ব পাকিস্তানের আমীর ছিলেন মরহুম শায়খুল হাদীছ মাওলানা

আজিজুল হক, যিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন বলে এই বই থেকে জানা যায়। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা আরো অনেক আলেমদের ইতিহাস তিনি এ বইয়ের উপস্থাপন করেছেন।

বাংলাদেশের আলেম ওলামাদের পাশাপাশি উপমহাদেশের আলেম ওলামাগণও মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন দিয়েছিলেন, যা এই বইতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এদের মধ্যে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল ও ভারতীয় পার্লামেন্টের লোকসভার সদস্য হযরত আসআদ মাদানী (র.), পশ্চিম পাকিস্তানের আলেম জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পাকিস্তানের সেক্রেটারি মুফতী মাহমুদ, শায়খুল ইসলাম হযরত হোসাইন আহমাদ মাদানী (র.) এবং মাওলানা কাওসার নিয়াযী অন্যতম। সবচেয়ে বড় কথা বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম ডাকটিই দিয়েছিলেন 'রেড মওলানা' হিসেবে বিশ্বখ্যাত মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

১২তম অনুচ্ছেদে রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের চিঠিপত্রে ইসলামী ভাব-প্রভাব প্রসঙ্গে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সেসব চিঠি উল্লেখ করেছেন, যা তারা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তাদের পরিবারকে দিয়েছিলেন। এসব চিঠি ইসলামী আলাপচারিতায় ভরপুর। তারা তাদের পরিবারকে এ বলে সান্ত্বনা দিতেন যে, আমরা শহীদ হতে যাচ্ছি। তাই আমাদের রক্ত বৃথা যাবে না। এমনকি তারা তাদের পরিবারের কাছে দো'আ চাইতেন শহীদী মৃত্যুর জন্য। কারণ, তারা জানতেন ধর্মীয় লাভ না থাকলে তাদের পরিবার তাদের মরণকে সহজে মেনে নেবে না।

১৩তম অনুচ্ছেদে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহে ইসলাম প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে তিনি স্বাধীন বেতার কেন্দ্রের কিছু অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়েছেন, যে অনুষ্ঠানসমূহে নানাভাবে ইসলামী বয়ান ও ভাবনা দিয়ে সবাইকে উদ্দীপ্ত করা হত। যেমন অনুষ্ঠানের নাম ছিল, 'আল্লাহর পথে জিহাদ', 'ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ', 'রামাযানের ঈদের স্মৃতি-আলেখ্য' ইত্যাদি।

১৪তম অনুচ্ছেদে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে প্রবাসী সরকারের পক্ষ থেকে যে 'জয়বাংলা' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হত তাতে বর্ণিত মুসলিম দেশগুলোর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ইতিবাচক প্রতিক্রিয়াসমূহ তুলে ধরেছেন লেখক।

উপসংহারে লেখক একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে, 'এই ঘটনা (যুদ্ধ) শুধু বাঙালির ইতিহাসের জন্য নয়, মুসলমান বা ইসলামের ইতিহাসের জন্যও এক গুরুত্বপূর্ণ লড়াই। কারণ বাংলাদেশের মানুষ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর নিজেদের অধিকার কায়েম করতে গিয়ে ইসলাম ত্যাগ করেননি, ইসলামের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর তাদের হক তারা বিসর্জন দেননি।'

পরিশিষ্টে গৌতম দাস কর্তৃক লিখিত 'মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম প্রসঙ্গ' শীর্ষক এক প্রবন্ধ উল্লেখ করা হয়েছে। এতেও কিছু বিষয়ে অমূল্য কিছু তথ্য প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কিছু বিষয়ে যে মিথ্যার মেঘ জমে আছে, তা তিনি অপসরণ করেছেন।

মোদ্দাকথা স্বাধীনতা কেন্দ্রিক ইসলাম বিরোধী যাবতীয় মিথ্যা তথ্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করা হয়েছে পিনাকীর এই অমুল্য পুস্তকটিতে। যেই সত্য ইতিহাস বামপন্থী ও সেক্যুলারদের গ্রন্থে ঠাঁই করে না নিতে পারায় এতদিন ডুকরে কাঁদছিল, সেই ইতিহাস পিনাকী ভট্টাচার্যের এ গ্রন্থে সসম্মানে ঠাই করে নিয়েছে। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রসঙ্গে এক নব দিগন্তের উন্মোচন করেছে গ্রন্থটি। আমরা লেখককে সাধুবাদ জানাই তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী ও শিকড়সন্ধানী গবেষণাটি পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য। সত্যসন্ধানী পাঠকদের জন্য এটি যে একটি অবশ্য পাঠ্য বই, তা বলাই বাহুল্য।

লেখক : চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে।

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'** -এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন 'সোনামণি প্রতিভা'

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান :** মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

Contents

পর্বত রাজধানী গিলগিত-বালতিস্তানে

-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

পাকিস্তানের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিমোহিত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায় চলছিল তখন। কেটু পর্বতশৃঙ্গের অবস্থান খুঁজতে গিয়ে জানা হল নর্দান এরিয়া বা উত্তরাঞ্চল সম্পর্কে। রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে শুরু হয়ে গিলগিত-বালতিস্তান জুড়ে চীন সীমান্ত পর্যন্ত সুবিশাল পর্বতাঞ্চল এই নর্দান এরিয়া। আকাশছোঁয়া বরফমোড়া শত-সহস্র পর্বতশৃঙ্গ, পাইন বৃক্ষ কিংবা সবুজ ঘাসের কার্পেটে ঢাকা উপত্যাকা, পাহাড়ের তরঙ্গায়িত ঢালে চরে বেড়ানো শত-সহস্র দুম্বা, ভেড়া, বাইসন কিংবা ঘোড়ার পাল, মাথার উপর কালচে ঝুলন্ত পাহাড়, সশব্দে বয়ে যাওয়া সর্পিল, খরস্রোতা ও দৈত্যাকৃতির পাথরময় নদী, রুদ্ধশ্বাস পাহাড়ী বাঁকে কিংবা উপত্যাকার সমতলে তীরের মত এগিয়ে চলা কালো পীচ ঢালা মসৃণ রাস্তা এই হল এতদাঞ্চলের অতি স্বাভাবিক দৃশ্য। পৃথিবী বিখ্যাত চারটি পর্বতশ্রেণী হিমালয়, কারাকোরাম, হিন্দুকুশ এবং পামীর এখানে এসে একত্রিত হয়েছে। রয়েছে পৃথিবীবিখ্যাত কয়েকটি হিমবাহ, পৃথিবীর ২য় উচ্চতম সমভূমি দোসাই, পাহাড় গহ্বরে চোখ ধাঁধানো শতাধিক লেক।

২০১৪ সালের সামারে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক লং ট্যুরে একটি দল যাচ্ছে গিলগিতে। রেজিস্ট্রেশন করতে দু'বার ভাবা লাগল না। কিন্তু বিপত্তি বাঁধালো ওয়াযিরিস্তানে চলমান সেনা অপারেশন 'যারবে আযব'। সরকারী নিষেধাজ্ঞায় সেবার সবগুলো ট্যুর স্থগিত করা হল। পরের বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে থাকায় আবারও সুযোগ হাতছাড়া হল। অবশেষে কাংখিত সুযোগটি মিলল ২০১৬ সালের সামারে। গিলগিতকে আখ্যা দেয়া হয় 'বিউটি অব পাকিস্তান' বা 'পাকিস্তানের সৌন্দর্য'। সুতরাং এক মাত্রাছাড়া অবিশ্বাস্য সৌন্দর্যের মোহজালে আবিষ্ট হতে যাচ্ছি ক'দিনের জন্য, তা ধরেই নিয়েছিলাম। মাস্টার্সের থিসিসের কাজ বেশ গুছিয়ে এসেছে আল্লাহর রহমতে, এমন সময়ই সুযোগটা এল। যাত্রা শুরু হল ১৪ আগস্ট দিবাগত রাতে। ৯০ জন ছাত্র এবং ৮ জন শিক্ষকসহ প্রায় ১১০ জনের বড় বহর। ছাত্রদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ২টি বাস এবং শিক্ষক ও বাবুর্চীদের জন্য ১টি মিনিবাস। রাত ৯টার দিকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এলাম। বিদেশী ছাত্র বলতে কেবল আমি। ফলে বাসের প্রথম আসনটি আমাকে দেয়া হল। এমন সফরে সবচেয়ে কাংখিত সীটটিই যে পেয়ে গেছি, তা বুঝতে পেরে প্রথমেই খুশীতে মনটা ভরে গেল। সারাপথ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ডুবে থাকার এমন সুযোগ পাওয়া নিতান্তই ভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম।

কাগান-নারান :

মানসেহরা আসার পর শর্টকার্ট রাস্তা খুঁজতে গিয়ে ড্রাইভার রাস্তা হারিয়ে ফেলল। পরে আবারও মূল রোডে এসে বালাকোট যখন পৌঁছলাম, তখন ফজরের সময় হয়ে গেছে। বালাকোট আমার অতি প্রিয় স্থান। বেশ কয়েকবার ঘুরে গেছি বলে এখানকার পথঘাট সব চেনা। বন্ধুত্ব রয়েছে অনেকের সাথে। ড্রাইভারকে বলে এফআইএফ-এর ফিল্ড হাসপাতালের সাথে লাগোয়া আহলেহাদীছ মসজিদ 'মসজিদুত তাক্বওয়া'য় যাত্রাবিরতির জন্য গাড়ি দাঁড় করালাম। ফজর ছালাত শেষে ফিল্ড হাসপাতালে ঢুকলাম। কিন্তু পরিচিত ভাইদের কাউকে পাওয়া গেল না। সব বন্ধ এখন। পূর্বাকাশ ফরসা হয়ে এলে আমাদের যাত্রা আবার শুরু হল। বালাকোট ব্রীজ অতিক্রম করে পাহাড়ের ওপর গাড়ী উঠতে শুরু করে। উপর থেকে কুনহার নদীর দুপার্শ্ব জুড়ে বালাকোট শহর পুরোটা নজরে আসে। পশ্চিম দিকটায় বালাকোট যুদ্ধের ময়দান আর শাহ ইসমাঈল শহীদের কবরগাহটি দেখে বরাবরের মত মনটা উদাস হয়ে যায়। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। আমি মসৃণ রাস্তায় ঘন ঘন আগুয়ান পাহাড়ী বাঁকগুলোর দিকে একনয়নে তাকিয়ে থাকি। মনে পড়ে প্রথম যখন এ অঞ্চলে এসেছিলাম, সবুজ অরণ্যের বিছানায় ঢেউ খেলানো আকাশছোঁয়া পাহাড়গুলো কি অপূর্ব শিহরণ জাগাত! আজ অভ্যস্ত চোখে কেবল প্রভুর প্রশংসায় বিগলিত চিত্তে সেসব দৃশ্য উপভোগ করতে থাকি। কাগান উপত্যাকা পার হয়ে পর্যটন শহর নারানে পৌঁছাই সকাল ৯-টার দিকে। এখানেই কুনহার নদীর তীরে দাঁড়িয়ে সকালের নাস্তা সেরে নিলাম। বাবুর্চীরা দ্রুত হাতে গরম গরম পরাটার ব্যবস্থা করলেন। নারান চির শীতল ভূমি। বড় অদ্ভুত সুন্দর উপত্যাকা। ইসলামাবাদে যখন ৪৭/৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস

কারাকোরাম হাইওয়ে

Contents

তাপমাত্রা তখনও এখানে এলে বরফের দেখা পাওয়া যায়। অথচ দূরত্ব মাত্র ২৫০ কি.মি.। ২০১৪ সালের জুলাইয়ে এখানে প্রথমবার এসে সে দৃশ্য দেখা কত যে বিস্ময়ের ছিল! সুবহানাল্লাহ। সয়ফুল মুলক ঝিলে গিয়ে তো প্রায় শূন্য ডিগ্রি তাপমাত্রায় দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

লালাযার ঝিল :

পরবর্তী গন্তব্য বাবুসার টপ। সে পথেই অসাধারণ সুন্দর এক উপত্যাকা পেরিয়ে চোখে পড়ে লালাযার লেক। চলতি পথে এমন লেকের সংখ্যা অনেক। তবে খ্যাতির দিক থেকে এগিয়ে থাকা অন্যতম লেক এটি। ৩২০০ মিটার (১০,৪৯৯ ফুট) উচ্চতায় চারিদিকে সুউচ্চ পাহাড় আর ঠিক তার কোলে নীল অক্ষিগোলকের মত ঝিল। তীব্র বাতাসে স্থির দাঁড়িয়ে থাকাই কঠিন। লেকের পানিতে হাত ছুঁইয়ে হীম শীতল পরশ নিয়ে গাড়িতে ফিরলাম।

বাবুসার টপ :

কাগান উপত্যাকার সাথে গিলগিত-বালতিস্তানের সাথে সংযোগকারী সড়ক বাবুসার টপ। ৪১৭৩ মিটার (১৩৬৯১ ফুট) উচ্চতায় অবস্থিত এই অঞ্চলের সর্বোচ্চ চূড়ায় পোঁছতেই তীব্র শীতল হাওয়ার ঝাপটা লাগল। শীতের পোষাক পরে গাড়ী থেকে নামলাম সবাই। রাস্তার কিনারে দাঁড়িয়ে বহু নীচে মাইলের পর মাইল বিছিয়ে থাকা পাহাড়ী উপত্যাকাগুলো পটে আঁকা ছবির মত মনে হয়। তীব্র

বাতাসকে প্রতিরোধ করে বহুক্ষণ ধরে সে দৃশ্য দেখি। চরকির মত ঘুরে ঘুরে নেমে যাওয়া পীচ ঢালা রাস্তায় খাইবার গিরিপথের অবিকল প্রতিরূপ। দূরে যতদূর চোখ যায় কেবল স্বপ্নজাল মাখা বিস্তীর্ণ উপত্যাকা। মানুষের আবাসস্থল তেমন দৃশ্যমান হয় না। বছরের প্রায় নয় মাসই যে থাকে বরফঢাকা। এ যেন অন্য এক পৃথিবী। আমি সত্যি সত্যিই হারিয়ে যাই আমার আমিতে। নিজেকে বড় ভাগ্যবান মনে হয়। পৃথিবীর পথে পথে কোন পিছুটান ছাড়া ছুটে বেড়ানোর সুপ্ত তাড়না নিয়ে সেই সদ্য কৈশোরে কত ছবি আঁকতাম মানসপটে। আজ মনে হয় সেই স্বপ্ন যেন বাস্তবতা খুঁজে পেল।

চিলাস :

বেলা ১টার দিকে বাবুসার পাস থেকে চিলাসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। বাস যত নীচে নামতে থাকে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে থাকে। দূরের আকাশে ঘন কালো মেঘের মত কি যেন নযরে আসে। চারিদিকের পাহাড়গুলো এখন বেশ অন্যরকম। শক্ত পাথুরে অথবা গভীর খাঁজকাটা লালমাটির।

প্রায় খাঁড়া উঠে গেছে আকাশের দিকে। আমেরিকার কলোরাডো প্রদেশের বিখ্যাত গ্রাণ্ড ক্যানিয়নের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় নিমিষেই। ঘন্টাখানেক বাদে চিলাসের কাছাকাছি আসতে অনুমান করে ফেললাম নাঙা পর্বতশৃঙ্গের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি আমরা। দূর দিগন্তের ঘন কালো মেঘ আসলে হিমালয় পর্বতশ্রেণী। চিলাসে সেনাবাহিনীর চেকিং পয়েন্ট। বিদেশীদের এদিকে আসতে গেলে ছাড়পত্র প্রয়োজন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুর হওয়ায় সহজেই চেকিং এড়ানো গেল। এবার সিন্ধু নদের তীর ঘেঁষে যাত্রা। সিন্ধু নদ এখানে পাহাড়ী নদীর মত তীব্র খরস্রোতা। রাস্তাও ভঙ্গুর। প্রায় ২ ঘন্টা চলার পর বিকাল ৪টায় রাইকোট ব্রীজে এসে পৌঁছলাম।

রাইকোট থেকে টাট্টু :

শিক্ষকদের বাসটি বেশ আগেই পৌঁছে গেছে। তাঁরা জীপ ঠিক করে ফেলেছেন ইতিমধ্যে। আমাদের একটা গ্রুপ দুপুরের খাবার খেতে গেল। অপর গ্রুপটিকে স্যাররা নাঙাপর্বতের পথে ফেয়ারী মিডোস ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে জীপে উঠিয়ে দিলেন। এই গ্রুপের সাথে আমি রওয়ানা হলাম। পাথুরে পাহাড়ের গা বেয়ে অতি সংকীর্ণ পথে জীপ রওয়ানা হল ফেয়ারী মিডোসের পথে। যত উপরে উঠতে লাগল পথ তত সংকীর্ণ হয়ে এল। ইট-পাথরের রাস্তা ভয়ংকর রকম এবড়ো থেবড়ো। প্রতি মুহূর্তে জীপ লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলছে। একপার্শ্বে পাহাড়, অপরপার্শে প্রায় ২ হাজার মিটার পাতাল ছোঁয়া গভীর খাঁদ। গাছপালাহীন নিরেট পাথরস্তূপ। অথচ ড্রাইভার অত্যন্ত রাফ গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে। বালতি ভাষায় গানও বাজিয়ে চলেছে তীব্র আওয়াজে। অবস্থা এমন হল যে, প্রতিটি ধাক্কায় মনে হতে লাগল গাড়ি এবার নিশ্চিত খাদে পড়তে যাচ্ছে। সামনের সীটে বসা আমি প্রমাদ

গুণলাম। শীরদাঁড়া দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। ড্রাইভার এবং সহযাত্রীদের দিকে তাঁকিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করলাম। আমরা কি সত্যিই বাস্তবে না স্বপ্নঘোরে? মৃত্যুর ছায়া হঠাৎ খুব সামনে স্পষ্টভাবে যেন দেখতে পেলাম। একেবারে শতভাগ নিঃসন্দেহ হয়ে আমি মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়ে মনে মনে তওবা পড়ে ফেললাম। জীবনে কখনো এমন শ্বাসরুদ্ধকর ভয়ংকর পরিস্থিতিতে পড়িনি। প্রায় ২ ঘন্টা চলার পর রীতিমত যেন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে আমরা পৌঁছলাম টাট্টু নামক স্থানে। হাফ ছেড়ে যেন নতুন জীবন ফিরে পাবার স্বস্তি পেলাম।

চলার পথেই পাহাড়ের কোন এক বাঁক নেয়ার সময় দেখে ফেলেছিলাম ঘন মেঘের আড়ালে চওড়া বুকে বিপুল রহস্যাধার নিয়ে দণ্ডায়মান বিশ্বের নবম সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ নাঙা পর্বত। ওহ! প্রথম দেখার সে অনুভূতি ব্যক্ত করার মত নয়। ভীতি আর সম্ভ্রমের সুগভীর মিশেলে কি এক ঘোরে যেন আত্মহারা হয়ে উঠল হৃদয়। আল্লাহু আকবার।

টাট্টু-ফেয়ারী মিডোস হাইকিং :

টাট্টু এসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম এবং সহযাত্রীদের অপেক্ষা। সারাদিনের ক্লান্তির সাথে ক্ষুধা মিলিয়ে খুব কাহিল সবাই। তবুও অপেক্ষার প্রহর থামে না। রাত হয়ে এল। টাট্টুতে রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা নেই। তার অর্থ রাতের আঁধারেই পাহাড়ী পথে আরও ৩ ঘন্টা হাইকিং করার পর নির্ধারিত স্থান ফেয়ারী মিডোস যেতে হবে। সহযাত্রীরা সবাই এসে একত্রিত হতে কয়েক ঘন্টা লেগে গেল। অবশেষে রাত ৮টার দিকে হাইকিং শুরু হল পাহাড়-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। মাল-সামান চড়িয়ে দেয়া হল গাধার পীঠে। নিশুতি রাত। জঙ্গল চিরে নীচের খাদে বয়ে চলা নাঙাপর্বতের হিমবাহ গলা সশব্দ স্রোতধারার ওপর পড়ছে চাঁদের ক্ষীণ আলো। জমাট অন্ধকারে কারও হাতে বা মাথায় টর্চ। পরিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত সবাই। কিছুক্ষণ চলা, কিছুক্ষণ বসা। নৈঃশব্দে কান পেতে থাকা। পিছিয়ে পড়া মুসাফিরদের প্রতি হাঁক-ডাক। পাথরের গায়ে হোঁচট খেয়ে কারও বেমক্কা পতন। গভীর খাঁদের মুখে দাঁড়িয়ে একে অপরকে এগিয়ে দেয়া। পাহাড়ী ঝর্ণায় আজলা ভরে পানি পান করা। এতকিছুর মাঝেও পথ যে আর ফুরোয় না। মধ্যরাত পেরিয়ে যখন ফেয়ারী মিডোস পৌঁছলাম, তখন কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে মড়ার উপর খাড়ার ঘায়ের মত বৃষ্টিপাত শুরু হল। খোলা আকাশের নীচে তাবুতে থাকার ব্যবস্থা। সেগুলোও আর্দ্র হয়ে উঠেছে। হুড়োহুড়ি করে একটি তাবুর দখল নিলাম আমরা তিনজন। সঙ্গী দু'জন ছোটভাই লাহোরের আতীফ হানিফ এবং কোহাটের রেযা। পুরো সফরে শিক্ষকরা আমার খোঁজ রেখেছিলেন। তবে দেখভাল করেছিল মূলতঃ এ দুজনই। আল্লাহর তাদের মঙ্গল করুন।

বরফে মোড়া নাঙা পর্বত

অগ্রবর্তীরা এসে রাতের খাবার সাবাড় করে ফেলেছে। আমরা ক'জন কম্বলের নীচে ঝিম মরে পড়ে রইলাম পুনরায় চড়ানো রান্না শেষ হওয়ার অপেক্ষায়। এক চিলতে ঘুমও হয়ে গেল বোধহয়। অবশেষে ডাক এল। ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে ঢুলু ঢুলু চোখে রন্ধনশালায় ঢুকলাম। সাদাভাতের সাথে ডাল-চানা খেয়ে কি যে তৃপ্তি লাগল! আগাখানী পাঁচকের আন্তরিক ব্যবহার আর চমৎকার রান্নার প্রশংসা না করে পারা গেল না।

তাবুতে ফিরে ক্লান্ত শরীরে মাটির বিছানায় শুয়ে বৃষ্টির টাপুর টুপুর শব্দ শুনতে শুনতে এক সময় ঘুমিয়ে গেলাম।

(ক্রমশ)

Contents

আব্দুর রহমান কাশগড়ীর অভিবাসী হওয়ার করুণ কাহিনী

-ড. নূরুল ইসলাম

আব্দুর রহমান কাশগড়ী উপমহাদেশের একজন খ্যাতিমান আরবী কবি, সাহিত্যিক, সাহিত্য সমালোচক, অভিধানবেত্তা ও ভাষাতাত্ত্বিক। তিনি ১৯১২ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর চীনা তুর্কিস্তানের কাশগড়ে জন্মগ্রহণ করেন। কাশগড়ের স্থানীয় আলেমদের নিকট তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর অভিবাসী হয়ে চলে আসেন ভারতে। নাদওয়াতুল ওলামা, লাক্ষ্ণৌর ইয়াতীমখানায় তাঁর ঠাঁই হয়। ১৯২২-৩০ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে তাফসীর, হাদীছ, আরবী সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৯৩১-৩৮ সাল পর্যন্ত ৭ বছর তিনি নাদওয়ায় শিক্ষকতা করেন। এ সময় তিনি লাক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ফাযেলে আদব' ডিগ্রী লাভ করেন।[১]

শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক বাংলার শিক্ষামন্ত্রী থাকা অবস্থায় একবার নাদওয়ার কোন এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। কাশগড়ী তখন সদ্য ফারেগ প্রতিভাদীপ্ত টগবগে তরুণ। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে শেরেবাংলা তাঁকে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় যোগদান করতে বলেছিলেন। শেরেবাংলার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৩৮ সালে তিনি নাদওয়া ত্যাগ করেন এবং কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় ফিক্বহ ও উছূলে ফিক্বহ-এর প্রভাষক নিযুক্ত হন। দেশ ভাগের পর ১৯৪৭ সালে তিনি ঢাকা আলিয়ায় যোগ দেন এবং ১৯৫৬ সালে 'এডিশনাল হেড মওলানার' পদে উন্নীত হন। উল্লেখ্য যে, দেশ ভাগের সময় কলিকাতা আলিয়ার জিনিসপত্র সমান দু'ভাগে ভাগ করা হয়। মাদরাসার লাইব্রেরীর মহামূল্যবান বইগুলি আব্দুর রহমান কাশগড়ী এবং অন্যান্য আসবাবপত্র ঢাকায় এনেছিলেন মাওলানা ওজীহুল্লাহ। ১৯৭১ সালের ১লা এপ্রিল তিনি ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। আজিমপুর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[২] নিম্নে তাঁর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল-

সাহিত্যকর্ম :

ক. প্রকাশিত :

১. আয-যাহারাত : এটি তাঁর অনন্য কাব্যসংকলন। ১৩৫৪/১৯৩৫ সালে ১১০ পৃষ্ঠা সংবলিত এ দীওয়ানটি লাক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয়।

২. আল-মুফীদ : এটি কাশগড়ী রচিত একটি চমৎকার অভিধান। এটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগ আরবী-উর্দূ-বাংলা এবং দ্বিতীয়ভাগ উর্দূ-বাংলা-আরবী শব্দকোষ। এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০২। ১৩৮০/১৯৬১ সালে এটি ঢাকা আলিয়া মাদরাসার গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়ে সুধীমহলে প্রশংসিত হয়।

খ. অপ্রকাশিত :

১. মিহাক্কুন নাকদ : কুদামা বিন জা'ফর রচিত 'নাকদুশ শি'র' গ্রন্থের তাহকীক ও পর্যালোচনা।

২. আল-মুহাব্বার ফিল মুওয়ান্নাছি ওয়াল মুযাক্কার : ৩০০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটিতে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. শি'রু ইবনে মুকবিল : কবি তামীম বিন উবাই বিন মুকবিল রচিত কবিতার সংকলন।

৪. ইযালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা : শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী কর্তৃক ফার্সীতে রচিত উক্ত গ্রন্থটি তিনি আরবীতে অনুবাদ করেন।

৫. ফরহাঙ্গে কাশগড়ী : এটি ইংরেজী-উর্দূ-বাংলা অভিধান। শতাধিক পৃষ্ঠার এ পাণ্ডুলিপিটি ঢাকা আলিয়া মাদরাসার গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

কাশগড়ীর অভিবাসী হওয়ার কাহিনী অত্যন্ত করুণ ও হৃদয়বিদারক। চীনা তুর্কিস্তানের কাশগড়ের এক অভিজাত পরিবারে তাঁর জন্ম। সোনার চামচ মুখে নিয়েই তিনি এ পৃথিবীর আলো-বাতাসে চোখ মেলেছিলেন। তার পিতা ছিলেন কাশগড়ের সর্বাপেক্ষা বড় আমীর। তিনি একজন বড় আলেম ও সকলের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। দুই ভাই, দুই বোন এবং পিতা-মাতা ৬ সদস্যের সংসারে আনন্দেই দিন কাটছিল কাশগড়ীর। চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লব সাধিত হওয়ার পর দেশের গণ্যমান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে তার পিতাকেও ধরে নিয়ে গিয়েছিল কমিউনিস্ট সন্ত্রাসীরা। কয়েকদিন পর তারা তার বড় ভাই ও দু'বোনকেও ধরে নিয়ে যায়। তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাও জানা যায় না। কাশগড়ীর ভাষায়, আমাদের বাগান, খামার, পশুপাল এবং সহায়-সম্পদের সব কিছুই দখল করে নেয়া হয়েছিল। আমাকে এবং আমার আম্মাকে খামারের একটা ছোট বাড়ী দেয়া হ'ল থাকার জন্য। আম্মা ততদিনে শোকে বেদনায় মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেছেন। তখন আমার বয়স চৌদ্দ-পনের বছর। ভাল-মন্দ সবকিছুই বুঝার ক্ষমতা হয়েছে। বিশেষতঃ আমরা যে একেবারে নিঃস্ব এবং ধ্বংস হয়ে গেছি, এতটুকু অন্তত আমি বুঝতে পারছি। এমনি অবস্থাতেই একরাতে আমার এক মামা গোপনে আম্মার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তিনি খবর দিলেন, কিছুসংখ্যক সাহসী মুসলিম যুবক একটা গোপন দল গঠন করে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছে। উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট সন্ত্রাসীদের শ্যেনদৃষ্টি থেকে হতোদ্যম মুসলমানদেরকে যথাসম্ভব আড়াল করে রাখা

১. ড. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ (ঢাকা : ইফাবা. ১৯৮৬), পৃঃ ৬৫।

২. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, জীবনের খেলা ঘরে (ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশন্স, ৫ম সং, এপ্রিল ২০১৪), পৃঃ ১৫১, ১৫৫; বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, পৃঃ ৬৫।

Contents

এবং তাদেরকে দেশ ছেড়ে অন্যত্র হিজরত করার সুযোগ করে দেয়া। তিনি আরও খবর দিলেন, দু'এক দিনের মধ্যেই একটি কাফেলা হিন্দুস্তানের পথে রওয়ানা হয়ে যাবে। আমাকে যেন সে কাফেলার সাথে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

আম্মাকেও দেশ ছাড়ার জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু আমার দুই বোন ও ভাইয়ের আশা তিনি তখনও ছাড়েননি। হয়ত ওরা যালেমদের হাত থেকে ছাড়া পাবে অথবা অন্তত একটা খবর আসবে। নির্ধারিত সময়ে একটা পুটলি হাতে দিয়ে আমাকে কাফেলার সঙ্গী করে দেয়া হ'ল। সেদিন আকাশে চাঁদ ছিল না। সন্ধ্যারাতের আবছা অন্ধকারে মা আমাকে কিছুদূর এগিয়ে দিতে এসেছিলেন। শেষটায় একটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন বিলীয়মান কাফেলাটার দিকে।

শেষবারের মত মায়ের কণ্ঠ শুনতে পেয়েছিলাম। তিনি চিৎকার করে আমার নাম ধরে ডাকছিলেন। আমাদের কাফেলাটি তখন পাহাড়ী পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমার পরে যারা দেশ ছেড়ে এসেছিল তাদের মুখে শুনেছি, আমাকে বিদায় দেয়ার পর মা পুরোপুরি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। প্রতিদিনই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে তিনি পাহাড়ী টিলাটার উপর এসে দাঁড়াতেন। কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে একসময় চিৎকার করে ডাক দিতেন, আব্দুর রহমান! আব্দুর রহমান!

শুনেছি, একদিন আমার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে আমার মা টিলাটার উপরেই মৃতুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন।

বিশ্বাস কর, প্রতি সন্ধ্যায় এখনও আমি আমার স্নেহময়ী মায়ের কণ্ঠ শুনতে পাই। তিনি যেন 'আব্দুর রহমান, আব্দুর রহমান' বলে আমাকে ডাকছেন।[৩]

এটাই হ'ল আল্লামা কাশগড়ীর অভিবাসী হওয়ার করুণ কাহিনী। আরবী সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে কাশগড়ীর জীবনী বিভিন্ন বইয়ে পড়েছি। কিন্তু এ মর্মান্তিক কাহিনী কোথাও পাইনি। সেজন্যই এই বিষয়ে লেখার অবতারণা।

৩. জীবনের খেলা ঘরে, পৃঃ ১৫৬-৫৭।

কাশগড়ী চিরকুমার ছিলেন। পৃথিবীতে আপনজন বলতে তাঁর কিছুই ছিল না। তাঁর খ্যাতিমান ছাত্র মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের ভাষায়, 'হোস্টেলের ছেলেগুলিকেই তিনি সন্তানের ন্যায় মনে করতেন। তার চাকুরী ছিল সরকারী প্রফেসর পোস্টের। তখনকার হিসাবে প্রচুর বেতন পেতেন। শখের মধ্যে ছিল নতুন নতুন বই কেনা। ছোট্ট একটা বাড়ী করেছিলেন। তাতে প্রচুর বই-পুস্তকের সংগ্রহ ছিল। কিন্তু ৭২ সনে সে বাড়ীটি স্থানীয় একটা ক্লাব কর্তৃক বেদখল হয়ে শেষ পর্যন্ত সঙ্গীত বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল। তার মূল্যবান লাইব্রেরী ওযনদরে বিক্রয় করে দেয়া হয়েছিল বলে শুনেছি'।[৪]

পিতা-মাতা, ভাই-বোন সব হারিয়ে দুঃখ-বেদনার মহাসাগরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত কাশগড়ী ছিলেন ধৈর্যের মূর্তপ্রতীক এক অনন্য জ্ঞানসাধক। মুহিউদ্দীন খানের ভাষায় 'জ্ঞানসাধনার দ্বারা বেদনার এক তপ্তসাগর যেন তিনি সবসময় আড়াল করে রাখতেন'।[৫]

যে চীন থেকে অভিবাসী হয়ে একদিন কাশগড়ী ভারতে হিজরত করেছিলেন। সেখানে আজো উইঘুর মুসলমানরা নির্যাতিত হচ্ছে। এমনকি সম্প্রতি চীনা কর্তৃপক্ষ জিনজিয়াং প্রদেশে বসবাসরত উইঘুর মুসলমানদের ঘরে থাকা কুরআন, জায়নামায ও তাসবীহ সরকারের কাছে জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। যথাসময়ে জমা না দিলে শাস্তিরও ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ঐ অঞ্চলের জাতিগত কাযাখ ও কিরগিজ মুসলমানদেরকেও একই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৬] একদিন এই যুলুমের অবসান হবে ইনশাল্লাহ। চীনের যমীনে ইসলামের বিজয় নিশান উড়বে পতপত করে। সেদিন হয়ত বেশী দূরে নয়। আল্লাহই উত্তম পরিকল্পনাকারী।

[লেখক : ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

৪. ঐ, পৃঃ ১৫৭।
৫. ঐ, পৃঃ ১৫৩।
৬. রিপোর্ট দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক, নভেম্বর ২০১৭, পৃঃ ৪১।

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

বাঘা মাযার

-আব্দুল্লাহ ছাকিব

ভূমিকা : বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ইসলামের আগমন ঘটে প্রধানত দুইভাবে (১) আরব বণিক ওলামায়ে দ্বীনের দাওয়াতের মাধ্যমে (২) ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈদের নেতৃত্বে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে।[১] ওলামায়ে দ্বীনের মধ্যে যারা এদেশে নিঃশর্তভাবে দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, ১. শাহ জালাল (রহঃ) ২. শাহ পরান (রহঃ) (সিলেট) ৩. শাহ সুলতান (রহঃ) (বগুড়া) ৪. খানজাহান আলী (রহঃ) (বাগেরহাট) ৫. শাহমখ্দুম রূপোশ (রহঃ) (রাজশাহী) অন্যতম। যাঁদের বদৌলতে কুসংস্কার থেকে মানুষেরা আলোর মুখ দেখেছিল। তাঁরা নিঃস্বার্থভাবে জনগণের সামনে কুরআন হাদীছের অমীয় বাণী প্রচার করছিলেন। ইসলামের সরল পবিত্র ও অনাড়ম্বর জীবনাদর্শ তাঁদের কথা, কাজ, ব্যক্তিগত আচরণ জনমনে জায়গা করে নিয়েছিল। সদলবলে লোক তাঁদের হাতে বায়'আত করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারতবর্ষে যে সমস্ত স্থানকে কেন্দ্র করে তাঁরা ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিল। রাজশাহীর বাঘা অঞ্চল অন্যতম। সাধকদের আগমনের পূর্বে এতদঅঞ্চলে মুসলমানদের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। মানুষেরা নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও যথা সর্বস্ব হারিয়ে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অত্যন্ত হীন অবস্থায় জীবন যাপন করত। যখন জনগণ তাদের দ্বীনী আলোর ছোঁয়া পেল তখন জনজীবন-যাত্রার মান দুর্বার গতিতে আমূল পাল্টে গেল। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে ইসলামী কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের বিকাশ ঘটল।

তাঁরা এদেশে এসে দেশের সার্বিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনা করে যার যার মত নিজস্ব দাওয়াতী মারকায স্থাপন করেন। তাঁদের দ্বীন প্রচার ছিল মূলত ব্যক্তি কেন্দ্রিক। যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন উন্নত না থাকা এবং সরকারের (বৃটিশ) বৈরী মনোভাবের কারণে তাঁরা এদেশে প্রকাশ্য দ্বীন প্রচারের সুযোগ না পাওয়ায় নিজস্ব দাওয়াতী গৃহে বসেই দাওয়াতী কাজে আঞ্জাম দিতেন। সময়ের ব্যবধানে তাঁদের ঐসব মারকাযগুলো দ্বীন প্রচারের একেকটা দূর্গে রূপ নেয়। যত দিন যায় সাধারণ মানুষের আনাগোনা তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে কালের আবর্তে তাঁরা যখন পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। তখন তাঁদের ভক্ত-অনুরক্তরা তাঁদের কবরকে মাযার বানিয়ে নিয়ে পীর-মুরীদী মুহাব্বতের ছদ্দাবরণে ইসলামের নামে নানা ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় যা কিনা সেই সমস্ত মনীষীগণের শিক্ষার পুরো উল্টো। তেমনি একটি অন্যতম দাওয়াতী কেন্দ্র রাজশাহীর বাঘায় যা 'মাযার শরীফ' নামে সমধিক পরিচিতি। বাঘা কেন্দ্রের সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচারক মাওলানা শাহ্ মুয়াযযাম দাওলা দানিশ্মান্দ (রহঃ) সাধারণত হযরত শাহদ্দৌলা (রহঃ) নামে পরিচিত।

বাঘা মসজিদের পরিচিতি

বাঘা এমন একটি নাম যার ইতিহাস এখনও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি। এ স্থানে এমন কিছু কীর্তি বিদ্যমান যা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সাথের পরিচয় করে দেয়। বর্তমান যান্ত্রিক যুগের নিষ্পেষণ হ'তে ক্ষণিকের জন্য হ'লেও এর আলোচনা আমাদের এমন এক কালের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেয় যেখানে সভ্যতার আমেজ ও শান্তির আশ্বাস খুঁজে পাওয়া যায়। বাঘা মসজিদ রাজশাহী যেলা সদর হ'তে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে বাঘা উপজেলায় জনবসতিশূন্য বাঘা গ্রামে মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদ সংলগ্ন স্থান ও চারপার্শ্বে প্রাচীন ধ্বংসস্তুপে পূর্ণ। মসজিদের উত্তর-দক্ষিণ পার্শ্বে খিলান বিশিষ্ট প্রাচীর ফটক। অবশ্য উত্তরের ফটকটি বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়। মসজিদটি ১৫২৩-১৫২৪ সালে (৯৩০ হিজরী) হুসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দীন শাহের পুত্র সুলতান নাছিরুদ্দীন নুসরাত শাহ মসজিদটি নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে এই মসজিদের সংস্কার করা হয়, এবং মসজিদের গম্বুজগুলো ভেঙ্গে গেলে ধ্বংস প্রাপ্ত মসজিদে নতুন করে ছাদ দেওয়া হয় ১৮৯৭ সালে। পুনরায় প্রবল ভূমিকম্পে গম্বুজগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯৮০ সালে গম্বুজগুলি নতুন করে নির্মাণ করে। উল্লেখ্য যে, ভূমিকম্পের পর বৃটিশ ভারত পুরাকীর্তি বিভাগ মসজিদে রক্ষণা-বেক্ষণের ভার গ্রহণ এবং সাময়িকভাবে ছালাত আদায় হ'তে জন সাধারণকে বিরত রাখে। প্রাচীর ঘেরা মসজিদ অঙ্গনের উত্তর-পূর্ব কোণে মাওলানা শাহদ্দৌলা দানিশ্মান্দ (রহঃ) তাঁর পাঁচ সঙ্গী ও আরো অনেকের মাযার অবস্থিত। শাহ আব্দুল হামিদ দানিশ্মান্দ (রহঃ) মাওলানা শের আলীর মাযারও একই স্থানে অবস্থিত আছে। মসজিদের দুইটি শিলালিপি হ'তে জানা যায় (৩৯০ হিজরী) ১৫২৩-১৫২৪ সালে সুলতান নাছিরউদ্দীন নুছরাত শাহ্ কর্তৃক এই মসজিদ নির্মিত হয়। এতে শাহদ্দৌলা (রহঃ)-এর কোন উল্লেখ নেই। শিলালিপিটি বর্তমানে পাকিস্তানের করাচী জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। সুলতান নুছরাত শাহ্ ওয়ালী শাহদ্দৌলা দানিশ্মান্দ-এর প্রতি শ্রদ্ধাবশত এই মসজিদ নির্মাণ করেন।

স্থাপত্য, বৈশিষ্ট্য ও বিবরণ : মসজিদটি ২৫৬ বিঘা জমির উপর অবস্থিত। সমভূমি থেকে ৮-১০ ফুট উঁচু করে মসজিদের আঙ্গিনা তৈরী করা হয়েছে। উত্তর পার্শ্বের ফটকের

১. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, দাওয়াত ও জিহাদ, পৃ. ৬।

Contents

ওপরের স্তম্ভ ও কারুকার্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। মসজিদটিতে ১০টি গম্বুজ আছে। আর ভেতরে আছে ৬টি স্তম্ভ। মসজিদটিতে ৪টি মেহরাব আছে যা অত্যন্ত কারুকার্য খচিত দৈর্ঘ্য ৭৫ ফুট প্রস্থ ৪২ ফুট, উচ্চতা ২৪ ফুট ৬ ইঞ্চি। দেওয়াল চওড়া ৮ ফুট, গম্বুজের ব্যাস ৪২ ফুট উচ্চতা ১২ ফুট। চৌচালা গম্বুজের ব্যাস ২০ ফুট, উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট। মাঝখানের দরজার ওপর ফারসি ভাষায় লেখা একটি শিলা লিপি আছে। মসজিদটির গাঁথুনি চুন সুরকি দিয়ে। ভেতরে এবং বাইরের দেওয়ালে মেহরাব ও স্তম্ভ রয়েছে। বাঘা মসজিদের দৈর্ঘ্য ২২.৯২ মিটার, প্রস্থ ১২.১৮ মিটার, এবং উচ্চতা ২৪ ফুট ৬ ইঞ্চি। এর দেওয়াল ২.২২ মিটার পুরু। মসজিদটিতে সর্বমোট ১০ গম্বুজ ৪টি মিনার, (যার শীর্ষদেশ গম্বুজাকৃতির) এবং ৫টি প্রবেশদার আছে। এই মসজিদটি চারদিক হ'তে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এবং প্রাচীরের দুই দিকে দু'টি প্রবেশদার আছে। মসজিদের ভেতরে বাইরে সর্বত্রই টেরাকোটার নকশা। বর্তমান মসজিদের পাশে বিশাল দীঘি ও একটি দর্শনীয় স্থান। এছাড়া বাঘা মসজিদের পাশেই রয়েছে একটি মাযার। এছাড়া মসজিদ প্রাঙ্গনের উত্তর পার্শ্বেই রয়েছে হযরত শাহদ্দৌলা ও তাঁর পাঁচ সঙ্গীর মাযার। বাংলার স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দিন হুসাইন শাহর পুত্র নাছির উদ্দীন নুছরাত শাহ্ জনকল্যাণার্থে মসজিদের সামনে একটি দীঘি খনন করেন। শাহী মসজিদ সংলগ্ন এ দীঘি ৫২ বিঘার জমির উপর রয়েছে। দীঘির চারপাশে আছে সারিবদ্ধ নারিকেল গাছ। প্রতি বছর শীতের সময় এ দীঘিতে অসংখ্য অতিথি পাখির ডাকে এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে। বর্তমা দীঘিটির চারটি বাঁধানো পাড় নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও এ মসজিদ সংলগ্ন জহর খাকী পীরের মাযার আছে। মূল মাযারের উত্তর পার্শ্বে তার কবর রয়েছে। মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় প্রতিবছর বিগত দিনের রেওয়াজ অনুযায়ী ঈদুল ফিতরের দিন থেকে তিন দিন পর্যন্ত বাঘায় বিশাল মেলার আয়োজন করা হয়। বর্তমানে এই মেলা এক মাসব্যাপী হয়। মেলাটি ৫০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী। বর্তমানে বিশাল দীঘির পশ্চিম পাড়ে ও হযরত শাহ্ আব্দুল হামিদ দানিশ্মান্দ (রহঃ) এর মাযারের উত্তরে বাঘা জাদুঘর আছে। ২০১১ সালের জুন মাসে বাঘা ওয়াক্ফ এষ্টেটের জায়গায় ৬২ লাখ টাকা ব্যয়ে জাদুঘর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। যার নির্মান কাজ শেষ হয় ২০১২ সালের জুলাই মাসে।

মাওলানা শাহ মুয়াযযাম দানিশমান্দ সুদূর বাগদাদ হ'তে ১৫১৮-১৫১৯ সালে বাঘার এই গভীর বিপদ সংকুল অরণ্যে বাসস্থান স্থাপন করে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় বহু লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়। তিনি শুধুমাত্র তাওহীদের প্রচার ও প্রসারের কাজ করে গেছেন এবং ইসলামের খিদমাত করে গেছেন। তিনি যত দিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তাঁর অনুসরণে কোন মাযার নির্মাণ হয়নি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভক্ত-অনুরাগীরা তাঁর নামে মাযার তৈরী করে ধর্ম ব্যবসা শুরু করে।

শাহ্ মাওলানা মুয়াযযাম দাওলা দানিশমান্দ (র)-এর জীবনী ঃ

শাহ্ মাওলানা মুয়াযযাম দাওলা দানিশ্মান্দ (রহঃ) (১৫১৮-১৯ সাল) ছিলেন অত্যন্ত উচ্চস্তরের সাধক পুরুষ। কথিত আছে যে, তিনি বাগদাদের খলীফা হারূনুর রশীদের জ্ঞাতী এবং বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। ৯২৪/২৫- ১৫১৮ সালে তিনি বাঘায় আগমন করেন। তাঁর পিতা শাহ্ আব্বাস বাগদাদীও ছিলেন অত্যন্ত উঁচু স্তরের বুযুর্গ। তিনি প্রাক্তন মুখদুমপুরের আলাবখস-এর কন্যা জেবুন্নিসাকে বিবাহ করেন। এই জেবুন্নিসার গর্ভে শাহ্ দানিশমান্দ (রহঃ)-এর চারটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। আব্দুল হামিদ দানিশ্মান্দ (রহঃ) তাঁদের অন্যতম। তিনি বাঘাতে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। দেশ-বিদেশে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা বিভাগের জরীপে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির উল্লেখ পাওয়া যায়।[২] ১৮৯৭ সালে ভয়াবহ ভূমিকম্পে বাঘা মসজিদের সঙ্গে মাদ্রাসাটিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মাদ্রাসা সংলগ্ন একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বর্তমানে সেই গ্রন্থাগার বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন প্রখ্যাত পণ্ডিত শের আলী। তাঁর উত্তরসূরীরা মাদ্রাসাটিকে নিযামিয়া কলেজে উন্নীত করেন। কথিত আছে ঢাকা যাওয়ার পথে একবার সম্রাট জাহাঙ্গীর-এর পুত্র শাহযাদা শাহযাহান পেটের কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। পীড়া দুরারোগ্য বোধ হওয়ায় যুবরাজ দানিশ্মান্দের খিদমতে উপস্থিত হন। পীর তাকে অলৌকিকভাবে আরোগ্য করেন। এতে খুশি হয়ে তিনি পীরকে ৪২টি গ্রাম লায়েবাজ দান করতে চান। তিনি স্বীকৃত না হওয়ায় তদীয় পুত্র শাহ্ দানিশ্মান্দ (র) গ্রহণ করতে রাযী হন। অতঃপর সম্রাট হয়ে শাহজাহান ৪২টি গ্রামের সনদ পাঠান। এটা পরে বাঘা ওয়াক্ফ স্টেটে পরিণত হয়। ওয়াক্ফ স্টেটের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মাদের নামানুসারে এটা রইস-ই- বাঘা নামে পরিচিত হয়। মসজিদের উত্তর পার্শ্বে শাহ্ মুহাম্মাদ রইসের মাযার অবস্থিত। এখানে বাগদাদের দুই সায়্যিদের আরো দুইটি ছোট মাযার আছে। ১৮০৬ সালে এই স্টেট ভারতের বড় লাট কর্তৃক স্বীকৃত প্রাপ্ত হয়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আমীরুল ইসলাম বাঘার 'রইস' উপাধিতে এই স্টেটে গদীনশীন ছিলেন।[৩]

ইন্তিকাল ঃ মাওলানা শাহ্ মুয়াযযাম দাওলা দানিশ্মান্দ (রহঃ) বাঘাতে তাঁর মারকাযেই মৃত্যুবরণ করেন। প্রাচীর ঘেরা মসজিদ অঙ্গনের উত্তর পূর্ব কোনে মাওলানা শাহ্ দানিশ্মান্দ (রহঃ) ও মাওলানা শের আলীর মাযারও এই স্থানে আছে।

বাঘা মাযারের কার্যক্রম : রাজশাহী যেলার মধ্যে বাঘা থানা এটা একটি অন্যতম দর্শনীয় স্থান। বাঘা শাহী মসজিদের পাশাপাশি বাঘা মাযার ধীরে ধীরে প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। বাঘা মাযারে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা হ'তে বহু মানুষ সফর করতে আসে এবং ওরছে এসে দান ছাদকা করে। তারা মনে করে এখানে কিছু বাবার দরবারে

২. ইসলামী বিশ্বকোষ ৪০৪ পৃ.।
৩. বাঘা মাযারের সেই গেটের দরজার ডান পার্শ্বে বড় করে একটি সাইনবোর্ড ঝুলানো আছে।

Contents

দিলে বাবা খুশী হলে আমরা তার অসীলায় জান্নাতে চলে যাব। নিম্নে বাঘা মাযারের কিছু কার্যক্রম উল্লেখ করা হ'ল।

বাঘা মাযারের অবস্থান : বাঘা শাহী মসজিদের উত্তরে বাঘা মাযারের অবস্থান। পশ্চিমে ইসলামীয়া মাদ্রাসা ও একটি পুরাতন ৩টি গম্বুজ বিশিষ্ট ছোট মসজিদ আছে। তাতে কাতার একটি, তবে বর্তমানে সেটি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। মাযারের পশ্চিমে কেন্দ্রীয় ঈদগাহ্ ময়দান অবস্থিত। দক্ষিণে বাঘা আলিয়া ফাযিল মাদ্রাসা ও পূর্বে বিরাট দীঘি-এর পূর্বে কেন্দ্রীয় কবরস্থান এবং একটি প্রতিবন্ধী স্কুল আছে। দক্ষিণে বাঘা শাহী মসজিদ থেকে শাহ্ দৌলা ডিগ্রী কলেজ-এর পশ্চিমে পৌরসভা অবস্থিত আছে।

বর্তমান বাঘা : বাঘা শাহী মসজিদের বর্তমান ইমামের নাম মুহাম্মাদ আশরাফ আলী। মুয়াযযিনের নাম মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম এবং খাদেমের নাম মুকুল। হযরত শাহ্ সূফী আব্দুল হামিদ দানিশ্‌মান্দ কুতুবুল আফতাব (রহঃ)-এর কবরের সাথে আরো অনেকের কবর আছে। কবরের বাম পাশে মহিলাদের ছালাতের জায়গা আছে। মাযারের ভেতরে মোট ৩৩টি কবর আছে। এর বর্তমান সভাপতি খন্দকার মুনছুর আলী। তবে তাকে সবাই রইছ নামে চিনে। আরো দায়িত্বরত আছেন- (১) বাচ্চু মিয়া (২) মুহাম্মাদ নিযামুদ্দিন (এরা আপন দুই ভাই। এরা আগে এই মাযারের খাদেম ছিল) এবং (৩) মুহাম্মাদ রওশন মিয়া। মাযারের সাথে একটি মসজিদ আছে। ইমামের নাম মুহাম্মাদ মহসীন আলী (প্রধান)। মুয়ায্‌যীনের নাম মুহাম্মাদ রকিবুল ইসলাম। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তারা বলল এসব কবর নাকি আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের কবর! তাদের অজ্ঞতা দেখে হতবাক হতে হয়। ইমাম মুহাম্মাদ মহসীন আলী বলেন, সম্রাট শাহ্‌জাহান-এর পুত্র এই বাঘা মসজিদে এসেছিলেন এবং তিনি এই মসজিদে জমি দান করেন। তখন ৪২টি মৌজা ছিল। প্রতিটি মৌজার জমি ছিল ২০০০ বিঘা। মোট ৮৪ হাজার বিঘা জমি তিনি দান করেছিলেন। বর্তমানে অধিকাংশ জায়গায় মানুষ বসতবাড়ি করে আছে এবং বাকি গুলো সরকারী খাস জমি হিসাবে আছে।

বাঘায় প্রতিবছর বার্ষিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছর রামাযান মাসের শেষ দশদিন থেকে ঈদুল ফিতরের দশ দিন পর্যন্ত মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবছর মেলার ডাক হয় ২৫ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে বাঘা পৌরসভা নেয় ৫ লক্ষ টাকা। আর বাকি ২০ লক্ষ টাকা মাযারের সভাপতির কাছে থাকে। ঈদুল ফিতরের তৃতীয় দিন মাযারের আশপাশের সবাইকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো হয়। মাযারের সভাপতি খন্দকার মুনছুর আলী খুব প্রভাবশালী কোটিপতি। তাঁর বাড়ি রাজশাহী শহরের ফায়ার সার্ভিসের সাথে।[4]

বাঘা মাযারের আয়ের উৎস হ'ল মানুষের দান, ছাদাক্বা, গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল এবং আমের বাগান ও দীঘির মাছ বিক্রয়।

৪. তথ্যগুলো দিয়েছেন - (১) হাজী মুনছুরুদ্দীন, উত্তর মিলিক, বাঘা, বয়স ৭৭। (২) মোঃ আব্দুল কদ্দুছ, স্থানীয়, বয়স ৭২। (৩) মোঃ জামালুদ্দীন খান, স্থানীয়, বয়স ৬৬। এরা সবাই মাযার ভক্ত।

প্রতি শুক্রবার দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসে বাঘা শাহী মসজিদে। আবার কেউ আসে দান ছাদক্বা করতে, দরবারে মানত করতে। কেউবা যিকরের আখড়া বানায়। মানুষ মন ভরে গান বাজনাও করে।

সেখানে গিয়ে দেখা যায়, মানুষ মাযারে সিজদা করছে। টাকা-পয়সা, ছাগল, গরু, ভেঁড়া, মহিষ, হাঁস, মুরগি, কবুতর ইত্যাদি দান করছে। বিশেষ করে মাযারের কবরের উপর প্রচুর পরিমান মানুষ টাকা পয়সা দান করছে। সে এক মহা জমজমাট ব্যবসার আয়োজন।

উপসংহার : পরিশেষে বলতে চাই ভারতীয় উপমহাদেশে পীর- আওলিয়া কেন্দ্রিক মাযার ব্যবসা অতি জনপ্রিয়। এসব ঘিরে আড্ডা বসে কবর পূজারীদের। বাংলাদেশে পীর-আওলিয়া, মাযারের কারণে এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা সঠিক ধর্ম থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কবরে গিয়ে সিজদা করেছে। মানুষ ধারণা করে যে, কবরে সিজদা করলে আল্লাহ তা'আলা এই পীর বাবার অসীলায় আমার সব গুনাহ খাতা মাফ করে দেবেন। অথচ যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য, অন্য কারও নয়। বাঘা মাযার হ'ল এদেশের অন্যতম ধর্মীয় ব্যবসা কেন্দ্র। অথচ মাযারের দেওয়ালে লেখা আছে 'এখানে সিজদা করিবেন না'। তবুও মানুষ কবরে সিজদা করে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছে। মানুষকে অবশ্যই সচেতন হ'তে হবে যে, আসল ধর্ম কোনটি, যা মানুষকে জান্নাতের পথে নিয়ে যাবে। মানুষকেই হক্ব খুঁজে বের করতে হবে কোনটি ঠিক আর কোনটি বেঠিক। এটাই তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। অতএব আসুন! হক্ব খুঁজে হক্বের অনুসারী হয়ে পৃথিবী থেকে যেন আমরা ঈমানের সাথে বিদায় নিতে পারি। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যেন সত্য ও সঠিককে জানার তাওফীক দান করেন। আমীন!

লেখক : বাউসা হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্যের নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট
http://multimedia.ahlehadeethbd.org
Youtube চ্যানেল
ahlehadeeth andolon bangladesh
ফেসবুক পেজ
www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

ভীনদেশের চিঠি

রোহিঙ্গাদের প্রতি ভালবাসা

প্রিয় রোহিঙ্গা ভাই ও বোনেরা! আশাকরি এই চিঠি তোমাদের কাছে পৌঁছাবে এবং জানান দেবে যে, আমরা মিন্দানাওবাসীরা তোমাদের কষ্ট অনুভব করছি এবং অন্তঃপীড়ায় দগ্ধ হচ্ছি।

আমি তোমাদের জানাতে চাই যে, তোমরা একা নও। আমরা তোমাদের জন্য প্রতি ওয়াক্ত ছালাতে চোখের পানি ফেলি। কেননা তিনি সর্বশক্তিমান সবকিছু শোনেন। অত্যাচারীরা হয়ত তোমাদেরকে সবসময় মৃত্যুর হুমকিতে রেখেছে, কিন্তু তোমরা তো ঈমানদার। হয়ত তারা তোমাদের শরীর পুড়িয়ে দিতে পারে, কিন্তু তোমাদের অন্তরজগত তো দগ্ধিভূত করতে পারবে না। হয়ত তারা তোমাদেরকে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে, কিন্তু জান্নাতই যে তোমাদের চূড়ান্ত ঠিকানা, যদি তোমরা মুমিন হও।

জীবনের এই কঠিন মুহূর্তে এসে হয়তবা তোমরা নিজেদের পরাজিত, পরিত্যক্ত কিংবা বিস্মৃত ভাবতে পার। হয়ত তোমরা জিজ্ঞাসা করছ, কবে এই যুলুমের পরিসমাপ্তি হবে! কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য! কোথায় আমাদের মুসলিম ভাই ও বোনেরা! তারা কি আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না? তারা কি আমাদের রক্ষা করবে না?

বিশ্বাস কর প্রিয় রোহিঙ্গা ভাই ও বোনেরা! আমরা তোমাদেরকে সর্বান্তকরণে নিজেদের সাথে একাত্ম করে নিতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম সাধ্যমত তোমাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। কিন্তু দূর্ভাগ্য। আমরাও যে আজ অসহায়। আমরা নিজেরাই এক যুদ্ধে জড়িয়ে গেছি। মারাওই সিটিতে এখন অস্ত্রের তুমুল ঝনঝনানি। জানিনা কবে এই যুদ্ধ শেষ হবে। আমরাও আমাদের মসজিদ, মাদরাসা হারিয়েছি। হারিয়েছি আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের। কিন্ত এ দুঃসময়ে আমরা তোমাদের ভুলতে পারিনি। বরং তোমাদের ওপর নির্যাতনের কথা জানতে পেরে আমাদের দুঃখ শতগুণ বেড়েছে। সত্যি বলছি, মনে হচ্ছে তোমাদের সকল দুঃখগুলো যদি বহন করে আমরা আমাদের কাঁধে নিয়ে নিতে পারতাম! তোমাদের কান্না দেখে আমরাও ক্রন্দিত। তোমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে না পেরে আমরা ভগ্নহৃদয়। আমরাও তোমাদের সাথে তাই কাঁদছি, তোমাদের মতই কষ্ট বোধ করছি, তোমাদের মতই সারাবিশ্বের প্রতি আর্জি পেশ করছি। তোমাদের উদ্ধার করার সক্ষমতা আমাদের নেই, কিন্তু তোমাদের জন্য সম্ভব্য সকল সহযোগিতা করা এবং তোমাদের কাছে পৌঁছানোর সব চেষ্টাই আমরা করছি।

চিন্তিত হয়োনা বন্ধুরা। একজন আছেন, যিনি সত্যিই তোমাদের ভালবাসেন, তোমাদের খোঁজ রাখেন এবং তোমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করেন। কখনও আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করি, কেনই বা তোমরা এই দূর্ভোগে নিক্ষিপ্ত হলে! উত্তরটা এমন পাই যে, তোমাদের ঈমান বোধহয় আমাদের চেয়ে বেশী এবং অধিকতর বিশুদ্ধ। তোমরা সবসময় মুসলিম হিসাবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, যেটা বর্তমানকালের অধিকাংশ মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায় না। জেনে রেখ, তোমাদের পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও সুহৃদজনরা নিরর্থক জীবন দেননি। তোমাদের উপর এই নির্মম অত্যাচার দেখে মুসলিম বিশ্ব আজ নিজেদের ঈমানী দূর্বলতা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। জাতিসংঘ এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলো অবশেষে নতি স্বীকার করছে। মুসলিম উম্মাহ একত্রিত হওয়ার উপায় খুঁজছে। তোমরা আমাদের হৃদয়ে আলো দিয়েছে। তোমরা আমাদের শক্তি দিয়েছ। তোমরা ঈমানী দৃঢ়তার এক শ্রেষ্ঠ নযীর স্থাপন করেছ বর্তমান ও ভাবী প্রজন্মের জন্য। কখনও ভেব না যে, তোমরা আশীর্বাদপ্রাপ্ত নও। তোমাদের ঈমানী দৃঢ়তাকে আমরা কুর্নিশ করি। আমরা স্বাক্ষী যে, তোমরা কত আশীর্বাদপ্রাপ্ত। আল্লাহ তোমাদের এমন মহাবিপদে নিক্ষেপ করে নিশ্চয়ই তোমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিবাসী হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। সুতরাং যা-ই ঘটুক না কেন, আল্লাহ সম্পর্কে সবসময় ইতিবাচক ধারণা রাখ। আল্লাহ তোমাদেরকে নিশ্চয়ই ভালবাসেন এবং জান্নাতের উচ্চস্থলে আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দাদের মধ্যে তোমাদের রাখতে চান। তোমাদের উপর আল্লাহ পরীক্ষার উপর পরীক্ষা চাপিয়ে দিয়েছেন তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করে জান্নাতুল ফেরদাউসের উপযুক্ত বানাতে। তিনি নিশ্চিতভাবেই মহান ন্যায়বিচারক। তিনি যেটাই করেন বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন এবং তিনি সঠিকই করেন। তিনি কখনও অন্যায়কারীদের পক্ষে নন। আল্লাহ সূরা বাক্বারা'র ২১৪ আয়াতে বলছেন, 'তোমরা কি ধরে নিয়েছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ পূর্ববর্তীদের মত বিপদ-মুছিবত তোমাদের উপর এখনও আপতিত হয়নি? তাদের উপর দুঃখ-কষ্ট ও বিপর্যয় এসেছিল এবং তারা ভয়ানকভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল। এতটাই যে, আল্লাহর নবী এবং তার ঈমানদার সহচররা বলেছিল, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।

সুতরাং আল্লাহর উপর বিশ্বাস ধরে রাখ। কখনও তার দয়ার ব্যাপারে আশা হারিও না, যদিও বিপদাপদ তোমাদের উপর ভয়ংকরভাবে চেপে বসে। যদি এই কষ্ট ও দুঃখ তোমাদের মৃত্যুও ডেকে আনে, তবুও তাকে ভালবেসে যাও, কখনও তার আনুগত্যের বাইরে যেও না। যিন্দেগী তোমাদেরকে যেদিকেই টেনে নিয়ে যাক না কেন, কখনও তাকে ভুলে যেও না। বরং সর্বদা আল্লাহর কাছে হেদায়েত কামনা কর। আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাক। সৎকর্ম কর। যিকর-আযকারে মশগুল থাক। সকাল-সন্ধার পঠিতব্য দোআগুলো মনে করে পড়। আল্লাহর কাছে বিপদমুক্তি কামনা কর। মনে রেখ আল্লাহর বাণী, 'তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, এমতবস্থায় যদি আল্লাহর শত্রুরা তোমাদের উপর আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসে; আল্লাহ তোমাদেরকে পাঁচ হাযার বিশেষভাবে চিহ্নিত ফেরেশতাদের দ্বারা সহযোগিতা করবেন *(আলে ইমরান ১২৫)*। আল্লাহর ওয়াদা মিথ্যা নয়।

সুতরাং আবারও বলছি, তোমরা হতাশ হয়ো না। আমরা তোমাদের পাশে আছি। আমরা তোমাদের অধিকারের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ। আমরা তোমাদের জন্য সবসময় কায়মনোবাক্যে দোআ করছি। আল্লাহর পক্ষ থেকে অজস্র শান্তি ও রহমত তোমাদের উপর বর্ষিত হতে থাকুক। আমীন!

-খাদীজা আমাতুল্লাহ
মারাওই সিটি, মিন্দানাও, ফিলিপাইন।

Contents

কবিতা

তাক্বওয়া পরিক্রমা

-রাকিবুল ইসলাম
কাযীপুর, গাংনী, মেহেরপুর।

আল্লাহ্‌র মায়ায় সিক্ত হয়ে
আনুগত্যে হও অগ্রগামী,
নিষেধগুলি ছেড়ে দিয়ে
হও তুমি সফলকামী।
তুমি তাক্বওয়াশীল বলে
ইবাদতে ঢেলে দাও দিল
পথে-প্রান্তরে নিখিলের মাঝে
মন্দের সাথে রেখোনা মিল।
তুমি অকৃতজ্ঞ না হয়ে
কৃতজ্ঞতার কর নতিস্বীকার,
মহান প্রভুকে স্বরণে রেখে
যিকর কর রাত-দিনভর।
তোমার অন্তরকে পাপমুক্ত রাখো
বসন্ত মধুর দিনে
কঠিন দিনে মুক্তি পাবে না
তাক্বওয়া বিনে।
তাক্বওয়াশীল হতে শিরক বিদ'আত ছাড়
ছাড় ছোট ছোট পাপ,
বিশ্বের বুকে অন্যায় মাঝে
দিও নাকো ঝাঁপ।
তুমি ঢুলী হয়ে ঢোল বাঁজিও না
পাপাচার তরঙ্গ মাঝে,
নীতিজ্ঞ হয়ে নন্দিত মনে
জীবন চালাও তাক্বওয়ার ঝাঁঝে।
তুমি জীবনের কঠিন মুহূর্তে
নিজেকে রাখো নিষ্ঠ,
সবল না হয়ে দুর্বলদের সাথে মিলে
করো না কারও অনিষ্ঠ।
তুমি তোমার অন্তরে সাধ জাগাও
পরকালীন ফলমূল ভরা উদ্যানের,
ভয় জাগাও তুমি তোমার অন্তরে
কঠিন সেই দিনের।
তাক্বওয়া তোমায় নিয়ে যাবে
সেই নিয়ামত ভরা জান্নাতে,
যাবে সেদিন মিটে প্রভেদ
তোমাতে-আমাতে।
তুমি পড়ে দেখো কুরআন-হাদীছ
সবচেয়ে সম্মানী কে?
তাক্বওয়া ছাড়া থাকবে সবাই
গহীন নিরালোকে।
তাক্বওয়া বাড়াতে কাঁদো বেশী
হাসির পরিমাণ কর কম,
গুনাহের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাও
হয়োনা ভালোর বিদ্রোহী অসম।
তাক্বওয়া তোমার দেয় স্মরিয়ে,
আল্লাহ ভরসার কথা বারংবার,
দুনিয়ার বুকে উদ্ভাসিত সব
কুসংস্কারকে করো চুরমার।
ওগো তুমি কাঁদো, অশ্রু ঝরাও
আল্লাহ তা'আলার স্মরণে
তাওহীদী ঝংকার তুলে
রাত দিন তাসবীহ পড় মনে মনে।

মুখোশধারী

-ডা. নাছরুল্লাহ

মানুষ সবাই মুখোশধারী
কথায় বড় রং বাহারী
রংয়ের কথা বলে সে যে,
মানুষের নেয় মনটা কাড়ী
মঞ্চেতে ঐ রাজনীতিবিদ
রংয়ের কথা বলে।
সাধারণ মানুষকে সে
আকাশেতে তোলে।
ক্ষমতায় যদি যেতে পারি
থাকবে না কোন দুঃখ বিদারী
থাকবে না কারও অভাব অনটন
থাকবে না বুভূক্ষ মা-জননী।
চেয়ারেতে বসলে মোরা
সবাই রবে সুখে
আহার রবে মুখে তাদের
মরবে না কেহ দুখে।
ভোটের পরে যায় না দেখা
তার সব কথা মিছে।
বিপদ-আপদে নেতাজী
যায় না কারও পিছে।
বিপদে সে সুযোগ খোঁজে
কেমনে নেবে ঘুষ।
ঘুষের টাকা না দিলে
কাজ যে তার ফুস।
ত্রাণের টাকা মেরে নিয়ে
নিজের ভরে পেট।
গরীব-দুঃখীদের কাছে যেয়ে বলে
সামনে ত্রাণের ডেট।
মঞ্চে সে যে জন দরদী
ভিতরে ভয়ঙ্কর দানব।
আসলে সে রাঘব বোয়াল
বহিঃপ্রকাশটা কেবল মানব।
পাবলিকের কোন উপকার
এদের দিয়ে হয়না।
মিথ্যা ছাড়া সত্য কথা
একটাও ওরা কয়না।
ভোটের আগে নেতাজী
আসতো রোজ রোজ
ভোটের পরে নেতাজীর
থাকেনা কোন খোঁজ।

Contents

সংগঠন সংবাদ

কর্মী সম্মেলন ২০১৭

সমাজ সংস্কারে জাম'আতবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা করুন!

-আমীরে জামা'আত

গত ২০ শে অক্টোবর ২০১৭ শুক্রবার **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর উদ্যোগে রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে সম্মেলনের প্রধান অতিথি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, মানুষের জন্ম সমাজে। মানুষ সামাজিক জীব। দু'জন অপরিচিত নারী-পুরুষের মাধ্যমে একটি মানুষের জন্ম হয়। আর একটি সমাজের মাধ্যমে একটি ইউনিটির জন্ম হয়। মানুষের জন্ম হয় বড় অসহায়ত্বের মধ্য দিয়ে। অন্যদের জন্ম এমন নয়। অসহায় শিশুর সাহায্যে এগিয়ে আসে তার মা, বাবা, ভাই, বোন, দাদা, দাদী, নানা, নানী, খালা, ফুফু। আর এদের সবাইকে নিয়েই সমাজ। আর একটি ইউনিটি বা সমাজের জন্য আমীর বা সমাজপতি থাকে। জন্মলগ্নে মানুষের পাশে আল্লাহ বা রাসূল থাকবে না বরং থাকবে তার আমীর। মানুষের জীবনের চলার পাথেয় পাঁচটি জিনিসকে আল্লাহ বুনিয়াদ হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। কালেমা, ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও হজ্জ। এদের প্রত্যেকটির মধ্যে মানুষের জন্য সামাজিক শিক্ষা রয়েছে।

যেমন একাকী ছালাতের চেয়ে জামা'আতবদ্ধ ছালাতে সাতাশ গুণ বেশী নেকী পাওয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) হাদীছ, কে আছ তোমার ভাইয়ের জন্য ছাদাক্বা করতে পার? কেননা একাকী ছালাতরত ছাহাবীর সঙ্গ দিলে ছাহাবী জামা'আতের নেকী পেত। আর সঙ্গ দেয়া ব্যক্তি ছাদাক্বার নেকী পেত। এভাবেই জামা'আতবদ্ধতা শিক্ষা দিয়েছেন আমাদের নবী।

তিনি ছিয়ামের ব্যাপারে বলেন, হাদীছের ভাষ্য- সবাই ছিয়াম রাখলে তুমি ছিয়াম রাখবে, সবাই যেদিন ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহা পালন করলে তুমিও সেদিন তা কর। অর্থাৎ একাকী বিচ্ছিন্ন কোন কাজ করা চলবেনা।

তিনি হজ্জের ব্যাপারে বলেন, কুরায়েশরা ইসলামের আসার পূর্বে মুযদালেফায় হজ্জ করত। কিন্তু ইসলাম সবাইকে সমানভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব দিয়ে আরাফার ময়দানে একত্রিত হওয়াকে ফরয করেছে।

তিনি যাকাতের ব্যাপারে বলেন, যাকাত একজন আমীরের অধীনে সংগৃহীত হয়ে তা আমীরের মাধ্যমে তা বন্টিত হবে। এটাকে হালকা করে দেখা যাবেনা। এভাবে ইসলামে সর্বত্রই জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপনের আবশ্যিকতা রয়েছে। নইলে জান্নাতী পথ থেকে ছিটকে পড়তে হবে।

তিনি বলেন, জামা'আত দু'প্রকার। জামা'আতে আম্মাহ ও জামা'আতে খাছ্ছা। দু'টিই মুমিন জীবনে প্রয়োজন। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে জামা'আতে আম্মাহ ও জাতির বিভিন্ন প্রয়োজনে জামা'আতের খাছ্ছার প্রয়োজনীতা রয়েছে। কারণ বিশ্বের ও নিজ দেশের সামগ্রিক অবস্থাকে এড়িয়ে কোন আন্দোলন বা সংগঠন চলতে পারে না। তিনি আরো বলেন, 'জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপন হলো রহমত স্বরূপ আর বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন হলো শাস্তি স্বরূপ'। আর জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপনে আল্লাহর হাত (সাহায্য) রয়েছে। আমীরের মধ্যে কোন ত্রুটি দেখলে অবশ্যই ধৈর্যধারণ করতে হবে। যদি তা না করে কেউ বিদ্রোহী হয়, তবে জান্নাতী জীবন নিমিষেই জাহান্নামী জীবনে পরিণত হয়। শান্তির সমাজ বিশৃংখলাপূর্ণ হয়ে যায়। অতএব আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

তিনি যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, যুবকদের দায়িত্ব হলো- সর্বাগ্রে যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত বিমুক্ত হয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে বুকে ধারণ করা, সকল রিয়া ও শ্রুতি থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করা, সংঘবদ্ধ জীবনকে অপরিহার্য করে নেয়া, অনুগত কর্মী হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করা এবং সর্বোপরি নিজেকে আল্লাহর রহমত পাওয়ার যোগ্য হিসাবে গড়ে তোলা। সবশেষে আহলেহাদীছদের বৈশিষ্ট্য সর্ম্পকে তিনি ভারতবর্ষের প্রখ্যাত পণ্ডিত সাইয়েদ আলী হাসান নাদভীর মন্তব্য উল্লেখ করেন- 'আহলেহাদীছরা হলো খালেছ তাওহীদে বিশ্বাস, পূর্ণ ইত্তেবায়ে সুন্নাত, জিহাদী জাযবা ও আল্লাহর প্রতি অবনত হওয়ার অনন্য বৈশিষ্ট্যধারী জামাআত'। অতএব 'যুবসংঘ'-এর ছেলেদেরকে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ অক্ষুণ্ন রেখে সমাজের বুকে একতাবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে হবে।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আহলেহাদীছ আন্দোলন সঊদীআরব শাখার প্রচার সম্পাদক সোহরাব হোসাইন এবং আহলেহাদীছ আন্দোলন সিঙ্গাপুর শাখার কর্মী শামীম আহমাদ।

'যুবসংঘ'-এর সংগ্রামী কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এদেশের একক যুবসংগঠন। যুবসংঘ ধর্মীয় সংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার, অর্থনৈতিক সংস্কার ও শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজানোর কঠিন ব্রত নিয়ে সমাজের বুকে পদচারণা করছে। তিনি সকলকে এ কাফেলা সম্মুখপানে এগিয়ে নিয়ে যেতে জান-মাল কুরবানীর আহ্বান জানান।

'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম বলেন, প্রতিটি সংগঠনের মজবুতির মূল হলো আমীরের আনুগত্য। লক্ষ্যপানে অটল আমীর ও কর্মীবাহিনীর সমন্বয়েই একটি সমাজে প্রকৃত বিপ্লব আসতে পারে।

'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. সাখাওয়াত হোসাইন বলেন, বুলেট

Contents

কিংবা ব্যালট নয়, তাওহীদ প্রতিষ্ঠাই দ্বীন কায়েমের প্রকৃত লক্ষ্য। যারা হুকুমত কায়েমের কথা বলে যেনতেন প্রকারে ক্ষমতা দখলকেই নিজেদের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছেন, তারা ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন।

'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম বলেন, সংগঠন চারটি জিনিসের সমন্বয়। সেগুলি হলো- আমীর, মা'মূর, বায়'আত ও এতা'আত। তিনি কর্মীদেরকে তাওহীদী বিশ্বাস, সুন্নাতের অনুসরণ, জিহাদী জাযবা এবং আল্লাহ প্রতি খুলুছিয়াতের গুণাবলী মজবুতভাবে ধারণের আহ্বান জানান।

'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা দুররুল হুদা বলেন, দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব মুমিন জীবনে আসল ভ্রাতৃত্ব। এক মুমিনের সাথে অপর মুমিনের সম্পর্ক হল একটি বিল্ডিং-এর মত, যা ভাঙ্গার নয়।

'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন বলেন, প্রতিটি কর্মীকে মুহাজির আনছারদের মত ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হতে হবে।

'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. কাবীরুল ইসলাম বলেন, সংগঠন সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন কর্মপদ্ধতি। যার অনুসরণ ব্যতীত একটি সংগঠন তার সাংগঠনিক প্রাণ ফিরে পেতে পারে না। তিনি কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেন।

'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম যুগে যুগে আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিকাশ সম্পর্কে তিনি বলেন, ছাহাবাগণ হলেন আহলেহাদীছদের প্রথম সারির ব্যক্তিত্ব। আহলেহাদীছরা ভূঁইফোড় কিছু নয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে রয়েছে আহলেহাদীছদের অতুলনীয় অবদান। সুতরাং যারা আহলেহাদীছদের নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করে, তারা মূলতঃ ইতিহাসজ্ঞানশূন্য অথবা জ্ঞানপাপী।

'যুবসংঘ'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ভারত উপমহাদেশে আহলেহাদীছদের জিহাদ আন্দোলন এবং সাংগঠনিক আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করতঃ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের ঐতিহাসিক ভূমিকা মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের বুকে 'যুবসংঘ'-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গেলে দুটি মৌলিক বিষয় সামনে আসে। (১) ইতিহাসের ধারাবাহিকতা। এ দেশের আহলেহাদীছ জনগোষ্ঠীর একটি ক্রান্তিকালে যুবসংঘের জন্ম কেবল একটি সংগঠনের আবির্ভাবমাত্র ছিল না। বরং তা ছিল আহলেহাদীছ আন্দোলনের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষার এক ঐতিহাসিক দায়পূরণ। (২) আদর্শিক দৃঢ়তা। যুবসংঘ তার সুদীর্ঘ ৪০ বছরের পদচারণায় বারাংবার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু আদর্শের উপর টিকে থাকার মাধ্যমে সে পরীক্ষাসমূহে উৎরে গেছে বলেই আজও আল্লাহর অশেষ রহমতে সমাজের বুকে এ সংগঠন দৃপ্তচিত্তে কাজ করে যেতে সক্ষম হয়েছে। তিনি অতীতের প্রেরণাকে সম্বল করে আগামী দিনে এ আন্দোলনকে কিভাবে আরও বহুমুখীভাবে অগ্রসর করা যায়, সে ব্যাপারে পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আগামী দিনে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে, আদর্শের উপর টিকে থাকা। সেজন্য আমাদের প্রধান সম্বল হবে খুলুছিয়াত, আপোষহীন সংগ্রামী মনোভাব এবং সীমাহীন ধৈর্য। তিনি কর্মী ভাইদের নৈতিক দৃঢ়তা অর্জনের আহবান জানিয়ে বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের কর্মী হতে গেলে ইস্তিকামাতের কোন বিকল্প নেই। রাসূল (ছাঃ)-এর চারপাশে এমনই লক্ষ্যে অটল বিপ্লবী কর্মী বাহিনী ছিল বলেই তিনি এক মহাবিপ্লব সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সম্মেলনে 'নিজ যেলায় কর্মতৎপরতার বর্ণনা ও অগ্রগতি বিষয়ে পরামর্শ' শীর্ষক পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রত্যেককে ৫ মিনিট করে সময় পান এবং সময়ের সংক্ষিপ্ততার কারণে মোট ৭ জন অংশগ্রহণ করেন। তারা হলেন, রংপুর যেলা সভাপতি শিহাবুদ্দীন আহমাদ, দিনাজপুর-পূর্ব যেলার সভাপতি রায়হানুল ইসলাম, রাজশাহী-পূর্ব যেলার সাধারণ সম্পাদক, যিল্লুর রহমান, জয়পুরহাট যেলা সভাপতি, নাজমুল হক, ঝিনাইদহ যেলা সভাপতি আসাদুল্লাহ, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুন এবং কুমিল্লা যেলা সাধারণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ।

এছাড়া 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের পরামর্শের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ যেলা, শ্রেষ্ঠ সভাপতি, শ্রেষ্ঠ সাধারণ সম্পাদক এবং শ্রেষ্ঠ সংগঠকের নাম ঘোষণা করা হয়। তারা হলেন, শ্রেষ্ঠ যেলা রাজশাহী পশ্চিম), শ্রেষ্ঠ সভাপতি আব্দুর রহমান (নওগাঁ), শ্রেষ্ঠ সাধারণ সম্পাদক যিল্লুর রহমান (রাজশাহী পশ্চিম), শ্রেষ্ঠ সংগঠক আসাদুল্লাহ (ঝিনাইদহ)।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ। বিভিন্ন পর্যায়ে কুরআন তেলাওয়াত করেন আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও আবু সাইফ। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ কেরামত, রাক্বীবুল ইসলাম ও আল-হেরা সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম।

কর্মী প্রশিক্ষণ

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ২১ ও ২২শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য ২১শে সেপ্টেম্বর বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে বাঁকালস্থ দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্সে দু'দিনব্যাপী **'কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ'** অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম, সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব প্রমুখ। প্রশিক্ষণে যেলার বিভিন্ন এলাকা হ'তে দুই শতাধিক কর্মী ও দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করেন।

যুব সমাবেশ

বিরামপুর, দিনাজপুর, ৯ই সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার বিরামপুর থানাধীন চাঁদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা

'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রায়হানুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট যেলা 'সোনামণি' পরিচালক আব্দুল মুন'ইম।

ছোট বেলাইল, বগুড়া ২৩শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর শহরের ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে এক যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আল-আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুর রহীম।

মাদারগঞ্জ, জামালপুর ২৩শে সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার মাদারগঞ্জ থানাধীন চরবওলা গণীবাড়ি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মনযূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মিনারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জামালুদ্দীন সালাফী ও অত্র মসজিদের ইমাম আব্দুল ওয়াহেদ।

চিনাডুলি, ইসলামপুর, জামালপুর ২৪শে সেপ্টেম্বর সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার ইসলামপুর থানাধীন চিনাডুলি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি এস এম এরশাদুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মিনারুল ইসলাম।

কমরগ্রাম, জয়পুরহাট ২৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য দুপুর ২-টায় কমরগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজমুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহফূযুর রহমান ও সোনামণি যেলা পরিচালক আব্দুল মুন'ইম প্রমুখ।

বিশ্বনাথপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকল ১০-টায় যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি ইয়াসীন আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর।

পার্বতীপুর, দিনাজপুর ৩০শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর দিনাজপুরের পার্বতীপুর থানাধীন দক্ষিণ মুনীরিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি তোফায্যল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুমিনুল ইসলাম ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাজ্জাদ হোসাইন।

বাগডোব, মহাদেবপুর, নওগাঁ ২রা অক্টোবর সোমবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার মহাদেবপুর থানাধীন বাগডোব বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওগাঁ-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মিনারুল ইসলাম।

দেলধা, টাঙ্গাইল ২রা অক্টোবর সোমবার : অদ্য বাদ আছর দেলধা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' টাঙ্গাইল যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম, সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াজেদ।

রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৪ঠা অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ আছর রহনপুর ডাক বাংলাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মিনারুল ইসলাম ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. মানুষের আদি পিতা কে? তাকে আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেন?
উত্তর : বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হিসাবে আল্লাহ পাক আদম (আঃ)-কে নিজ দু'হাত দ্বারা সরাসরি সৃষ্টি করেন *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)*।

২. আদম (আঃ) সম্পর্কে কুরআনের কয়টি সূরায় কতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে?
উত্তর : আদম (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ১০টি সূরায় ৫০টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

৩ . আল্লাহ কিরূপ মাটি থেকে আদম (আঃ)- কে সৃষ্টি করেছেন?
উত্তর : মাটির সকল উপাদানের সার-নির্যাস একত্রিত করে আঠালো ও পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মাটির তৈরী সুন্দরতম অবয়বে রূহ ফুঁকে দিয়ে আল্লাহ আদম (আঃ)- কে সৃষ্টি করেছেন *(মুমিনূন ২৩/১২; ছাফফাত ৩৭/১১)*।

৪ . আল্লাহ হাওয়া (আঃ)-কে কোথা থেকে সৃষ্টি করেন?
উত্তর : আদম (আঃ)-এর পাঁজর থেকে তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেন *(নিসা ৪/১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ মিশকাত হা/৩২৩৮)*।

৫. আদম থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত কতজন নবী পৃথিবীতে এসেছেন?
উত্তর : এক লক্ষ চব্বিশ হাযার *(আহমাদ, ত্বাবারাণী, মিশকাত হা/৫৭৩৭)*।

৬. আল্লাহ আদম (আঃ)-কে কিসের নাম শিক্ষা দেন?
উত্তর : আল্লাহ আদম (আঃ) কে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিলেন। 'সবকিছুর নাম বলতে পৃথিবীর সূচনা থেকে লয় পর্যন্ত ছোট-বড় সকল সৃষ্ঠবস্তুর ইলম ও তা ব্যবহারের যোগ্যতা তাকে দিয়েছেন *(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াও ওয়ান নিহায়াহ ১/৬৫)*।

৭. আদম ও হাওয়াকে জান্নাত থেকে নামিয়ে দেওয়া কি শাস্তি স্বরূপ ছিল?
উত্তর : না, কেননা তাদের জান্নাত থেকে অবতরণের নির্দেশ তাদের অপরাধের শাস্তি স্বরূপ ছিলনা। কেননা এটা ছিল তাওবা কবুলের পরের ঘটনা।

৮. আদম (আঃ) সর্বপ্রথম কি আবিষ্কার করেন?
উত্তর : যাতায়াত ও পরিবহনের জন্য চাকা চালিত গাড়ী সর্বপ্রথম আদম (আঃ) আবিষ্কার করেন। যা তিনি অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছিলেন *(মা'আরেফুল কুরআন পৃঃ ৬২৯)*।

৯. পৃথিবীর প্রথম কৃষিপণ্য কি ছিল?
উত্তর : 'তীন' ফল।

১০. আদমের পাঁচটি শ্রেষ্ঠত্ব কি কি?
উত্তর : (১) আল্লাহ তাকে নিজ দু'হাতে সৃষ্টি করেছেন *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)*। (২) আল্লাহ নিজে তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন *(ছোয়াদ ৩৮/৭২)*। (৩) আল্লাহ তাকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন *(বাক্বারাহ ২/৩১)*। (৪) তাকে সিজদা করার জন্য আল্লাহ ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছেন *(বাক্বারাহ ২/৩৪)*। (৫) আদম একাই মাত্র মাটি থেকে সৃষ্ট। বাকী সবাই পিতা-মাতার মাধ্যমে সৃষ্ট *(সাজদাহ ৩২/৭-৯)*।

১১. আদম (আঃ) কত বছর জীবিত ছিলেন?
উত্তর : ৯৬০ বছর, *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৮)*।

১২. আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠিয়েছেন কেন?
উত্তর : আল্লাহ মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে *(বাক্বারাহ ২/২১৩)*।

১৩. মাতৃগর্ভে ভ্রূণে কখন রূহ সঞ্চারিত হয় এবং সে সময় শিশুর কপালে কি কি লিখে দেওয়া হয়?
উত্তর : চার মাস (১২০ দিন) পর। শিশুর কপালে লিখা হয় তার হায়াত, আমল, রিযিক এবং সে ভাগ্যবান না দুর্ভাগা *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮২)*।

১৪. খলীফা অর্থ কি? খলীফা বলে কাদের বুঝানো হয়েছে?
উত্তর : খলীফা অর্থ প্রতিনিধি। আর খলীফা বলতে বনু আদমকে বুঝানো হয়েছে *(ইবনু কাছীর)*।

১৫. অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে মানুষের উচ্চ মর্যাদার কারণ কি?
উত্তর : প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল সৃষ্টি মানুষের অনুগত হওয়ার কারণে *(লোক্বমান ৩১/২০)*।

১৬. মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কার উপর?
উত্তর : সবকিছুর উপরে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব *(ইসরা ১৭/৭০)*।

১৭. মানুষ সৃষ্টির ৩টি পর্যায় কি কি?
উত্তর : (১) মাটি দ্বারা অবয়ব নির্মাণ। (২) আকার আকৃত গঠন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহে শক্তির আনুপতিক হার নির্ধারণ ও পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান। (৩) তাতে রূহ সঞ্চার করে আদমকে অস্তিত্ব দান।

১৮. মৃত্যুর পর মানুষের রূহগুলি কোথায় থাকে?
উত্তর : 'ইল্লীন' অথবা 'সিজ্জীনে' *(মুতাফফেফীন ৮৩/৭-১৮)*।

১৯. মানুষের ঠিকানা কয়টি ও কি কি?
উত্তর : দারুদ দুনিয়া। অর্থাৎ যেখানে আমরা এখন বসবাস করছি ২- দারুল বরযখ। অর্থাৎ মৃত্যুর পরে কবরের জগত। ৩- দারুল ক্বারার। অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন শেষ বিচার শেষে জান্নাত বা জাহান্নামের চিরস্থায়ী ঠিকানা।

২০. পৃথিবীর সবকিছু মানুষের জন্য সৃষ্ট, মানুষ কার জন্য সৃষ্ট?
উত্তর : আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব' *(বাক্বারাহ ২/১৫৬)*।

২১. মানুষের উপর শয়তানের প্রথম হামলা কি ছিল?
উত্তর : মানুষের উপরে শয়তানের প্রথম হামলা ছিল তার দেহ থেকে কাপড় খসিয়ে তাকে উলঙ্গ করে দেওয়া।

২২. শয়তানকে কেন সৃষ্টি করা হয়?
উত্তর : শয়তানকে মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে *(হাশর ৫৯/১৬)*।

২৩. শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেওয়া প্রকৃতি কেমন?
উত্তর : শয়তান মানুষের রগ-রেশায় ঢুকে ধোঁকা দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ মিশকাত হা/৬৮)*।

২৪. আল্লাহ জিন জাতিকে আল্লাহ কি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন?
উত্তর : গনগনে আগুন দ্বারা *(হিজর ১৫/২৭)*।

২৫. ইবলীস কেন জিন জাতি হওয়া সত্ত্বেও ফিরিশতাদের সঙ্গে বসবাস ও তাদের নেতা হয়েছিল?
উত্তর : সে ছিল বড় আলেম ও ইবাদতগুযার *(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ১/৬৭*।

২৬. কে সর্বপ্রথম ক্বিয়াস করেছিল?
উত্তর : ইবলীস *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/৬৬)*।

২৭. ইবলীসের অভিশপ্ত হওয়ার কারণ কি ছিল?
উত্তর : ইবলীস অহংকার বশে আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করায় চিরকালের মত অভিশপ্ত হয়েছিল *(বাক্বারাহ ২/৩৪)*।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য কে?
উত্তর : অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আখতারুয্যামান।
২. বাংলাদেশে প্রথম কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কোন নদী নিয়ে নদী গবেষণা কেন্দ্র চালু হয়েছে?
উত্তর : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে, হালদা নদী নিয়ে।
৩. বর্তমান দেশে মোট শিক্ষা বোর্ড কতটি?
উত্তর : ১১টি।
৪. বাংলাদেশ কবে জাতিসংঘের পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি স্বাক্ষর করে?
উত্তর : ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।
৫. সম্প্রতি দুদক কোন কার্যক্রমটি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে?
উত্তর : পূর্ণাঙ্গ পুলিশ ফোর্স ইউনিট।
৬. জঙ্গি ও সন্ত্রাস দমনে পুলিশের কোন ইউনিট অনুমোদিত হয়?
উত্তর : অ্যান্টি টেররিজম ইউনিট।
৭. ভুট্টা উৎপাদনে শীর্ষে কোন যেলা?
উত্তর : দিনাজপুর।
৮. বাংলাদেশের কতজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন?
উত্তর : ১০জন।
৯. বাংলাদেশের শীর্ষ রফতানি পণ্য কোনটি?
উত্তর : তৈরী পোশাক।
১০. ২০১৭ সালের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : ৯৯তম।
১১. 'ওয়ান হেলথ' সম্মেলন কখন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে?
উত্তর : ১৭-১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ।
১২. দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল কোথায় স্থাপন করা হয়েছে?
উত্তর : পটুয়াখালী যেলার কলাপাড়া উপযেলার লতাচাপলী ইউনিয়নের গোড়াআমখোলা পাড়া গ্রামে।
১৩. বর্তমানে বাংলাদেশের সাথে বিশ্বের কতটি দেশের সাথে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি রয়েছে?
উত্তর : ৪৫টি দেশ।
১৪. বাংলাদেশ কোন কোন দেশের সাথে কাজবিহীন বাণিজ্য চুক্তি করেছে?
উত্তর : কম্বোডিয়া ও চীন।
১৫. স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিল ২০১৭ কখন কোথায় পাস হয়ে?
উত্তর : দশম জাতীয় সংসদের সপ্তদশ অধিবেশনে।
১৬. কোন দেশে বিদ্রোহীদের হামলায় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী নিহত হয়েছে?
উত্তর : আফ্রিকার মালিতে।
১৭. ব্রিটিশ হাইকোর্টে প্রথম বাংলাদেশী বিচারপতির নাম কি?
উত্তর : আখলাকুর রহমান চৌধুরী।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. মিয়ানমার কবে আরাকান রাজ্য দখল করে নেয়?
উত্তর : ১৭৮৪ সালে।
২. সিঙ্গাপুরের প্রথম নারী (মুসলিম) প্রেসিডেন্টের নাম কি?
উত্তর : হালিমা ইয়াকুব।
৩. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনের সভাপতি কে?
উত্তর : মিরাস্লোভ লাজকাক।
৪. কোন দেশের সুপ্রিমকোর্ট প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল বাতিল করেন?
উত্তর : কেনিয়া।
৫. কোন দেশ মিয়ানমারের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে?
উত্তর : মালদ্বীপ।
৬. ইসরাইলে প্রথম স্থায়ী সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে কোন দেশ?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।
৭. সম্প্রতি উত্তর কোরিয়ার সাথে সামরিক সম্পর্ক ছিন্ন করে কোন দেশ?
উত্তর : মিসর।
৮. ভারতের VVIP জেড নিরাপত্তা প্রাপ্ত বিতর্কিত ধর্মগুরু রাম রহিম সিং এর কয়েদি নম্বর কত?
উত্তর : ১৯৯৭ নং।
৯. বিশ্বের বৃহত্তম বাঁধের নাম কি?
উত্তর : গ্রান্ড কুলি বাঁধ (যুক্তরাষ্ট্র)।
১০. বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাঁধের নাম কি ও কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : 'সরদার সরোবর বাঁধ' ভারতে।
১১. ২০১৬-১৭ টাইম হায়ার এডুকেশনের জরিপে বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয় কোনটি?
উত্তর : অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য।
১২. সর্বাধিক পত্রিকা বিক্রি হয় কোন দেশে?
উত্তর : চীনে।
১৩. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল IMF-এর রিজার্ভ মুদ্রা কতটি?
উত্তর : ৫টি (মার্কিন ডলার, ডয়েচে মার্ক, ইয়েন, ফ্রাঁ, পাউন্ড স্টার্লিং)।
১৪. খ্যাতনামা ম্যাগাজিন 'রাফ গাইড'-এর তালিকায় সবচেয়ে সুন্দর দেশ কোনটি?
উত্তর : স্কটল্যান্ড।
১৫. বিশ্বে শীর্ষ জনবহুল দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন (জনসংখ্যা ১৩৮.৬৮ কোটি)।
১৬. বিশ্বের প্রথম ফতোয়া বুথ কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : মিসর, সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে।
১৭. সর্বাধিক পাম তেল উৎপাদনকারী দেশের নাম কি?
উত্তর : ইন্দোনেশিয়া।
১৮. জাতিসংঘে পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি প্রথম অনুমোদন করে কোন দেশ?
উত্তর : ভ্যাটিক্যান সিটি।
১৯. ২০১৭ সালের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা প্রতিবেদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : সুইজারল্যান্ড।